রাবণ বধ

(পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীগঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

১৩৩৩—জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

রাবণ বধ

(পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।)

শ্রীগঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

১৩৩৩—জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক— [illegible]লাল দে।

"মাণিক লাইব্রেরী"

১১২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার শীল।

শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ভুমিকা।

মহর্ষি বাল্মিকী, কৃত্তিবাস, অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের মত
অবলম্বনে লিখিত এই রাবণ বধ। ইহা জনপ্রিয় ও
অভিনয়যোগ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে
কিছু কিছু কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি।
আশা করি সহৃদয় পাঠক
পাঠিকাগণ সে ত্রুটি
মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি সন ১৩৩৩ সাল।
পোঃ পিপলন
(বর্দ্ধমান)

বিনীত—
গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

পুণ্যলোকনিবাসী

পিতৃদেবের

পূত-আত্মা

পবিত্র

স্মৃতির

উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত।

আপনার অকৃতি পুত্র।

"গাঙ্গেশ"

মাণিক লাইব্রেরী

১১২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সীতার পাতাল প্রবেশ

প্রবীণ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ প্রণীত। শশীভূষণ অধিকারীর যাত্রাদলে অভিনীত। রামের রাজ্যাভিষেক, সীতার বনবাস, বাল্মিকী মুনির আশ্রমে লবকুশের জন্ম, শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লবকুশের সহিত রামের পরিচয়। অযোধ্যার রাজসভায় লবকুশের সুললিত কণ্ঠে রাম-গুণ গান, বাল্মিকী কর্ত্তৃক সীতাকে অযোধ্যার রাজসভায় আনয়ন, সীতার পাতাল প্রবেশ এবং বৈকুণ্ঠধামে রামসীতার মিলন প্রভৃতি সমস্তই আছে। সহজে সুন্দর অভিনয় হয় (সচিত্র) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শ্রীদুর্গা

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী বাণীকণ্ঠ প্রণীত। শশীভূষণ হাজরার যাত্রাদলের অভিনয়। ইহাতে সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর দানবরাজ দুর্গমাসুরের স্বীয় বাহুবলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে অধিকার স্থাপন, ইন্দ্রের অমরাবতী জনশূন্য—নারায়ণের আবির্ভাব—লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বন্দ্ব। কুহকিনী রম্ভার দুর্গম সমীপে আত্মবিক্রয়, যুবরাজ কালঞ্জয়ের কারাবাস। রাজ্যময় হত্যাবিভীষিকা, ঘোর হাহাকার। শ্রীদুর্গার সহিত ভীষণ যুদ্ধ, চরমে দুর্দ্দমে দুর্গতি বিনাশ, সকলই অপূর্ব্ব সহজে সুন্দর অভিনয়। বহু চিত্র শোভিত মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কুরু পরিণাম

অঘোর বাবুর ইহাও একখানি নাটক। শশীভূষণ অধিকারীর যাত্রায় অভিনীত। যাহার নাটকের অভিনয়ে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত তাঁহার নাটকের নূতন করিয়া পরিচয় কি দিব। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, অকম্পন, (সেনাপতিদ্বয়) বীরবাহু তরণী, অতিকায়, মেঘনাদ, সৈন্যগণ, প্রজাগণ।

স্ত্রীগণ।

সীতা, সরমা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা, নর্ত্তকীগণ, সূর্পণখা, প্রমীলা, চেড়ীগণ, পরিচারিকা, নিকষা।

রাবণ বধ

—-০০০৩৩৩০০০—

প্রথম অঙ্ক।

——:০:——

প্রথম দৃশ্য।

অশোক কানন।

[রোরুদ্যমানা সীতা সমাসীনা]

গীত।

হে রাম রঘুবর কমললোচন।
অপহৃতা কিঙ্করী সীতা কর তার দুঃখ মোচন ॥
না শুনে কারো নিবারণ,
করেছি হে বিপদে বরণ
স্বর্ণ মৃগের লোভে মোরে হরিল রাবণ।
সন্তাপিতা পিপাসিতা সীতার সার করুন রোদন ॥
হা রাম হা রাম ব'লে
ভাসি আমি অশ্রুজলে,
পড়িয়ে বিপাকে দুষ্ট রাক্ষস কবলে,
কেশে ধরি আনিল হরি রাখিল মোরে অশোক কানন ॥

হায়! কেন আমি অভাগী স্বর্ণমৃগের লোভে প'ড়ে পতিকে বল্‌লাম সেই কাল মৃগ ধ'রে আন্‌তে? কেন মন্দবুদ্ধি আমার, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে ব্যথিত বিতাড়িত ক'রে দিয়েছিল দেবর লক্ষ্মণকে! কেন একাকিনী নারী আমি, ভিক্ষা পাত্র করে এসেছিলাম ভণ্ড সাধুর সম্মুখে? নিজের কুবুদ্ধি দোষে আজ আমি অপহৃতা, নিপীড়িতা—অশোক কাননে বিবাসিতা। কেউ নাই এখানে আমার, আছে কেবল এক রমণী—কোমলপ্রাণা—সম দুঃখ ব্যথায় ব্যথিতা দেবী সরমা।

ধীরে ধীরে সরমার প্রবেশ।

সরমা। সখি! এখনও তেমনি ধারা কাঁদ্‌ছ? কান্নার কি বিরাম দেবে না? গ্রহবিপাকে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য নিয়ত এত অধীরা—উন্মনা হ'য়ে থাকলে অমন সোণার কান্তি যে মলিন হ'য়ে যাবে? ধৈর্য্য ধর—সহ্য কর—অন্তর্য্যামী পতিকে তোমার স্মরণ কর। রাম-বনিতা সীতা তুমি, বিপদে ধৈর্য্যহারা হ'য়ো না।

সীতা। সখি! রাক্ষসের পুরীতে মানবী আমি, কোন্ বলে কি অবলম্বন ক'রে—কোন্ আশায় ধৈর্য্য ধরি? পিতৃসত্য পালনে ব্রতী পতি রঘুবর আমার জননী আদেশে নির্ব্বাসিত। আমি তাঁর সেবার জন্য সঙ্গে এসে শেষে এই দুর্গতি ভোগ ক'রতে হ'ল? হা রাম! হা জানকীবল্লভ!

সরমা। বেশী অধৈর্য্য হ'য়ো না সখি! আমি আছি তোমার সহায়স্বরূপিণী কোন ভয় নাই।

সীতা। নির্ভয় হ'তে পারি কি সখি? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রাবণের অত্যাচারে আমি কি স্বীয় সতীধর্ম্ম রক্ষায় সমর্থ হব?

সরমা। গঙ্গাজলের পবিত্রতা কি গলিত শবে অপবিত্র করতে পারে। তুমি সতী, তোমার পাতিব্রত্য কি নষ্ট করতে পারে কেউ? অসম্ভব।

সীতা। দুষ্টের দুষ্টবুদ্ধিতে সবই সম্ভব। পাপিষ্ঠ দশাননের পাপ স্পর্শে আমি অপবিত্রা হ'য়েছি। মৃত্যু ভিন্ন আমার এ জীবনে কোন শান্তি নাই। সখি! তুমি আমায় মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দাও, আমি কলঙ্কিত প্রাণ পরিত্যাগ করি।

সরমা। দুরাত্মার স্পর্শে সতীর অপবিত্রতা আসতে পারে না।

সীতা। কে বিশ্বাস করবে সখি, আমি রাবণ গৃহে বাস ক'রে পতিব্রত্য পালন ক'রেছি! জীবন ভোর রাবণস্পৃষ্টা ব'লে আমার একটা অখ্যাতি জগতে প্রচার হ'য়ে রইল। চন্দ্র সূর্য্য স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সীতার এ কলঙ্ক অপনীত হবে না। তারপর রাবণের দস্যুতায় আমি অপহৃতা, স্বামী আমার যে সংবাদও জানতে পারবেন না, সুতরাং বাধ্য হ'য়ে এই অশোক কাননে কাঁদতে কাঁদতে কাল কাটাতে হবে। রাক্ষসের অধিকারে থেকে তার পাপ অভিসন্ধির পথ কতক্ষণ অবরুদ্ধ রাখতে পারব সখি! তাই বলছি এখনও আমার মৃত্যু হ'ক। (রোদন)

সরমা। মৃত্যু কামনা করাও মহাপাপ, ভুলে যাও ও সঙ্কল্প সখি! স্থির হ'য়ে শোন আমার কথা, তাহলেই ভয় অপনীত হবে। মহারাজ রমণীর প্রতি আর কোন অত্যাচার করলেই তাঁর মৃত্যু হবে, নলকুবেরের অভিশাপ। সুতরাং তোমার সে জন্য কোন চিন্তা নাই।

সীতা। বলতে পার সখি! তবে এ ভাবে আমায় সবলে অপহরণ ক'রে লঙ্কায় এনে বন্দিনী করলে কেন?

সরমা। প্রতিহিংসা নিতে। তোমার দেবর লক্ষ্মণ রাজসহোদরা

শূর্পনখার নাসা কর্ণ ছেদন করেছিল ব'লে তারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তোমায় অপহরণ ক'রেছেন !

সীতা। এ ক্লেশের কি শেষ হবেনা সখি ?

সরমা। অবশ্যই হবে। বৈকুণ্ঠপতি পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র যাঁর পতি, স্বয়ং যিনি বৈকুণ্ঠের বিভূতি স্বয়ং কমলা তাঁর ক্লেশ লোক শিক্ষার জন্য। ক'দিন তা থাক্‌বে ? যখন শুন্‌বেন তোমার স্বামী তুমি রক্ষোরাজ কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়েছ, তখন তিনি উল্কাপিণ্ডের মত জ্ব'লে উঠে রক্ষো-কূল নির্ম্মূল করতে ধাবিত হবেন। বুঝেছি সখি ! রাজার পাপে এত-দিনে রাজ্য নষ্ট হবে। সতীলক্ষ্মী তুমি তোমার কেশাকর্ষণের ফলে বিরাট রক্ষোবংশ সহ রাজ্য ধ্বংস হবে, তারই সূত্রপাত এই।

সূর্পনখার প্রবেশ।

সূর্প। [নাকিসুরে প্রবেশ পথ হইতে] কেঁমন মঁজা! কেঁমন মঁজা। ওঁরে রাঁমা লঁখা! কোঁথা আঁছিস্ আঁয় দেঁখে যাঁ তোঁদের কুঁলের বৌঁকে রাঁক্ষসে চুঁরি কঁরে এঁনেছে। কেঁমন আঁর আঁমার নাঁক কাঁণ কাঁটবি ? আঁর খঁর দূঁষণ ভাঁইদের প্রাঁণ নাঁশ কঁর্‌বি ? দেঁখ্ কেঁমন প্রঁতিশোধ! রাঁবণ রাঁজার বোঁন আঁমি আঁমার নাঁক কাঁণ কেঁটে অঁপমান ? বেঁশ হঁয়েছে। দাঁদা আঁমার কি মঁজাই বাঁধিয়েছে। (অগ্রসর হইয়া) বঁলি কিঁগো সীঁতা ঠাঁকরুণ! কেঁমন আছ ?

সরমা। এখানে আবার তুমি কেন ঠাকুরঝি ? যাও স্থানান্তরে যাও শোকার্ত্তা বিপন্না রমণীকে বাক্য যন্ত্রনায় বিদ্রূপ ক'রো না, যাও।

সূর্প। [নাকি সুরে] যাঁব বৈঁকি ? তোঁমার হুঁকুমে ভঁয়ে পাঁলিয়ে যাঁব ? নঁয় আঁহাঁহাঁ! কিঁ মঁজার কঁথা গোঁ! ওঁর স্বাঁমী

আর দেওর আমার তেমন নিখুঁৎ রূপে খুঁৎ ধরিয়ে দিলে নাক কান কেটে বোঁচা করে দিলে, পেত্নী বানিয়ে ছেড়ে দিলে, আর আমি কিনা ওকে হাতে পেয়ে তার শোধ নোব না? বেশ মজার কথা তো? যাড়া দাদা মহারাজের কাছ থেকে হুকুম পাশ ক'রে নিয়েছি যতদিন না ঐ আবাগী আমার দাদাকে ভালবাসবে ততদিন এক দল চেড়ী দিয়ে সপাং সপাং বেত্রাঘাত করতে হবে। তোমার ভয়ে আমি দাদার হুকুম অমান্য করব না কি? মর্—মর্ কোথালো চেড়ির দল! বেত হাতে ছুটে আয় না। লাগা না সপাং সপাং সপাসপং বেত মার।

বেত্রহস্তে গীতকণ্ঠে চেড়ীগণের প্রবেশ।

[নৃত্যসহ]

গীত।

ও সীতা! ও সীতা! ওলো ও সীতা।
বল আবাগী হবি কি না রাবণ রাজার বণিতা॥
দশটা মাথার বিশটা চোখে
ভালবাসা রেখেছে ঢেকে,
তোকে দেখে প্রেমের ঝোঁকে
করেছেন তাই অপহৃতা॥
ভুলে যা লো মানুষ রামে
বস্‌বি চল্ রাজার বামে
থাকবি সুখে লঙ্কাধামে চরম আরামে
আর রবি না তাপিতা॥

স্থূর্প। মাঁর বেঁত্ মাঁর। আঁমার এঁই নাঁক কাঁণ কাঁটার শোঁধ তুঁল্‌তে হঁবে :বেঁতের মাঁর দিয়ে। লাঁগা। লাঁগা। লাঁগা।

[চেড়িগণের বেত্রোত্তলন]

সরমা। সাবধান চেড়িগণ! যদি নিজ নিজ মঙ্গল কামনা থাকে, তবে আমার আদেশ এই দেবীর প্রতি কোন অত্যাচার ক'রো না। বরং এঁর পূজা কর তোমাদের পরিণাম ভাল হবে। আর যদি নিতান্তই আমার এ আদেশ মান্য না কর—বেত্রাঘাত ক'রে রাজাজ্ঞাই পালন কর, তবে এস—আগে আমায় বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত কর তারপর অন্য কথা। আমি এখানে উপস্থিত থাক্‌তে আমার চোখের উপর এত বড় একটা অন্যায় হ'তে দোব না। যদিও বুঝ্‌ছি—জান্‌ছি—দেখ্‌ছি—রক্ষোকুলের নির্ম্মূল কাল আগতপ্রায়, তথাপি যতটা পারি, সকলকে সাবধান ক'রে রাখ্‌ব।

স্থূর্প। মঁর্ মঁর্, কেঁ তোঁর কঁথা শুঁনবে লাঁ; রাঁজার হুঁকুম নাঁ মেঁনে ওঁর হুঁকুম মাঁন্‌তে হবে? আঁহা! যেঁন ওঁর ভাঁতারের রাঁজ্য! উঁনি যেঁন রাঁণী! বেঁশী চালাকি কঁর্‌লে বেঁত তোমার ওঁপরেও চঁল্‌বে।

সরমা। তাতে ভয় করি না ঠাকুরঝি! এমন সোণারকান্তি দেবী প্রতিমাকে নিরাপদ্ কর্‌তে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাও রাজী; বেত্রাঘাত অতি তুচ্ছ কথা। তোমার সম্মুখে পিঠ পেতে দিচ্ছি—বল তোমার চেড়িদলকে, বেত্রাঘাতে আমার অঙ্গ বিক্ষত ক'রে দিক্। কিন্তু ঐ সতীপ্রতিমার প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়। যে দিন মুহূর্ত্তে ঐ কমলার প্রতি কোন অত্যাচার কিংবা অবিচার

হবে, সেই দিন সেইদণ্ডেই একটা প্রলয় আগুণ জ্ব'লে উঠ্‌বে—লঙ্কা ছারখার হবে—সোণার পুরী—শশ্মানে পরিণত হবে।

স্থূর্প। [নাকিস্থুরে] আঁহা! জঁটে বুঁড়ীর—শাঁপে সঁবই হঁবে। দেঁ তোঁ বেঁত, আঁমাকে দেঁ তোঁ। (লইয়া) সীঁতা! সঁর্ব্বনাশী—[বেত্রাঘাত]।

সরমা। [ধরিয়া] কর্‌লে কি ঠাকুরঝি! কাকে প্রহার কর্‌লে! সোণার লঙ্কা রাজ্যের সৌভাগ্য গগনে ধূমকেতু সৃষ্টি কর্‌লে। বুঝলাম রক্ষবংশের আর রক্ষা নাই। ঐ—ঐ দেখ ঠাকুরঝি! চেয়ে দেখ কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জ উড্ডীয়মান হ'য়ে লঙ্কাকে আচ্ছন্ন কর্‌লে! ঐ—ঐ শোন প্রবল পবন-শোঁ শোঁ শব্দে প্রবাহমান হচ্ছে, অনতিবিলম্বে প্রলয়ের সৃষ্টি করবে। সতীর দীর্ঘশ্বাসে সোণার দেশে আগুণ জ্ব'লে উঠে সব ভস্মসাৎ ক'রে দেবে। আর রক্ষা নাই, রাক্ষস এইবার রসাতলের পথে অগ্রসর হয়েছে।

[সহসা নেপথ্যে ঘোর কোলাহল বেগে অতিবৃদ্ধা নিকষার প্রবেশ]।

নিকষা। (শশব্যস্তে) ওলো স্থূপি! ওলো ত্রিজটা! সব পালা—পালা কোত্থেকে একটা হুমো গোছ জানোয়ার এসে লঙ্কায় ঢুকেছে। বেজায় উপদ্রব করছে। যাকে পাচ্ছে—ধরছে—মারছে—কামড়াচ্ছে—আঁচড়াচ্ছে—উলঙ্গ ক'রে দিচ্ছে। সবাই ভয়ে ঘরে খিল দিয়েছে। ক'ড়ে রাঁড়ি সোমত্ত মেয়ে তুই, তাঁই তোকে সাম্‌লাতে এসেছি। চল্‌ পালিয়ে চল্‌—পালিয়ে চল্‌। নৈলে যদি এসে সামনে পড়ে তা'হলেই ধর্‌বে। ধরলেই দফা রফা। চল্‌—চল্‌—চল্‌।

স্বর্প। য়্যা! য়্যা!

(সভয়ে—সকলের—প্রস্থান)

সরমা। সখি! বুঝ্‌তে পারছ তো কি ভীষণ পরীক্ষা ক্ষেত্রে পড়েছ এখন তুমি? কত অদৃশ্য দুর্গতি—লাঞ্ছনা নিষ্ঠুরতার কশাঘাতে উৎপীড়িত করবে তোমার, তা অনুমানে অনুভব করছ তো? অতএব সাবধান, পতিপদ চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা স্থান দিয়ো না অন্তরে। অন্তরের ব্যথা—বিপদের ব্যাকুলতা পরমেশ্বর পতির পদে জানাও, তাঁর কৃপায় দুঃখ দূর হবে—তাঁর আশায় সব স'য়ে যাবে।

দ্রুতপদে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। সরমা! সরমা!

ঘটিয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ।

ফলিয়াছে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামের

সীতাহরণের তীব্র পরিণাম।

উগ্রচণ্ডা সুরক্ষিত—দুর্গম লঙ্কায়—

পশিয়াছে ভীম মূর্ত্তি বন্য পশু এক।

করিতেছে অত্যাচার—লঙ্কাবাসী প্রতি

রসাল বিটপী কুল করি উৎপাটন

স্কন্ধে করি তাহা

ধায় বেগে নগরের পথে,

যে পড়ে সম্মুখে

প্রাণ নাশ করে তার।

ভ্রাতস্পুত্র অক্ষয় হত পশুর সমরে।
পুত্রশোকে রক্ষোপতি রাজা দশানন
দুর্ব্বার বাহিনী সহ
শত অক্ষৌহিনী সেনা দিয়ে
পাঠলেন অকম্পন বীরে
বন্দী করি ল'য়ে যেতে তারে।
যাও তুমি দেবী সনে অদূরে কুটিরে
বাধিল তুমুল রণ—যাই দেখি গিয়া।

(প্রস্থান।

সরমা। চল সখি! যাই —মোরা কুটীর ভিতরে।
সীতা। হা রাম! হা রাম!

(সীতাকে ধরিয়া সরমার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

লঙ্কা রাজসভা।

উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট রাবণ, দুই পার্শ্বে শুক ও
সারণ মন্ত্রীদ্বয়, সেনাপতি প্রহস্ত সমাসীন।

রাবণ! অসম্ভব করিনু শ্রবণ মন্ত্রিবর!
বনের বানর হনু পশিয়া লঙ্কায়
তোলপাড় করিতেছে সমগ্র নগর।
ভাঙ্গিতেছে বৃক্ষরাজি, ছিঁড়িতেছে আম্রফল
কদলী কানন চূর্ণ করিতেছে সেই।
শাস্তি দিতে সেই পশুধমে
পাঠায়েছি অকম্পন আর অক্ষয় কুমারে,
সঙ্গে দিয়ে সুশিক্ষিত রক্ষঃ অনিকিনী
দেখি তুষ্ট হয় কি না ধৃত?
বন্দী করি আনিলে তাহারে
শাস্তি দিব সমুচিত।
কি আশ্চর্য্য বীরেন্দ্র মণ্ডলী!
উগ্রচণ্ডা স্বর্ণলঙ্কা পুর দ্বারে
প্রহরায় নিযুক্ত সতত।
তাঁরে জিনি কি প্রকারে বনের বানর

প্রবেশিল রাজধানী মাঝে
কাহার প্রেরিত সেই
কি কারণে করে রাজ্যে হেন অত্যাচার ?

শুক। মহারাজ! সীতাহরণের এই বিষময় ফল।
সুনিশ্চয় সেই বন্য পশু
রামের প্রেরিত কোন গুপ্তচর হবে।
আসিয়াছে অনুমান সীতার সন্ধানে।

রাবণ। সুবিস্তীর্ণ বারিধি পরিখা যার
সেই লঙ্কাধামে কেমনে আসিল পশু!
দুর্ব্বার সে সিন্ধুনীর করি অতিক্রম ?

সারণ। শুনিলাম প্রজাপুঞ্জ মুখে
লম্ফ দিয়া উত্তরিল বিশাল-সমুদ্র।

রাবণ। লম্ফদানে সাগর লঙ্ঘন
বিশ্বাসের কথা নহে অতি অসম্ভব।

শুক। সীতাপতি রামের নিকটে
অসম্ভব হয় সু সম্ভব।

শারণ। সামান্যা রমণী নহে সেই সীতা
কমলা রূপিনী সতী রামের বণিতা
রাম শুনি পূর্ণব্রহ্ম বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।

রাবণ। (স্বগত) জানি মন্ত্রী আমি জানি সে বারতা
পূর্ণব্রহ্ম রাম, সীতা লক্ষ্মী পত্নী তার
জানি তাই এই আয়োজন
সীতাকে হরণ হয় সীতা আহরণ।

[প্রকাশ্যে] হাসালে হে অমাত্য হাসালে আমায়।
পূর্ণব্রহ্ম যদি রাম, সীতা যদি কমলা স্বয়ং
তবে কেন কি অভাবে কাননে বসতি ?
অযোধ্যায় রাজ পুত্র রাম, সামান্য মানব,
তাহাদের প্রমাণ কর পূর্ণব্রহ্ম বলি ?
সাবধান ! হেন বাক্য আর যেন
করিও না উচ্চারণ ওই পাপমুখে।
আর তাই যদি হয়
রাম যদি বৈকুণ্ঠের ধন
তবে ল'য়ে যাক সীতা উদ্ধারিয়া
সম্মুখ সমরে জিনি রাজা দশাননে
প্রেরিয়াছে বন্য পশু
করিয়াছে লঙ্কা ছার খার
হরিয়াছে অক্ষয়ের প্রাণ,
দিব তার ন্যায্য দণ্ড
হয় যদি রাম প্রভু তার
পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ঈশ্বর,
রক্ষিবে যে বিপন্ন বানরে
ক্রোধোদ্দীপ্ত বীর দশানন করে।
তা না হ'লে বুঝিব নিশ্চয়
জানিব নিশ্চয় রাম সামান্য মানব।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। সামান্য মানব ভাবি করো না উপেক্ষা।

রাম নহে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর
এ ধারণা মন হ'তে মুছে ফেলে দাও,
রাম সামান্য মানব
এ কল্পনা করহ বিলীন।
সত্য সত্য রাম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
সত্য রাম বৈকুণ্ঠের ধন
সীতা পত্নী স্বয়ং কমলা।
সেই সীতা প্রতি অত্যাচার ফলে
এমন বিপদার্ণবে নিমজ্জিত পুরী।
পায়ে ধরি দাদা! রক্ষ রক্ষোকুল
শ্রীরামের তীব্র রোষানলে!
প্রত্যর্পণ করহ সীতায়।
বল যদি দাদা! আমিই তাহ'লে
মাথায় করিয়া সীতা মায়েরে আমার
ল'য়ে যাই শ্রীরাম চরণে,
কর অনুমতি রাজা, ধরহে সুমতি।
সাধ করে রাম সনে বাধাইও না যেন
অনর্থক অন্যায় সমর,
তার পত্নী তারে দাও ফিরাইয়া,
পদে ধরি কনিষ্ঠের রাখ অনুরোধ।

রাবণ। বিভীষণ! নিতান্ত বাতুল তুই ঘৃণ্য কাপুরুষ
দুর্ব্বলতা পূর্ণ তাই ভীরু চিত্ত তোর।
ভীত হ'য়ে তুচ্ছ নর রামের আতঙ্কে

গললগ্নী কৃতবাসে ফিরে দেবে সীতা
লঙ্কেশ্বর বীর দশানন ?
ভুলে যাও হেন আলোচনা
পুনর্ব্বার শুনি যদি রামের প্রশংসা
পুনর্ব্বার বল যদি সীতা ফিরে দিতে
পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত করিব নিশ্চয়।
আমি রাজা—সম্রাট
রাজনীতি রণনীতি সমাজের নীতি
কিছু নহে অবিদিত মোর,
বৃথা উপদেশ দান আমার উপর।
রক্ষিত হবে না যাহা
হেন বাক্য বলি কেন হও হাস্যস্পদ।

(বেগে অকম্পনের প্রবেশ।)

অকম্পন। অত্যাশ্চর্য্য সমর পাণ্ডিত্য !
বানর যে হয় হেন সংগ্রাম কৌশলী
ধারণায় আসেনি কখনো।
মধ্যাহ্নের সূর্য্য সম প্রচণ্ড প্রতাপে
ধ্বংস করি অক্ষয় কুমারে
ধাইল আমার প্রতি।
বহু কষ্টে বন্দী করি আনিয়াছি তারে।

(বেগে ভেকমুণ্ডের প্রবেশ)

ভেক। সেনাপতি মশ'য় ! সর্ব্বনাশ !

অক। কি দূত!

ভেক। সেই হুমদো গোদা বীর হনুমানটাকে আমরা তো কাঁধে ক'রে আনতে পার্‌লাম না।

অক। কেন?

ভেক। বেটা রাজসভার দুয়োরের কাছে এসেই পাহাড়ের মত বিষম ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল একেবারে বিশ্বম্ভর। বাবারে, কি ভারি!

অক। বেটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আয়।

ভেক। যে আজ্ঞা। (গমনোদ্যত)

সদর্পে বন্দী হনুমানের প্রবেশ।

হনু। টেনে নিয়ে আসতে হবে না, আমি নিজেই এসেছি। তোমাদের রাজার কাছে আমি এসেছি একজন বিদেশী দূত, বিচারের জন্য। সহজে আস্‌তে দেবে না ব'লে অত্যাচার করেছিলাম, নতুবা সাধ্য কি তোমরা আমায় বন্দী করতে পার।

রাবণ। স্থির হও, সত্য বল কে তুমি?

হনু। আমি দূত।

রাবণ। কার প্রেরিত?

হনু। অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের।

রাবণ। বুঝেছি শত্রু প্রেরিত ক্ষুদ্র শত্রু তুই-জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখনই তোর নির্ব্বাণের ব্যবস্থা বিধেয়।

হনু। ভগবান যার প্রভু, তার নির্ব্বাণ লাভ হ'য়েই আছে।

রাবণ। তুমি কেন লঙ্কায় অত্যাচার করলে?

হনু। তুমি কেন আমার সীতা মাকে অপহরণ ক'রে আনলে?

রাবণ। আমার পুত্র অক্ষয় কুমারকে কেন হত্যা করলে ?

হনু। সে কেন আমার সম্মুখে রাম নিন্দা কর্‌লে ? আর তুমিই বা কেন অকারণে আমাকে শাসন করতে পাঠালে ?

রাবণ। তুমি আমার আম্রবন কদলী কানন ভঙ্গ করেছিলে কেন ?

হনু। অতি সুন্দর মধুফল আর কদলী দেখে বন্য পশু লোভ সম্বরণ করতে পারি নাই; ফল খেয়েছি বটে, গাছ নষ্ট করি নাই। তবে মধুফলের বীজ পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি।

রাবণ। তুমি অপরাধী।

হনু। কেন, কি অপরাধ আমার ?

রাবণ। গুরুতর—বর্ণনাতীত তোমার যে অপরাধ। তুমি চোর, অনধিকার প্রবেশের শাস্তি নিতে হবে তোমাকে।

হনু। অপরাধের অনুপাত হিসাবে শাস্তি নিতে বাধ্য, যদি আমি চোর হই। কিন্তু চোরের বিচার করতে হ'লে সাধু বিচারক প্রয়োজন। পরনারী অপহারক দস্যু সে বিচার করতে পারে না। আমি কি চুরি করেছি ? আম্র আর কদলী। আর তুমি দস্যুতা করেছ— পরস্ত্রী অপহরণ ক'রে ? কে বেশী অপরাধী রাজা ? আমি না তুমি ?

রাবণ। অত্যন্ত স্পর্দ্ধিত তুমি ! জান তুমি আমার বন্দী, আমি ইচ্ছা করলে তোমায় হত্যা করতে পারি।

হনু। কি সাধ্য তোমার, হত্যা তোমার উপর নির্ভর ক'রে থাকে না। রাখবার মারবার কর্ত্তা আমাদের প্রভু শ্রীরাম।

রাবণ। আমি তোমার শাস্তি দোব। সেনাপতি !

প্রহস্ত। সম্রাট্ !

রাবণ। বানরের লাঙ্গুলে বস্ত্র জড়িয়ে আগুণ ধরিয়ে দাও। ওর ঐ লেজটা পুড়িয়ে বিকৃতাঙ্গ ক'রে দাও, সমাজে যেন কেউ আর ওকে চিন্‌তে না পারে।

প্রহস্ত। ভেকমুণ্ড! যেখানে যত বস্ত্র আছে শীঘ্র নিয়ে এস।

ভেক। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

হনু। রাজা! আমায় দণ্ড দেবে দাও, কিন্তু একটা কথা শোন, সীতা মাকে ফিরিয়ে দাও, নৈলে তোমার মঙ্গল নাই সম্রাট্‌!

রাবণ। রাবণের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর, আমিও আমার কর্ম্মফলে বঞ্চিত হব না। যদি বেঁচে থাক-ফিরে যেতে পার তোমার লাঙ্গুলদগ্ধের পর তোমার প্রভু সেই জটাধারী রামের কাছে, তাহ'লে ব'লো সেই স্বার্থপর রামকে, উত্তমা নারী উত্তম পুরুষের অধিকার। রাবণ তাই সীতা আহরণ করেছে উত্তম বস্তু বোধে। অধম হ'লে অগ্রাহ্য করতো। এমন নারী রত্ন যখন সংগ্রহ ক'রে এনেছি, তখন সহজে তা অর্পণ করতে পারব না। এর জন্য প্রাণপণ, হয় আমার নয় রামের। রাবণ বীরত্ব ভরে সীতা হরণ করেছে, দন্তে তৃণ ধরে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল, সীতা নারী লাভ ক'রে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। ব'লো রামকে সীতা চায় যদি, সমরক্ষেত্রে সসৈন্যে সাক্ষাৎ করতে।

(তৈলপাত্র ও কাপড় লইয়া ভেক মুণ্ডের প্রবেশ)

ভেক। এই নিন্‌ কাপড়ের গাদা। খুব জোরে জোরে বাঁধুন বেটা বেজায় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল, লেজ পুড়িয়ে বেঁড়ে করে দিন।

(প্রহস্ত ও অকম্পন কর্ত্তৃক লাঙ্গুলে বস্ত্র জড়ান)

রাবণ। তৈল সিক্ত কর সমস্ত বস্ত্র। (তথাকরণ) দাও অগুণ জেলে।

হনু। এই বন্দী অবস্থায় ?

রাবণ। নিশ্চয়। এই অগ্নি সংলগ্ন কর। (তথাকরণ)

হনু। রাবণ! দুরাচার! মহাপাপী তুই।
মজিলি রে নিজ বুদ্ধি দোষে।
কি সাধ্য আমায় করিতে বন্ধন
বন্ধন মোচন কারী রাম প্রভু মোর;
নামে তাঁর মুক্ত হয় ভবের বন্ধন।
এই দেখ রাম নামে কত বা মহিমা!
জয় রাম! জয় রাম! জয় সীতা রাম
(বন্ধন মোচন করিয়া লম্ফ দিয়া পলায়ন)

রাবণ। ধর—ধর—ধর।

[বেগে অকম্পন, প্রহস্ত ও ভেকমুণ্ডের প্রস্থান।

রাবণ। আশ্চর্য্য মায়াবী এই বন্য পশু!
রাবণের সভা হ'তে হইল অদৃশ্য।
কি অপমান! লব প্রতিশোধ।
বধিব পাপিষ্ঠ সেই বনের বানরে।
(গমনোদ্যত)

বিভী। [বাধা দিয়া] ক্ষান্ত হও দাদা!
যেয়ো না আর রাম দূতে
নির্য্যাতিত করিতে সম্প্রতি।

পুনঃ পুনঃ বলি, শোন অনুনয়
জ্ঞান চক্ষুঃ মেলি দেখ রাম কোন্ জন ?
দেখ কে সে জানকী সীতা !

রাবণ। নিতান্তই দুর্ম্মতি বিভীষণ !
রাম স্তুতি তাই তব মুখে।
তাই বার বার বুঝাইতে চাহ—
রাম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
রাম সে সামান্য মানব দুষ্ট
ভগিনীর নাসা কর্ণ ছেদি
করিয়াছে ঘোর অপরাধ
তার প্রতিশোধ নিতে,
সীতা স্থিতা অশোক কাননে।

বিভী-। প্রতিশোধ না করি বাসনা
ভাব দাদা ! মনে মনে তুমি
মঙ্গলময়ের কার্য্য সব শুভময়।
রাম যে গো রক্ষত্রানকারী।
সূর্পনখা কলঙ্কিতা হ'লে
জ্যেষ্ঠ তুমি, তোমাতেই পাতক স্পর্শিবে
তাই পাপহারী রামচন্দ্র
নাসা কর্ণ ছেদি
বিকৃতাঙ্গী করেছে তাহার
নিস্তার করেছে তোমা পাতক অর্জ্জনে।
হেন উপকর্ত্তা রাম,

তাঁর পত্নী হরি
কলঙ্কিত করিও না নাম
তেজোদ্দীপ্ত রাজা তুমি
নারী চুরি তব অতীব কলঙ্ক।

রাবণ। বার বার বিভীষণ!
শত্রুর প্রশংসা করি
ফিরাইয়া দিতে বল সীতা
কাপুরুষ প্রায় রামের নিকটে?
জান আমি অগ্রজ তোমার?

বিভী। অগ্রজ বলিয়া করি তাই অনুরোধ—
রাম জিতে সীতা সমর্পিতে।
এ হেন অন্যায় তব দাদা!
সহিবে না ধর্ম্মের অন্তরে।

রাবণ। নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল তুমি!
অন্নদাস! আমারি অন্নে পুষ্ট হ'য়ে
আমারি শত্রুর পক্ষপাতী তুমি,
শত্রুর সুখ্যাতি কর সম্মুখে আমার?
অন্যায় আমার করহ বিচার?
সীমা অতিক্রম করি
উঠিয়াছ এত উর্দ্ধে তুমি!
স্পর্দ্ধা এত আকাশ ব্যাপিয়া?
পতনের তরে এবে হওরে প্রস্তুত।
তোর ওই বক্ষস্থলে রামের আসন

সেই বক্ষ লক্ষ্য করি
মৃত্তিকায় করি পদাঘাত।
এই পদাঘাতে ভাঙিতাম বক্ষ তোর
কিন্তু রামের মূরতি আঁকা তোর প্রাণে
সেই হেতু মোর কাছে অস্পর্শীয় তুই।
তাই বক্ষ লক্ষ্য করি
মৃত্তিকায় করি পদাঘাত।
যা—দূর হয়ে লঙ্কা হতে।
শত্রুর চরণতলে লওগে শরণ—
এ রাজ্যে আর তোর স্থান নাহি হবে।

(দ্রুতপদে ভেকমুণ্ডের প্রবেশ)

ভেক। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে। সে হমো বাঁদরটার লেজের আগুণ যেমন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে, অমনি প্রজাদের ঘরের চালে লাফালাফি করতে করতে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আগুণের হলকা ছড়িয়ে দিয়েছে। সব পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিলে।

রাবণ। কৈ—কোথা?

এস—এস সব দেখিগে।

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিভী। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? এ রাজ্যে আর আমার স্থান হবে না। দাদা প্রকারান্তে আমার বক্ষে পদাঘাত ক'রে বিদায় দিয়েছেন, রাম চরণে শরণ নিতে বলেছেন। দাদা! দাদা! তাই

যাব—তোমার উপদেশ মত রামের আশ্রয়ই গ্রহণ কর্‌ব। তবে বড় দুঃখ—বড় ক্ষোভ থেকে গেল এই যে, জগত বিভীষণকে ঘরভেদী—ভ্রাতৃদ্রোহী ব'লে জান্‌বে। না—না, তা পারব না। রামকে দিয়ে রক্ষকুল ধ্বংস কর্‌তে পারব না। যতই হ'ক—দাদা তো! দাদা! দাদা! হতভাগ্যকে পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেলেন? আর কি স্থান দেবে না? যাই—যাই—পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইগে—বুঝিয়ে বলিগে—যদি মতের পরিবর্ত্তন হয়। (গমনোদ্যত)

(বাধা দিয়া গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ)

গীত।

কোথা যাও কোথা যাও কোথা যাও।
কোন্ আশায়, অসার নেশায় মায়া-জলে ডুব দিতে চাও ॥

বিভী। দাদার চরণে ক্ষমা নিতে যাচ্ছি।

বিবেক। [পূর্ব্বগীতাংশ]

কে দাদা কে ভাই, কে পত্নী পুত্র,
ভব রঙ্গালয়ে সার আশা যাওয়া মাত্র
কেউ হয় না সঙ্গের সাথী ছিঁড়্‌লে মায়া সূত্র
শেষের সাথী সেই সে শ্রীরাম তাঁর চরণে প্রাণ বিকাও ॥

বিভী। হ্যাঁ! হ্যাঁ! তবে তাই যাব—রামের চরণেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌ব। রাম! দয়াময় রাম! আশ্রয় দিও—দাস ব'লে পদে স্থান দিও! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(বাল, বৃদ্ধ, যুবাপ্রজাগণের সস্ত্রীক সংসারের সরঞ্জাম সহ প্রবেশ)

গীত।

সকলে। পালা পালা পালা পালারে সবাই দেশ ছেড়ে পালা।
জ্বালিয়ে দিলে ঘর বাড়ী সব করলে এবার ঝালা পালা॥
এ দেশে পাপ ঢুকেছে ভাই
দুর্জ্জনের সহবাসে শান্তির আশা নাই
স্ত্রীগণ। এখন বল কোথা যাই
কোন দেশে পালাই
মুখ পোড়াটা ঘটিয়েছে বিষম বালাই;
বালকগণ। ও বাবাগো! আগুনের ঝাঁজে গাটায় বড় ধরেছে
জ্বালা। বড় ধরেছে জ্বালা।
পুরুষগণ। রাজার পাপে রাজ্য নাশ
উঠ্‌ল সুখের লঙ্কা বাস,
যুদ্ধ লড়াই বেধে এবার ঘটাবে বেজায় সর্ব্বনাশ.
স্ত্রীগণ। তবে তলপী তুলে চল যাই
পুরুষ। তোরা গেলেই মোরা যাই
পা বাড়িয়ে আছি সবাই,
বালকগণ। ওমা গো বড় ক্ষিদে দাওনা কিছু খাই
ওই দেখ ফুরিয়ে গেল বেলা
ফুরিয়ে গেল বেলা॥

(প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীরাম শিবির।

রাম একাকী চিন্তা করিতেছিলেন।

রাম। জীবনের একি বিবর্ত্তন !
কোথা অযোধ্যার রাজ সিংহাসন
কোথা বনবাস ক্লেশ
ভার্য্যা ভ্রাতৃ সনে
পিতৃসত্য পালন করিতে
জননী আদেশে আসিলাম পঞ্চবটী।
কিন্তু কি দুর্ভাগ্য হায় !
কোথা হ'তে উপনীত হ'ল স্থর্পনখা
বিবাহ বন্ধনে মোরে চাহিল বাঁধিতে
অসম্মত কৃতদার বলি
পাঠাইনু লক্ষ্মণ সকাশে,
নাসা কর্ণ করিয়া ছেদন
বাধাইল খণ্ড যুদ্ধ এক।
তার পর খর দূষণ হইল সংহার।
ভাবিলাম উৎপাত নিবৃত্তি হইল।
কিন্তু পুনর্ব্বার স্বর্ণ মৃগ বেশে
মারিচ আসি করিল ছলনা।
স্বর্ণ বর্ণ মৃগ হেরি জনক নন্দিনী
চাহিল সে কুরঙ্গ লইতে।

যাইলাম ধনু ল'য়ে মৃগের পশ্চাতে।
বহুদূর করিয়া গমন
যেমন ত্যজিনু শর
অমনি সে মায়াবী রাক্ষস
হা লক্ষ্মণ সীতা বলি করিল চিৎকার
কিছু পরে আসিল লক্ষ্মণ।
কহিল সে জানকীর প্রখর বচনে
বাধ্য হ'য়ে আসিয়াছি তব সন্নিধানে।
চঞ্চল—কাতর বড় হইল পরাণ।
দ্রুতগতি আসিয়া কুটীরে
দেখিলাম সীতা নাই।
উন্মত্ত বিমনা হ'য়ে করিলাম অন্বেষণ
পক্ষিবর জটায়ুর কাছে
পাইলাম সীতার সংবাদ
হরিয়া লইয়া গেছে লঙ্কার রাবণ।
তার পর বালী বধ করি
সুগ্রীবের সনে মিত্রতা করিয়া
বানর ভল্লুক সেনা করিয়া সংগ্রহ
হইয়াছি প্রস্তুত রাবণ সমরে।
গেছে হনু সীতা অন্বেষণে লঙ্কা মাঝে
দেখি কিবা দেয় সে সংবাদ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! আসিয়াছে হনুমান

আনিয়াছে মায়ের সন্ধান
রাবণের অশোক কাননে মাতা
কাঁদে সদা রাম রাম বলি'।
সাজ দাদা, রণসাজে, সাজাও বাহিনী
আদেশ করহ সৈন্যগণে
প্রলয় ঝটিকা সম পশিতে লঙ্কায়,
দাবাগ্নির মত জ্বলিয়া সকলে
দগ্ধীভূত ভস্মীভূত করি রক্ষোকুল।

রাম। ধীমান লক্ষ্মণ সুধীর!
উতলায় কার্য্য নাহি হবে।
বিস্তীর্ণ সমুদ্র হইয়া উত্তীর্ণ
কেমনে যাইবে সৈন্যগণ?
অতএব ভাই কর অগ্রে আয়োজন
বিশাল বারিধি বক্ষে সেতু নিয়জিতে।
তার পর রণ অভিযান।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। প্রণিপাত শ্রীচরণে প্রভু!
মায়ের সন্ধানে গিয়ে
হের কিবা হনুর দুর্গতি
বিদগ্ধ লাঙ্গুল বিদগ্ধ বদন রাবণের অত্যাচারে আমি।
কেমনে মিশিব গিয়া বানর সমাজে
এ পোড়া বদন ল'য়ে?

বিদ্রূপ করিয়া সবে দিবে টিট্‌কারী
নূতন মুরতি হেরি চিনিতে নারিবে
পাইব না স্থান স্বজাতি সমাজে
কি হবে উপায় মোর প্রভু রঘুনাথ ?

রাম। উপায় আর কি আছে বাপধন !
তুমি যে বিদগ্ধ মুখে বিদগ্ধ লাঙ্গুলে
করিতেছ অবস্থান হেথা
এইরূপ তব স্বজাতির
লাঙ্গুল বদন দগ্ধ হ'য়ে যাবে
তব সম মূর্ত্তি হইবে সবার।
তোমার কারণে মোর এই আশীর্ব্বাদ।

হনু। জয় রাম ! দয়ার সাগর
জয় রাম ! আশ্রিত বৎসল !

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। সখা ! সখা ! আদেশে তোমার
কাষ্ঠ বিড়ালীগণ সমুদ্যত সমুদ্র বন্ধনে।
তব নাম করি উচ্চারণ
ভাসাইল শিলা অগাধ বারিধি নীরে।
প্রস্তুত বিস্তৃত সেতু অদ্ভুত কৌশলে
দুরতিক্রম্য সাগরের বুকে।

রাম। এইবার সমরের কর আয়োজন
দূতরূপে যাও তুমি রাবণ সকাশে

জানাইতে সকল বারতা !
কহিবে সে লম্পট রাজায়
প্রত্যর্পণ করিতে সীতায়
অসম্মত হ'লে যুদ্ধার্থে করিবে আহ্বান ।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। নব দুর্ব্বাদল কান্তি ধনুর্ব্বাণ করে
নটবর পুরুষ সুন্দর
ওই কি সে রাম রঘুবর
ওই কি সে বৈকুণ্ঠের ধন ?
রাম ! দয়াময় ! পতিত পাবন।
পতিত অধম আমি
আসিয়াছি শ্রীচরণে লইতে আশ্রয়।
পাব কি সামান্য স্থান কল্পতরু পদে ?
দয়া কি করিবে রাম আশ্রিত এ দাসে ?
বড় ব্যথা বুকে ল'য়ে জ্যেষ্ঠ পদাঘাত স'য়ে
আসিয়াছি কৃপাসিন্ধু পাশে
হবে কি হে রঘুবর ! অধমে করুণা ?

রাম। কে তুমি ?

বিভী। আমি ? ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি
রুদ্ধ বাষ্প আগ্নেয় পর্ব্বত ।
রক্ষোকুলে জন্ম মোর নাম বিভীষণ
লঙ্কেশ্বর রাবণের সহোদর আমি।

লক্ষ্মণ। কি উদ্দেশ্যে হেথা আগমন ?

বিভী। রাম পদে আশ্রয় লইতে
রাম পদে সর্ব্বস্ব অর্পিতে
রাম কর্ম্ম প্রাণ পণে সাধন করিতে
সমাগত রঘুবর রামচন্দ্র পাশে।

লক্ষ্মণ। শত্রুর অনুজ তুমি
তোমারে বিশ্বাস করা অন্যায় অবিধি।
দাদা তব লঙ্কাপতি
তস্কর-সমান ল'য়ে গেছে হরিয়া জানকী
তুমি পুনঃ আসিয়াছ কোন স্বার্থ বশে ?
সন্দিহান অতিশয় মোরা তব প্রতি
শত্রু ভ্রাতা তুমি, তাই হেন অবিশ্বাস।

রাম। ভাল, কি কারণে হেন বাঞ্ছা তব ?
কেন ভ্রাতৃ সহ ত্যজি
বিদেশীর আশ্রয় বাসনা ?
ঘটেছে কি এমন কারণ ?

বিভী। অশোক কাননে সদা কাঁদে সীতা
সরমা নামেতে সতী
রাবণের ভ্রাতৃজায়া
করে সদা তাঁহার শুশ্রূষা।
বলেছিনু অগ্রজে আমার
রাম পদে সমর্পিতে সীতা,
তাই ক্রোধভরে তিনি

বিতাড়িত করিলেন মোরে পদাঘাতে,
রাজ্য হ'তে দিলেন বিদায়।
নিরাশ্রয়ে অনুপায় আমি
আসিয়াছি তাই তব পদাশ্রয়ে।
বিশ্বাস না হয় যদি আমার বারতা
তবে হে রঘুকুল স্বামী!
তব পাশে করি এ প্রতিজ্ঞা
শঠতা কি কপটতা ল'য়ে
এসে থাকি যদি তব পাশে
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ
হই যেন কলিকালে রাজা
হই যেন কলিযুগে সাতপুত্র পিতা।

লক্ষ্মণ। মন্দ নহে এ প্রতিজ্ঞা তব।
সাত পুত্র হবে তব
জনমিবে বিপ্রকুলে
কলিকালে হইবে হে রাজা!
কি সুন্দর প্রতিজ্ঞা তোমার?
হাসি পায় কথা শুনে।
দাদা! শত্রুর অনুজ এই।
বিশ্বাস করিও না এরে
দিও না আশ্রয় কর পরিত্যাগ।

রাম। লক্ষ্মণ রে! জান না বোঝ না তুমি
তাই সন্দিহান হও এঁর প্রতি।

যে প্রতিজ্ঞা করিলেন রাবণ অনুজ
নহে তাহা সুখ কর ; দুঃখের কারণ।
কলির ব্রাহ্মণ যত
হবে সবে স্বধর্ম্মে বিরত
দাসত্বে নিরত হবে
অত্যাচার অনাচার অখাদ্য ভোজন
ব্যাভিচারে রহিবে নিমগ্ন
তাই ইনি করিলেন পণ,
কলির ব্রাহ্মণ হব।
কলিকালে রাজা যিনি হবেন শোষক
অধর্ম্মের হবে উপাসক।
কলিকালে সাত পুত্র যার
যন্ত্রণার সীমা নাই তার।
প্রতিজ্ঞা ইহার ন্যায় মত বটে।
অতএব অবিশ্বাস না করিয়া আজি
দিলাম আশ্রয় তোমা,
মিত্র হ'য়ে কার্য্য মোর কর সম্পাদন।
ব'লে দাও সদুপায়
কি কৌশলে উদ্ধারিব সীতা ?

বিভী। এত গুণ না থাকিলে
দয়াময় আখ্যা কেন তব ?
ভৃত্য ভাবে আসিলাম প্রভু উপাসনায়
মিত্ররূপে রঘুবর কনিলা গ্রহণ।

দয়াল—দয়াল রাম তুমি
তবপদে সর্ব্বস্ব দত্তাৎ। (পদে পতন)

রাম। বক্ষে এস মিত্রবর !
পদে তব নাহি স্থান। (বক্ষে ধারণ)
চল সবে যাই স্থানান্তরে—
গুপ্ত মন্ত্রণার আছে প্রয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রান্তর।

গীতকণ্ঠে বানরগণের প্রবেশ।

বানরগণ। (নৃত্যসহ)

গীত।

দূর দূর একি হ'ল সবাই হলাম মুখপোড়া।
লেজ, মুখ পুড়ে গিয়ে হয়েছে কি বিশ্রী চেহারা ॥
কোথা গেল বীর হনুমান,
সে দেখে কি করবে অনুমান,
পোড়া অঙ্গ দেখে হয় তো করবে কত অপমান,
মেরে, ধরে, করবে শেষে বানরের সমাজ ছাড়া ॥

(হনুমানের প্রবেশ)

গীত।

হনু।

দেখ দেখ ভাই তোমরা সবাই
আমারো ল্যাজ মুখ পুড়্তে বাকী নাই,

সকলে। একই দশা দলের সকলকার
কিবা চমৎকার বাহার—
লেজ মুখ পোড়া, বানর মোরা সব এক আকার,
রাম দাস হ'য়ে রামের তরে আছি সদাই খাড়া।

হনু। জয় রাম! জয় জয় সীতারাম

সকলে। কিবা মধুর নাম, আহা প্রাণারাম নাম
সুধা দিয়ে গড়া নামে ঝরে সুধার ধারা॥

[প্রস্থান

(ঐক্যতান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—o—

প্রথম দৃশ্য।

মন্দোদরীর কক্ষ।

সহচরীগণ ও মন্দোদরীর প্রবেশ

মন্দোদরী। সখিগণ!
কিছু যেন লাগে নাকো ভাল,
সব যেন অশান্তি মাখান।
যে অবধি মহারাজ
এনেছেন লঙ্কাধামে কাল সর্পী সীতা
সেই দিন হ'তে তীব্র বিষে তার
জর্জ্জরিত সুবর্ণ নগরী।
কোথা হ'তে কাল ধূমকেতু হনু আসি
শান্তির গগনে উঠি'
দগ্ধ কৈল সোণার লঙ্কায়।
তারপর পদে পদে অশান্তি সৃজন।

হয় তো সীতার তরে বাধিবে সমর,
ধ্বংস হবে তাহে রক্ষোকুল।
দূর হ'ক্ পারি না ভাবিতে।
সখিকুল! গাও সুললিত স্বরে
মধুমাখা বাসন্তী রাগিণী,
দেখি যদি সুস্থ হয় চিত্ত
দেখি যদি শান্তি আসে প্রাণে।

।—   (নৃত্যসহ)

গীত।

(কিবা) সুন্দর সুষমা-মাখা পূর্ণিমা রজনী।
কিবা সুন্দর শশধর, সুন্দর শুভ্রকর;
সুন্দর নাগর আশে জলে ভাসে নলিনী॥
কিবা চাঁদের অমিয়রাশি ধরিয়া
চকোর চকোরী পিয়ে প্রাণ ভরি'
বিমানপথে ভ্রমে উড়িয়া,
কিবা শারদ স্নিগ্ধ বায়
মাতায় প্রেমিক প্রেমিকায়,
সুরসে রসিয়া,   হরষে হাসিয়া—
পতি পাশে আসে সতী সুহাসিনী॥
প্রবাসী পতি আসে সধবা বালা,
গৃহকোণে বসি, সহে প্রেম জ্বালা,

আশা পথ চেয়ে, রয়েছে বসিয়ে,
প্রিয় পতি সনে মিলিবে ভাবিয়ে
উদাস পরাণে নবীন জীবন ল'য়ে
নব অনুরাগে হবে পতি সোহাগিনী ॥

মন্দো। শান্তিহীন প্রাণে সব শান্তিহারা
বিষময়—তীব্র—তিক্ত কটু
যাও করগে বিশ্রাম।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

আশুতোষ! লীলাময়!
এ আবার কি লীলা তোমার?
অভিশপ্ত হ'য়ে এতকাল
নারী প্রতি অত্যাচারে ছিলেন বিরত
যেই রাজা তব পদে সমর্পিয়া প্রাণ,
এবে তাঁর কেন এ দুর্ম্মতি?
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কাল বি ধরী—
সীতা নারী আনিয়া লঙ্কায়
রাখিলেন অশোক কাননে
ডুবাইতে সবান্ধবে শোকের সাগরে।
দুরাচার হনু যবে লঙ্কা দগ্ধ করে,
যেই কালে হরে অক্ষয়ের প্রাণ
সেই দিন হ'তে শোকের সূচনা।
মহেশ্বর! এ শোকের কর অবসান।
শান্তি দাও রাজ্যে,

সুমতি প্রদান কর মহারাজে
নতুবা সকলি যায় আর রক্ষা নাই।
বিশ্বনাথ! তুমিই ভরসা!
আশুতোষ! নিজগুণে হইয়া সন্তোষ
কৃপা কর, শান্তি দাও মোরে
সুবুদ্ধি—সুমতি দাও স্বামীকে আমার।

(শুষ্ক মলিনবেশা সরমার প্রবেশ)

সরমা। দিদি! দিদি! [বস্ত্রে চক্ষু ঢাকিলেন]

মন্দো। ওকি, ভগ্নি! অমন ধারা আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠ্‌লে কেন? কি হয়েছে ভগ্নি?

সরমা। আমি অভাগিনী—পতি পরিত্যক্তা—নিগৃহিতা।

মন্দো। কেন—কেন, ভগ্নি?

সরমা। মহারাজ আমার পতিকে পদাঘাত ক'রে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

মন্দো। তিনি চ'লে গেছেন?

সরমা। হ্যাঁ দিদি! তিনি গেছেন, এখন বাকী আমরা—

মন্দো। তোমরা আবার কোথা যাবে? মহারাজ কি তোমাদের উপরও কোন আদেশ দিয়েছেন নাকি?

সরমা। না তিনি তা দেন নাই।

মন্দো। তবে?

সরমা। মহারাণী যদি স্থান না দেন?

মন্দো। তাহ'লে কোথা যাবে ?

সরমা। পুত্র তরণীর হাত ধ'রে স্বামীর অনুগামিনী হব।

মন্দো। স্বামী তোমার কোথায় জান ?

সরমা। তিনি শ্রীরামের শরণাপন্ন !

মন্দো। তবে আমার আদেশ—তুমি সীতার শরণাপন্ন হওগে—তার শুশ্রূষা করগে। মহারাণীর কাছে তোমরা নির্ভয়—নিশ্চিন্ত। মহারাজের করে সীতাকে তুমিই রক্ষা করবে ; ভুলো না যেন।

সরমা। দিদির এ অনুগ্রহে দাসী চরিতার্থ।

মন্দো। তরণী কোথা ?

সরমা। শোকার্ত্ত হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

মন্দো। ঐ বুঝি তারই করুণ স্বর ! বোধ হয় এই দিকেই আসছে।

(গীতকণ্ঠে তরণীর প্রবেশ)

গীত।

তরণী।—

হায় গো ! কার কাছে যাই, মন-ব্যথা কাহারে জানাই।
পিতৃহারা অনাথ আমি, সহায়, সম্বল কেউ তো নাই ॥

মহারাজ হইয়ে নিদয় করিলেন পদাঘাত,
মোর পিতৃবক্ষে তাহা বাজিল বুঝি বজ্রাঘাত,
অভিমানে অপমানে না হ'তে রজনী প্রভাত,
গোপনে গেলেন চলি' রঘুবর রামের ঠাঁই ॥
আর কে সোহাগ করিবে আমায়,
মোর দুঃখে দুঃখী কেবা আছে হায়—
হতভাগ্য আমি অতি, এ ধরায়
আমি কি করি গো বল কিসে শান্তি পাই ॥

মন্দো। এস, বাপ্ তরণী! আমার কোলে এস, আমি তোমায় আদর সোহাগ করব, তোমার দুঃখের দুঃখী হব। ভয় কি বাবা, তোমার? কেঁদো না তুমি, চুপ কর।

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। কি মহিষি! কি হয়েছে? তরণী কাঁদে কেন?

মন্দো। পিতৃশোকে কাঁদ্‌ছে। আপনি নাকি ঠাকুরপোর বুকে পদাঘাত ক'রে তাঁকে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

রাবণ। হাঁ, রাণি!

মন্দো। কেন তাঁর অপরাধ!

রাবণ। রক্ষকুল কলঙ্ক সে—শত্রু রামের উপাসনাকারী স্তাবক সে—রামের ছবি তার বুকে আঁকা, তাই তার এই শাস্তি। রক্ষ-কুলে জন্ম যাঁর, সে যদি নিজ বংশ-বৃত্তি বিস্মৃত হ'য়ে বিপথগামী হয় অথবা বিপক্ষের উপাসক হয়, তাহ'লে রাজনীতির নিয়মে তাকে বর্জ্জন বিধেয়। এই বিবেচনায় লঙ্কেশ্বর রাবণ বিভীষণ বর্জ্জন করেছে—ভ্রাতৃ রত্ন বিসর্জ্জন করেছে। রামের আশ্রয় তার বক্ষস্থল, তাই প্রকৃত বক্ষে পদাঘাত করি নাই; পাছে রামের চাটুকারের স্পর্শে আমারও সঙ্কীর্ণতা আসে ব'লে পদাঘাত করেছি মৃত্তিকায়, বলেছি বক্ষে পদাঘাত করলাম। তারপর মন্দোদরী! এই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ আমার গ্রহচক্রের ফল। এতে কারু হাত নাই। এখন কথা হচ্ছে, তোমরা খুব সাবধান, শীঘ্রই সংগ্রাম অনিবার্য্য।

মন্দো। সন্ধি করলে ভাল হ'ত না সম্রাট্! সংগ্রাম তো ধ্বংসের সৃষ্টি কর্‌তে, আমি বলি তার চেয়ে ধ্বংস পথ রুদ্ধ করুন—যুদ্ধ স্থগিত রাখুন—সন্ধি করুন।

রাবণ। হাসালে রাণি! নিতান্তই নারী বুদ্ধির পরিচয় দিলে? সন্ধি কর্‌তে বল্‌ছ কার সঙ্গে? অযোধ্যার হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয় দশরথ পুত্র মানব রামের সঙ্গে? কি সর্ত্তে?

মন্দো। সর্ত্ত আর অন্য কি থাকতে পারে? আপনি তাঁর পত্নী সীতাকে হরণ ক'রে এনেছেন ব'লেই তো সংগ্রাম সূচনা? সে ক্ষেত্রে সন্ধি করতে, তার বস্তু তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভিন্ন অন্য সর্ত্ত নাই।

রাবণ। এতকাল পরে—এত কষ্ট ক'রে—এমন কৌশলে যে সীতাহরণ কর্‌লাম, তাকে যে সহজে পরিত্যাগ করা অসম্ভব রাণী! প্রাণত্যাগ সম্ভব, তবু সীতা ত্যাগ সম্ভব নয়। প্রাণের পরতে পরতে—অন্তরের অন্তঃস্থলে—অস্থি মজ্জার সঙ্গে সীতার ছবি অঙ্কিত, সে মুর্ত্তি মুছবে না—উঠ্‌বে না—বিলীন হবে না। দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে লয় হ'তে পারে। সীতা না নিয়ে রাম যদি অন্য সর্ত্তে সন্ধি করতে পারে, তাহ'লে—তাহ'লে—

মন্দো। তাহ'লে সন্ধি করতে পারেন?

রাবণ। পারি, অন্ততঃ পাটরাণী তুমি, তোমার অনুরোধে।

মন্দো। প্রতিজ্ঞা করুন।

রাবণ। ত্রিসত্য প্রতিজ্ঞা, সীতা ছাড়া যা চাইবে রাম, তাই দোব তাকে, সীতার বিনিময়ে রাজ্য চায় যদি রাম, তাই দোব তাকে। সীতা দিয়ে যা' নিয়ে সুখী হবে রাম, তাই দোব আমি তাকে।

মন্দো। যদি সীতা না দেন, তবে আপনার প্রধানা মহিষীকে পেলেও রাম সন্ধি করতে পারে।

রাবণ। [সক্রোধে] অতি স্পর্দ্ধা! অমার্জ্জনীয় অপরাধ! অশ্রাব্য—অশ্লীল কটূক্তি!

মন্দো। স্থির হ'য়ে শুনুন।

রাবণ। শুন্‌তে পারি না। শুনব না, শুনতে চাই না।

মন্দো। রাম আপনার মহিষীকে চাইলে তাঁর স্পর্দ্ধা হয়—অপরাধ অমার্জ্জনীয় হয়, আর আপনি যে তার পত্নীকে অপহরণ ক'রে এনেছেন, তাতে রামের কি আপনার মত ক্রোধ হচ্ছে না? কেন পর-নারীতে প্রলুব্ধ এখনও আপনি?

রাবণ। যাক্—যাক্, ছেড়ে দাও। হ্যাঁ—বল্‌ছিলাম কি, বিভীষণ চ'লে গেছে ব'লে যেন বৌমার কি তরণীর কোন অযত্ন না হয়। যতই হ'ক্ আমারই ভ্রাতৃবধূ—আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র। আর বৌমা! তুমি সীতাকে অত প্রশ্রয় দিয়ো না। এস তরণী! আমার কোলে এস। [কোলে লইলেন]

সরমা। স্বামীর গচ্ছিত সম্পত্তি তাঁর অগ্রজের হাতে স'পে দিয়ে আমি সীতা সেবায় আত্মনিয়োগ করিগে। [প্রস্থান।

রাবণ। রাণী! শিবপূজার আয়োজন করগে, বাসন্তী মার পূজা পাঠাবার ব্যবস্থা করগে। [মন্দোদরীর প্রস্থান। তরণী!

তরণী। কেন, জেঠামশাই?

রাবণ। তোমার বাপের জন্য মন কেমন করছে?

তরণী। হ্যাঁ।

রাবণ। তোমার বাপকে আমি তাড়িয়ে দিই নাই, একটু বকেছিলাম, রামের গুণগান কবৃত ব'লে। সেই রামই আমাদের

সঙ্গে শত্রুতা ক'রে তোমার পিতাকে বাধ্য ক'রে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে।

তরণী। রাম তো তেমন নিষ্ঠুর নন্, জেঠা মশাই! বাবা বল্‌তেন—তিনি পরম দয়াল।

রাবণ। সেটা তোমার বাবার ছেলে ভোলানে কথা। যাক্ একটা কথা। যদি রামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, তাহ'লে তুমি কোন্ পক্ষে থাক্‌বে? তোমার বাবার পক্ষে না আমার পক্ষে?

তরণী। আমি আপনার পক্ষে। রামের বিপক্ষে যুদ্ধ করব। রাম যদি দয়াল হয়—সত্যই যদি রাম ভগবাম্ হয়, তবে যুদ্ধ স্থলে পরীক্ষা ক'রে নোব; কেমন জেঠা মশাই!

রাবণ। হাঁ, তাই বৎস! বুঝতে হবে রামকে পুষ্পদল দিয়ে পূজা না ক'রে, শরাঘাতে জর্জরিত ক'রে। চিন্‌তে হবে রাম ভগবান্ কি না, ভক্তির পরিবর্ত্তে বৈরতার দীপ্ত ক্রোধ নিয়ে! তারপর ক্ষেত্র বুঝে ব্যবস্থা।

তরণী। শুনেছি বাবার মুখে জেঠামশাই, ভগবানের হাতে মর্‌তে পার্‌লে নাকি নির্ব্বাণ হয়?

রাবণ। হাঁ—হয়। নির্ব্বাণ কি? তুমি জান তরণী?

তরণী। জীবনান্তে আর জন্ম না হ'লেই নির্ব্বাণ হয়।

রাবণ। জন্ম না হ'লে জীব কোথা থাকে?

তরণী। ভগবানের জীব ভগবানের কাছে থাকে।

রাবণ। রাম যদি ভগবান্ হয়, তখন যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে কি করবে?

তরণী। তারই বলে তাকে পরাজয়ের চেষ্টা কর্‌ব।

রাবণ।- ধন্য বালক তুমি! রক্ষকুলের রত্ন—তুমি; যেমন পিতা তেমনি পুত্র।

তরণী। একখানা ভগবানের প্রার্থনা গান শুন্‌বে, জেঠা মশাই?

রাবণ। কৈ গাও দেখি, শুনি।

তরণী।—

গীত।

হে অনাদি অসীম অনন্ত রূপী
প্রণিপাত তব রাতুল পায়
অধম পতিত পাতকী আমি ক'রো ক'রে' ভব পারের উপায়॥
তোমারি ইচ্ছায় তোমারি সংসারে,
তোমারে ভুলিয়া আমি যাই বারে বারে,
এবার আশা বন্ধ কর তুলে নাও হাতটী ধ'রে
আমি সারাটী জীবন আছি তব দয়া প্রতীক্ষায়॥
আমার এ ক্ষুদ্র দেহ বিরাটে নাও মিশা'য়ে,
আমি থাকি যেন নাথ, তোমাময় হ'য়ে,
পদ তরণী দানে নিদান সময়ে
পরিত্রাণ ক'রো করুণায়॥

(উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

কুহকের প্রবেশ।

কুহক। আমার নাম কুহক, আমি সূর্পনখার প্রেমে ডগমগ আধ মড়া, তাই সেই খোনা নাকের সোণার কথা শুন্‌তে হাঁ ক'রে বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াই। যতক্ষণ না শ্রীমতী গন্না সুন্দরীর কাটা নাকের মিহি আওয়াজ কাণে যায়, ততক্ষণ বিরহে প্রাণটা ধড়্‌ফড়্‌ করে—চোখ দুটো কড়্‌ কড়্‌ করে, হাত পায়ের মাজার হাড়গুলো মড়্‌ মড়্‌ করে। আহা কি রাজ যোটক মিল! তাঁর নাক কাণ কাটা, আর আমার নাক কাণ গোটা যেমন দেবা তেমনি দেবী।

(সূর্পনখার প্রবেশ।

সূর্প। [নাকি সুরে] কৈ আমার রসের নাগর প্রেঁমের সাগর কুহক মহাশয় ?

কুহক। এই যে, বিধুমুখী, গুগ্‌লি গোখী, খোনা নাকী, কাণ খেকী।

সূর্প। [নাকি সুরে] আঁ মঁরণ কেঁবল ঠাঁট্টা। উঁ উঁ (রোদন)

কুহক! আহা কাঁদিস্ কেন ? তুই যে আমার প্রাণ প্রেয়সী।

রসবতী। শীতের কম্বল, অরুচির অম্বল, দইয়ের দম্বল, অসময়ের সম্বল্। তোকে কি ঠাট্টা করতে পারি? ওটা কৌতুক—কৌতুক। না—না, কবিত্ব—কবিত্ব। আমি একজন মস্ত নামজাদা নাট্যাচার্য্য বিদ্যাবিনোদিনী কি না? এটা উপমা, ঠাট্টা নয়, তুই কি ঠাট্টার যোগ্যি—তোকে কি ঠাট্টা কর্‌তে পারি?

[নৃত্যসহ]

গীত।

কুহক।—

ওলো সূর্পী, বোঁচা নাকী
　　তোকে পারি কি কর্‌তে ঠাট্টা।
সূর্প। তাঁহ'লে এই কিলের চোটে
　　ভাঙ্‌ব তোঁর ওই ঠাঁট্টা॥
কুহক। তুই আমার প্রেমের পাকা আম,
　　সামনে পেলে্, দুহাত তুলে, খাব সুখে হাম হাম
সূর্প। তুই যে আমার প্রাণের আরাম
　　তাঁই তোঁ দিয়েছি তোঁকে এ জানটা॥
কুহক। এবার বাধিবে বিষম দাঙ্গা লড়াই
　　চল্, দিন থাক্‌তে পালিয়ে যাই,
সূর্প। নিজের দেঁশে বেঁশ আছি ভাই
　　বিঁদেশ যেতে চায় না পোঁড়া মনটা॥

কুহক। এখন চল্ একটু স্ফূর্ত্তি করিগে।

সূর্প। চঁল্—চঁল্—　　　　　　　　　　　　[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

রাবণ, শারণ, শুক, প্রহস্ত, অকম্পনের প্রবেশ।

রাবণ। শারণ! বিপক্ষের সংবাদ কি?

শারণ। বিপক্ষ বাহিনী সুসজ্জিত হ'য়ে সমরার্থী। সমুদ্রে সেতু বন্ধন ক'রে তারা সিন্ধু পার হবার উপক্রম করছে!

রাবণ। মন্ত্রী! তুমি বালক না বাতুল? শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে মানব রাম সেতু বন্ধন করেছে, এ উপন্যাস কে শোনালে তোমায়?

শারণ। উপন্যাস নয় মহারাজ, সত্য ঘটনা।

রাবণ। সত্য ঘটনা হয় যদি, তাহ'লে তো সে ঘটনা অপরেরও দৃষ্টিগোচর হবে? আচ্ছা, তোমরা আর কেউ কি দেখেছ—সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত হয়েছে?

প্রহস্ত। দেখেছি মহারাজ। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্য কাষ্ঠবিড়ালীগণ শত যোজন বিস্তীর্ণ সিন্ধু বক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করেছে স্বল্প সময়ের মধ্যে।

অকম্পন। আরও অদ্ভুতবার্ত্তা রক্ষোপতি! রামের নামে প্রস্তর সমূহ অতল সাগর জলে ভাসমান অবস্থায় থাকতে লাগ্‌ল। তাই এত সহজে বা সত্বরে সেতু নির্ম্মিত হয়েছে।

রাবণ। তবে এইবার সংগ্রাম অনিবার্য্য। আচ্ছা সেনাপতি! তোমরা প্রস্তুত হও, আদেশ মাত্রেই সমরাভিযান করবে। মেঘনাদ অতিকায়, বীরবাহু, প্রভৃতি বীরগণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে এসেছ কি শুক? যুদ্ধ সমাচার তারা শুনেছে ত?

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘ। শুনেছি পিতা, সব সমাচার শুনেছি। সে জন্য প্রস্তুত হ'য়েও আছি। আদেশ মাত্রেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। কি ছার সে জঘন্য রাম লক্ষ্মণ, কত শক্তি ধরে তারা মানব কলেবরে? রক্ষোমায়ায় ইন্দ্রকে জয় ক'রে একদিন আপনার আশীর্ব্বাদে ইন্দ্রজিৎ নাম ধারণ করেছি, এইবার রামকে পরাজয় ক'রে রামজিৎ নাম গ্রহণ করব।

রাবণ। আরও শুনেছ ইন্দ্রজিৎ! কুলাঙ্গার বিভীষণের কুকীর্ত্তি কাহিনী? হতভাগ্য ভ্রাতৃদ্বেষী হ'য়ে বিদেশীর পদে আত্ম সমর্পণ করেছে—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য উপেক্ষা ক'রে নরের দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে। রক্ষোকুলের অমন অপদার্থ কুলকণ্টককে এতদিন অন্নদানে প্রতিপালন করাই ভুল হ'য়েছে। পূর্ব্বে যদি জানতে পারতাম যে, পাপিষ্ঠ ভবিষ্যতে গৃহশত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে, তাহ'লে তাকে জল্লাদ দিয়ে হত্যা করতাম। এতদিন তা করতে পারি নাই ব'লে আজ এই অনুশোচনা ভোগ করতে হচ্ছে।

মেঘ। কিসের অনুশোচনা পিতা! কি ভয় সেই রাম লক্ষ্মণ সাহায্যকারী খুল্লতাতঃ বিভীষণকে। অসংখ্য অগন্য বীরত্বোদ্দীপ্ত রক্ষ বীরের রণদক্ষতায় রাঘব পক্ষ পরাভূত হ'য়ে যখন পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করবে, তখন কোথায় থাকবে কাকার যুক্তি—মন্ত্রণা—সহায়তা। ভস্মস্তূপে ঘৃত প্রক্ষেপের মত সব বিফল হবে—তখন আক্ষেপের বশে আবার আপনার স্বপক্ষে এসে যোগ দান করতে বাধ্য হবে। চিন্তা কি?

বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক। গীত।

তোদের আশায় পড়্‌বে ছাই।
অতি দর্পে হত লঙ্কা পরিণামে দেখ্‌তে পাই ॥

রাবণ। নিশ্চয় এই দুষ্ট রাঘবের প্রেরিত কোন গুপ্তচর।

বিবেক। (গীতাংশ)

আমি নইকো কারু গুপ্তচর,
কভু লুপ্ত, কভু সুপ্ত, কভু ব্যপ্ত চরাচর
আমার বাসস্থান যত জীবের অন্তর,
বিবেক ব'লে মোরে ডাকে সবাই ॥

রাবণ। তুমি বিবেক ? তা এখানে কেন ?

বিবেক। (গীতাংশ)

এসেছি এখানে তোমাদের দিতে উপদেশ,
রামকে সীতা দাও ফিরে শোন মোর আদেশ,
নৈলে মর্‌বে সবাই রক্ষোকূলে শূন্য হবে স্বদেশ
অবশেষে কালের গ্রাসে কেন যাবে ভাই ॥

রাবণ। দূর—দূর—দূর হও।

বিবেক। (গীতাংশ)

দূর দূর ক'রে দিচ্ছ তাড়া নাইকো আমার দোষ,
চল্‌লাম ছেড়ে, জন্মের তরে, বাড়াও আপন রোষ,
যুদ্ধান্তে জীবনান্ত হবে, রবে না আপশোষ,
ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয় দেখতে সদাই চাই ॥

[প্রস্থান।

প্রহস্ত। এত সব উন্মাদের আবির্ভাব কোথা হ'তে হ'ল ?

অক। কে জানে, কোথাকার আমদানী সব।

শারণ। বিবেক জীব মাত্রের অন্তরেই আছে, তাকে ডেকে আমদানী করতে হয় না ; সৎ প্রবৃত্তিই বিবেক।

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ। এই কি রক্ষোরাজ রাবণের সভা ?

রাবণ। হাঁ।

অঙ্গদ। উচ্চাসনে উপবিষ্ট আপনিই বোধ হয় সম্রাট্ ?

মেঘ। নিশ্চয় কি বক্তব্য তোমার ?

অঙ্গদ। অভিবাদন, রক্ষোনাথ ! আমি একজন দূত।

রাবণ। কার দূত ? কি নাম ? কি চাও ?

অঙ্গদ। রাঘবের দূত আমি, বালীপুত্র অঙ্গদ। চাই সন্ধি।

রাবণ। সন্ধি ? হাঃ হাঃ হাঃ ! না পেলে ?

অঙ্গদ। যুদ্ধ।

রাবণ। সেই ভাল, প্রস্তুত হওগে।

অঙ্গদ। রাঘব পক্ষের সকলেই প্রস্তুত, সমুদ্রে সেতু প্রস্তুত ; কেবল আপনার মতামত জান্‌তে আমার আগমন। এখনও বলুন— স্থির চিত্তে প্রণিধান ক'রে, বেশ বুঝে উত্তর দিন্। আজকার উত্তরে ভবিষ্যৎবর্ত্তী ঘটনার শুভাশুভ নির্ভর কর্‌ছে। তাই বল্‌ছি—বেশ বিবেচনা ক'রে উত্তর দিন্—কি চান ? সন্ধি না যুদ্ধ ?

রাবণ। রাবণ সন্ধি কর্‌তে চায় না, চায় যুদ্ধ। বলগে সেই হীনবীর্য্য ঘৃণ্য নর রামকে, সম্মুখ সমরে এসে যেন সত্বর সাক্ষাৎ করে,

তা'হ'লেই তার সন্ধির আশা পূর্ণ হবে। সন্ধি চাও তোমরা ভীরু কাপুরুষ ব'লে, বীর রাবণ চায় বীরত্ব ভরে যুদ্ধ।

অঙ্গদ। তবে তাই। কিন্তু জান্‌বেন, রাজা, রাম হীনবীর্য্য কাপুরুষ নয়। জগতে যদি বীর পদবাচ্য কেউ থাকে, তবে সে রাম আর লক্ষ্মণ।

রাবণ। রামের চাটুকার দাসানুদাস তুমি, তাই এমন কথা বল্‌ছ। কেন রাবণের বীরত্ব কি তুমি বিদিত নও?

অঙ্গদ। বিলক্ষণ। আমি আপনার বীরত্ব বার্ত্তা সম্পূর্ণ বিদিত। মনে পড়ে দিগ্বিজয়ের কথা? কিস্কিন্ধ্যাপতি বালীর বিক্রম স্মরণ হয় কি? যে দিন মহাবীর রাবণকে লাঙ্গুলে বন্ধন ক'রে সপ্তসিন্ধু জলে নিমজ্জিত করেছিলেন, সেদিনের বীরত্ব স্মৃতি পথে উদয় হয় কি? বোধ হয় না। যদি হ'ত, তাহ'লে কখনই বালী-পুত্র অঙ্গদের সমক্ষে বৃথা আত্মম্ভরিতা দেখিয়ে বীরত্ব গর্ব্ব প্রকাশ কর্‌তেন না। আচ্ছা, অচিরাৎ সে ভুল ভেঙ্গে যাবে, যখন যুদ্ধ স্থলে যাবেন।

রাবণ। নিতান্ত স্পর্দ্ধা! অসহ্য দম্ভ!

অঙ্গদ। না হবে কেন, লঙ্কাপতি! বিশেষতঃ পূর্ণব্রহ্ম রামের দাসত্ব ক'রে বীরত্ব গর্ব্ব -- সামরিক দম্ভ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়েছে। সুতরাং ভীত হবার কোন কারণ নাই। অন্যের পক্ষে সম্ভব হ'লেও বালী-পুত্রের পক্ষে তা অসম্ভব।

রাবণ। বালীর পুত্র ব'লে এ অহঙ্কার সাজে না তোমার, অঙ্গদ! রাবণের রাজসভায় প্রবেশ ক'রে, রক্ষবীর বৃন্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ আস্ফালন তোমার অকর্ত্তব্য। এর বিহিত শাস্তি বিধান কর্‌তে রাবণ জানে; কেবল পার্‌ছে না দূত ব'লে।

অঙ্গদ। দূত না হ'লে ?

রাবণ। এতক্ষণ ছিন্নশির কিংবা বন্দী হ'তে হ'ত।

অঙ্গদ। সে শক্তি তেমন সামর্থ আপনার কি আছে, মহারাজ ? বিশ্বাস হয় না। তা যদি থাকৃত, তা'হ'লে তস্করের মত পঞ্চবটীতে ভিখারীর বেশে প্রবেশ ক'রে—একজন অবলা দুর্ব্বলা নারীকে অপহরণ করৃতে পারৃতে না। বীরত্ব কি সামর্থ থাকৃলে স্ববলে রামকে পরাজিত ক'রে সীতাকে আনৃতে, চুরি করৃতে যেতে না। যা কিছু তোমার ক্ষমতা—তেজঃ—বীর্য্য, তা হৃতবল হয়েছে সতীর কেশাকর্ষণে—নারী অপহরণে। এখন তুমি একটা প্রেতমূর্ত্তি রাবণের কঙ্কাল। ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার এই অপকর্ম্মের জন্য এই মুহূর্ত্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করি, তোমায় পদাঘাত ক'রে।

মেঘ। সাবধান, বানরাধম !

অঙ্গদ। কে হে ? তস্করের পুত্র দস্যু ? মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ইন্দ্রকে জয় ক'রেছ ব'লে তোমার রক্ত চক্ষু দেখে অঙ্গদ ভীত হবে না। বীরবৃন্দ সহ তুমি বা তোমার জন্মদাতা রমণী অপহারক তস্করকে এখনি আমি একাই সমুচিত শাস্তি দিতে পারৃতাম। কিন্তু উপায় নাই, প্রভু রঘুবরের সে আদেশ নাই। থাকৃলে সদর্পে তোমাদের বক্ষঃ পদাঘাতে বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে যেত আর যুদ্ধ হ'তে দিত না।

রাবণ। নিতান্ত অমার্জ্জনীয় স্পর্দ্ধা ! বন্দী কর—বন্দী কর।

অঙ্গদ। তার পূর্ব্বে আমি আমার বীরত্বাভিমান আর রামনামের সাহায্যে তোমার কি দুর্গতি করি দেখ। বুঝ্‌বে তখন বালীর পুত্রের দেহে পিতৃশক্তি বিদ্যমান কি না ? জয় রাম ! [লম্ফ দিয়া রাবণের

মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ লইয়া প্রস্থান।

রাবণ। আমার উষ্ণীষ নিয়ে পালাল। ধর—ধর।

(রাবণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

এতদিনে পূর্ণ অভিলাষ
এত দিনে মুক্ত অভিশাপ।
পারের তরণী ল'য়ে কর্ণধার রাম
ছিলেন দাঁড়ায়ে দূরে পরপারে।
সহজে আনিতে সে ভবের কাণ্ডারী
সত্বরে হইতে পার বৈতরণী নীরে
তরী টেনে এনেছি লঙ্কায়,
রাখিয়াছি অশোক কাননে।
তরণীরে করে আকর্ষণ
রজ্জুধরি কর্ণধার,
আমিও তাইতে সীতা তরণীর
কেশ রজ্জু ধরি এনেছি টানিয়া।
এতক্ষণ যাইতাম পারে
কিন্তু পাইনাই কাণ্ডারীর দেখা
তাই এখনও অপেক্ষা।
ঘৃণিত রাক্ষস কুল পবিত্র করিতে
সকল রাক্ষসে সহজে তারিতে
সবান্ধবে শান্তিলোকে যেতে
সংগ্রহ করেছি এক বৃহৎ তরণী।
কর্ণধার! কর্ণধার! কর পার

আর কেন লুকায়ে গোপনে।
এস হে সম্মুখে মোর
তরণীর কর্ণধার হও,
পার কর ভবসিন্ধু বারি।
ভক্তি ভাব ভুলি বীরাচারে
পূজি রাম তোমার চরণ।
মুক্তি আশে সহজে তরিতে
কল্পলতা এনেছি হেথায়
মিত্রতা ত্যজিয়া শত্রুভাবে।
পূর্ণ কর আশা, পূর্ণব্রহ্ম রাম!
তার এই রাক্ষস নিকরে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাম-শিবির।

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, নল, নীল, হনুমানের প্রবেশ।

রাম। কহ, মিত্রবর!
কি উপায় করিব এখন?
পাঠায়েছি লঙ্কাধামে অঙ্গদ সুধীরে
জানাইতে উদ্দেশ্য আমার।
কহিয়াছি তারে—বিনা আপত্তিতে –
সীতা, প্রত্যর্পণ করি
সন্ধি কর মোর সনে।
সম্মত না হও যদি, হে লঙ্কাপতি!
অচিরাৎ যুদ্ধসাজে সাজি
সাক্ষাৎ করিবে মোর সনে।
কি করিবে রাজা দশানন?
সহজে পাইলে সীতা যুদ্ধ নাহি চাই।
..ব কি সম্মত মোরে সীতা প্রদানিতে ;

বিভী। বিশ্বাস না হয়, রঘুনাথ!
রমণী-লোলুপ লঙ্কার রাবণ,
রূপ-মুগ্ধ হ'য়ে হরিয়াছে সীতা
রূপ-তৃষা থাকিতে অন্তরে

সহজে সে না দিবে সীতায়।
রূপ-তৃষা পূর্ণ তার হইবে না এবে
নল কুবরের অভিশাপ ভয়ে।
কাজেই সহজে সীতা দিতে না চাহিবে।
সীতার উদ্ধার তরে হবে মহারণ
রাঘবের সনে রাবণের।
ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যেন দেয় দেখাইয়া
রাম, রাবণের ভীষণ সমর।
বিনা যুদ্ধে শান্তি নাই, প্রভু!

রাম। বিনা যুদ্ধে শান্তি যদি নাই
তবে কহ, মিত্র!
দুর্জ্জয় সে দশাননে
কেমনে জিনিব রণে?
শুনেছি সে বরদৃপ্ত মহা বলবান্।
পুত্র পৌত্র ভ্রাতুষ্পুত্র তার—
সকলেই মহা বলবান্
বীরশ্রেষ্ঠ, বরদৃপ্ত, দুর্জ্জয় আহবে।
এই সব বীরগণে করিয়া নিধন
তবে তো হইবে মোর সীতার উদ্ধার।
কাজ নাই মিত্র আর সমর সৃজনে।
যাও তুমি ভ্রাতৃপাশে
সাহায্যার্থী বীরগণ যান্ নিজ দেশে
আমরাও ভ্রমি বনে ভিখারীর বেশে।

এক সীতা নারী তরে
বিপুল বিশাল রক্ষোবংশ
ধ্বংস গর্ভে পাঠাইতে নাহিক বাসনা।
কাজ নাই যুদ্ধে আর।

লক্ষণ। দাদা কাজ নাই যদি যুদ্ধে আর
কাজ নাই যদি মায়ের উদ্ধার
তবে কেন সমুদ্রবন্ধন
তবে কেন বালী বধ
কেনই বা ঋক্ষ বানরগণে যন্ত্রণা প্রদান ?
এ উদ্দেশ্য ছিল যদি, দাদা !
তবে সেই দিন—পঞ্চবটী বনে
বিসর্জ্জন দিয়া জননীরে;
গেলে না ফিরিয়া কেন অন্য কোন দেশে ?
যে সীতা রাম-অন্ত প্রাণ
রামের কারণে যিনি
সূর্যকূল বধূ হ'য়ে আপন ইচ্ছায়
হইলেন কানন বাসিনী,
তারে তুমি রেখে যাবে রাক্ষসের গৃহে ?
ধন্য দাদা, সহিষ্ণুতা তব।
পারি না শুনিতে আর
এই দণ্ডে মৃত্যু হ'ক্ মোর।

হনু। মৃত্যু হ'ক্ এ কামনা কাপুরুষে সাজে
বীর ভাবে জন্ম সম মৃত্যু এক দিন।

তবে প্রভু রঘুবর ! কেন এ ঔদাস্য
কেনই বা সমরে উন্মনা ?
ভয় কিবা—চিন্তা কিবা ?
কত শক্তি ধরে সে রাবণ ?

বিভী। হনুমান ! ভাইরে আমার !
উপেক্ষার নহে রক্ষোরণ।
রাবণ অজেয় বীর বংশাবলী সহ।
ব্রহ্মা বরে রাজা দশানন।
সুরা-সুর, নাগ, যক্ষ-রক্ষ,
দেব কি দানব-অবধ্য।
সকাল মধ্যাহ্ন কি অপরাহ্ণ
সাহাহ্ণ বা প্রত্যুষ সময়ে
মৃত্যু নাহি হবে তার।
তার পর ভ্রাতা তার বীর কুম্ভকর্ণ
ছয়মাস নিদ্রাযায় জাগে একদিন।
অকালে না নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার
প্রকারান্তে অমর জগতে।
দশানন সুত বীর মেঘনাদ
ইন্দ্রে জিনি ইন্দ্রজিত নাম।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপিয়া
পারে যদি পশিতে সমরে,
কার সাধ্য জিনিতে তাহায় ?
ভষ্মাক্ষ বীরবর, যার দৃষ্টি মাত্র

বিপক্ষ বাহিনী হবে ভস্মীভূত।
তারপর অতিকায়, তরণী, সুবাহু
বীরবাহু ধূম্রলোচন সবে মহাবীর।
তাদের বিজয় আশা সহজ ভেবোনা।

নল। হ'ক্ না সে সবান্ধবেস মর দুর্জ্জয়
হ'ক্ না সে মহাশক্তিধর
কিন্তু সেই দুরাচার
সতী কেশ ধরি মজিয়াছে পাপে
সতী অভিশাপে হইয়াছে হীন বল।
সমরের আয়োজন হ'লে
বোঝা যাবে বীরত্ব সবার।

নীল। জানা আছে রাবণের যত বীরপনা।
দিক্‌বিজয়ে বালী হস্তে লাঞ্ছনা তাহার
ভুলি নাই—সব মনে আছে।
সে বীরত্বে ভয় করে কাপুরুষ যেবা
বীর কুলে জন্ম যার, ভীত নহে সেই!

দ্রুতপদে মুকুট হস্তে অঙ্গদের প্রবেশ

অঙ্গদ। প্রণিপাত পদে, রঘুবর!
আনিয়াছি অত্যাচারী রাবণের
মস্তক-মুকুট দন্ত ভরে।
কহিল কুবাক্য যত অকথ্য সে সব।
সহিতে না পারি ক্রোধ ভরে

দেখায়েছি বীরের বীরত্ব।

রাম। ভাল কাজ কর নাই অঙ্গদ ধীমান্ !
রাবণ রাক্ষস হ'ক্
হ'ক্ নারী অপহারক
হ'ক যত অত্যাচারী
তথাপি সে সম্রাট্ এখনো।
হেন প্রগলভতা তব
করিয়াছে তার অপমান।
যাক্ কি কহিল রাজা দশানন ?

অঙ্গদ। সীতা দিতে অসম্মত
যুদ্ধ প্রার্থী, সন্ধিকামী নয়।

রাম। তবে এইবার সমরের কর আয়োজন !
প্রস্তুত হইয়া লও বীরেন্দ্র লক্ষণ
প্রস্তুত হও মিত্র বিভীষণ।
প্রস্তুত হও সখা কপিসৈন্য সহ,
ঋক্ষগণ মাত রণোল্লাসে
রাম সনে রাবণের বাধিবে সমর

হনু। এইবার নাচ হনুমান,
নাচরে লক্ষ্মণ বীর !
নাচ নাচ কপি সৈন্যগণ !
সঙ্গে লয়ে ভল্লুক সৈনিক।
বল জয় শ্রীরামের জয়।

সকলে। জয় শ্রীরামের জয় !

হনু। উচ্চকণ্ঠে বল পুনর্ব্বার
জয় জয় সীতারাম!

সকলে। জয় জয় সীতারাম!

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিভী। বিভীষণ! এইবার পরীক্ষা তোমার!
একে একে আত্মীয় নিকরে
পার যদি নিরাপদে মায়াশূন্য হ'য়ে
রাম পদে উৎসর্গ করিতে,
নাহি কাঁদে যদি প্রাণ
মন যদি নাহি গলে
অটল—পাষাণ সম স্থির হ'য়ে
পার যদি রামপূজা করিতে সাধন
স্বগোত্রে উপকরণ করি,
তবে তো উত্তীর্ণ হবে পরীক্ষা সাগরে।
একদিকে স্নেহ মায়া সম্বন্ধ জড়িত
ভ্রাতা, পুত্র আত্মীয় হনন,
অন্যদিকে পূর্ণব্রহ্ম
শ্রীরামের কার্য্য সম্পাদন
মহালক্ষ্মী জানকীর উদ্ধার সাধন।
কোন্ পথে যাবি চল্ মন!
এখনো সময় আছে।

[গীতকণ্ঠে মায়ার প্রবেশ।

গীত।

মায়া।—

ঘরে ফিরে চল ওগো, ঘরে ফিরে চল।
পরের তরে কেন, দেবে বিসর্জ্জন আত্মীয় সকল॥
তোমার পুত্র তোমার নারী,
তাদের দুঃখ দেখ্‌তে নারী,
সইতে নারি, আমি নারী,
যাবে কি না তাই বল॥

বিভ। এ আবার কি মায়ার ছলনা! মনের সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল ক'রে দিয়েছে। পথ ভ্রষ্ট ক'রে দিচ্ছে। রাম পূর্ণ ব্রহ্ম! তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক! আমার মনে শক্তি দাও—সাহস দাও, যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

[অন্যদিক্ দিয়া বিবেকের প্রবেশ]

গীত।

বিবেক।—

চলিতে চলিতে, আসি মধ্য পথে
ভ্রান্ত হ'য়ে ফিরে যেও না—যেও না।
কে পুত্র কেবা নারী, মায়াসূত্রে মোহকরী
আত্ম ত্রাণ করবে যদি রামের চরণ ছাড়িও না॥
কর্ম্ম কর আপন মনে ফলের আশা করিও না।
আত্মবলি পুত্র বলি দিয়ে রামের দয়া নিতে ভুলিও না।

ইহকাল বড় জঞ্জাল ভরা—সে সঙ্গে আর মিশিও না।
পরকালের সখা পরব্রহ্ম রাম তাঁর সেবায় বিরত হইও না।

[প্রস্থান।

গীত।

মায়া।—

ও গো শোন গো আমার কথা।
তোমার বনিতা তনয়ে ল'য়ে সহিতেছে কত দারুণ ব্যথা ॥
কার কথা শুনে কি করিতে যাও,
কেন আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হতে চাও,
আপন জনে পর করিয়ে পরে আপন ভাবা কেমন প্রথা ॥
যদি যুদ্ধে আসে তোমার তরণী
কাঁদিবে না কি তুমি মহাজ্ঞানী
কেন ভুল বুঝে ঘরভেদী হ'য়ে কাট্‌তে যাচ্ছ ভায়ের মাথা ॥

[প্রস্থান

বিভী। না না, আর মায়ায় ভোলাতে চেষ্টা ক'রো না, পারবে না, শুন্‌বে না। যে পথ ধরেছি, সে পথ ছেড়ে যেতে পারব না। যে মুখ দাদার কাছে লুকিয়েছি, সেই কালামুখ নিয়ে আর ফিরে যেতে পারব না। যাক্ পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতা, কাউকে চাই না। চাই সেই রামকে আহা! রাম নামের কি অপূর্ব্ব হৃদয়ানন্দ-দায়ক শক্তি। মধুর হ'তেও যদি মধুর কিছু থাকে, তবে সেই রাম নাম। সেই সদানন্দময় রাম পদে আশ্রয় লাভ ক'রে আবার কামিনী-কাঞ্চন মায়ায় মুগ্ধ হ'তে যাব। আর না, সর্ব্বস্ব রামের চরণে দান

করেছি, আমার আমিত্বটুকুও রাখতে পারি নাই, গুণের আকর্ষণে সব রামের পদে উৎসর্গ করেছি। আমি তাঁর ইচ্ছায় চালিত তাঁর কর্ম্মে নিয়োজিত, ত্বয়াঃ হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

[প্রস্থান।

(বিবেকের প্রবেশ)

গীত।

বিবেক।—

মনে যার ভাব জেগেছে
মায়ায় কি সে আটক মানে।
অসার সংসার ত্যজ্য ক'রে, ভাবে ভোলা ভ্রমে শ্মশানে ॥
নামের কত মহিমা, অসীম গরিমা—
বেদ পুরাণ রামায়ণে দিতে নারে সীমা
সেই নাম ক'রে, সারাৎসারে
রাখে ভাবুক গেঁথে প্রাণে ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল—

(প্রহস্ত ও রক্ষসৈন্যেগণের প্রবেশ।)

প্রহস্ত। সৈন্যগণ! বীরগণ! হও সাবধান
রাঘবের সনে হবে রণ-অভিযান।
সামান্য বানর; ঋক্ষ, সহায় করিয়া
এসেছে মানব রাম, রাক্ষস বিপক্ষে।
ধর—মার—করহ সংহার
প্রাণভরে কর রক্ত পান
খাও মাংস পরম-উল্লাসে।
দেখো যেন পরাজিত হ'য়ে
দেশের বিজয় ধ্বজা দিওনা নামা'য়ে।
বল জয় লঙ্কাপতি রাবণের জয়!

সকলে। জয় লঙ্কাপতি রাবণের জয়!

[সসৈন্যে সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। কেরে মূর্খ! অর্ব্বাচীন! কাণ্ডজ্ঞান-হীন!
যুদ্ধের সূচনা কালে কর জয়ধ্বনি?
এই বুঝি রাক্ষসের রীতি!
আগে কর রণ, দেখ ফলাফল
তারপর হবে, বিজয় ঘোষণা।
নিতান্ত বানর বন্যবাসী ভাবিয়া মোদের,
এত উচ্চ আশা—
তাই হেন বুদ্ধি ভ্রংশ তোর।

প্রহস্ত। বুদ্ধিভ্রংশ রাক্ষসের নহে
সে ভ্রম বানরের হবে।
রক্ষকুলে জন্ম লভি
বীরভোগ্য লঙ্কাধামে করিয়া বসতি
বানরের ভয়ে ভীত হ’লে
মাতৃ-মুখে কলঙ্ক পড়িবে।
বাধিয়াছে যে মহা সমর
পরিণামে তার এক পক্ষ ধ্বংশ হ’য়ে যাবে—
হয় অরামা হইবে পৃথ্বী, নয় অরাবণা।

সুগ্রীব। পাপ পূর্ণ যার, ধ্বংস হবে সেই।
তার তরে এত চিন্তা হ’লে
চলে না সমর কভু।
বাক্যব্যয় নাহি করি অনর্থক
এস যুদ্ধে, দেখাও বীরত্ব সবাকার।
সৈন্যগণ! বীর দর্পে কর আক্রমণ
দেখাও বিপক্ষ পক্ষে বানর-বীরত্ব।

বানর সৈন্যগণ।—

গীত।

ভীষণ সমরে, অরাতি নিকরে কর কর রে আক্রমণ।
ফেরু সম যেন, সিংহ পরাক্রমে সভয়ে শত্রু করে পলায়ন॥

রক্ষ সৈন্যগণ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

কার শক্তি কত, হবে পরীক্ষা যত
আরম্ভ কর আগে রণ,—

তার পর বিচার জয় পরাজয় কার
ধর ধর ত্বরা শরাসন ।।

বানর সৈন্যগণ ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]
অমিত দর্পে অসীম গর্ব্বে বৃথা কর আস্ফালন,
রাম নামের বলে দেখিবে সকলে, হইবে রক্ষ নিধন ,

রক্ষ সৈন্যগণ ।— অথবা সমরে জিনি নর বানরে
বিজয় নিশান উড়াবে রাবণ,

বানর সৈন্যগণ ।— সে আশা দুরাশা আকাশ কুসুম আশা
রামের ইচ্ছায় হয় শমন দমন ।।

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

প্রহস্ত । এইবার তোমায়—আমায় ।

সুগ্রীব । এস বীর ! দেখাও বীরত্ব । (যুদ্ধ ও প্রস্থান ।

(রণবেশে বীরবাহুর প্রবেশ)

বীর । পিতার আদেশে রণবেশে
পশিয়াছি রামের সমরে
অগ্রণী হইয়া আমিই প্রথম ।
জানি না কি হবে পরিণামে !
শুনিয়াছি রাম নাকি পুর্ণব্রহ্ম ভগবান্!
রক্ষগণে দানিতে নির্ব্বাণ
সমাগত সিন্ধুকূলে ।
তাই যদি সত্য হয়,
যদি রাম সত্য ভগবান্,
তবে আর আশঙ্কা কিসের ?

পিত্রাদেশে প্রবেশি সমরে
রাম সনে মত্ত হ'লে রণে
প্রাণ যায় যদি, নাহি দুঃখ তাহে !
ভগবান্ বাণে মরিতে পারিলে
পরিত্রাণ পাব রাক্ষস-জীবনে,
মুক্তিধামে যাব, লভিব নির্ব্বাণ ।
জয় রাম ! জয় রাম ! তোমারি ভরসা ।
তব নাম ল'য়ে তব সনে মাতিব আহবে
দেখি কত গুণ নামেতে তোমার !
জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

[প্রস্থান ।

(শশব্যস্তে রামের প্রবেশ)

রাম । রাবণের পুত্র বীরবাহু
রক্ষোকুলে অভিশপ্ত দেবতা নিশ্চয় ।
ভক্ত সে আমার ।
ভক্তিভরে করিছে সমর ।
নারিলাম পরাজিতে তারে ।
কি করিব? কেমনে নাশিব হেন ভকতে আমার ?
আমারি সমক্ষে জয় রাম বলি
অশ্রুপ্লুত নেত্রে করে বাণ বরিষণ,
প্রতিঘাতে না আসে সামর্থ্য ।
অপলকে চাহি মোর প্রতি

পুষ্পবৃষ্টি সম করে শরাঘাত
বক্ষে—পদে—মস্তকে আমার।
না—না, হেন বীরে নারিব বধিতে।
ভক্ত নাশি চাহি না সীতায়।
যাক্ সীতা, থাক্ ভক্ত,
থাক্ মোর নামের গরিমা।

[গমনোদ্যত]

(বীরবাহুর পুনঃ প্রবেশ)

বীর। নাম লোপ করিয়া তোমার
ঘুচাইব রাম নামের গরিমা।
স্তুতিবাদে ভুলাইয়া তোমা'
হীনবল করিতে বাসনা।
বোঝ না নির্ব্বোধ রাম, শত্রুর ছলনা?
হেন মূর্খ—ভ্রান্ত—অপদার্থ—হীনবীর্য্য তুমি?
পিতা মোর লঙ্কার রাবণ
হরিয়া লইল তব পত্নী সীতা,
স্বেচ্ছায় করিলা শত্রুতা,
তার পুত্রে পার না চিনিতে?
এস—এস, ছাড়হ চাতুরী;
নহি ভক্ত আমি তব,
তুমি তো সামান্য নর
কিবা ফল তব ভক্ত হ'য়ে।

হীনবল তুমি, তাই ভীত হ'য়ে
বাসনা করেছ ত্যজিতে সমর।
ধিক্ রাম শত ধিক তোমা'।
হীনবীর্য্য! কাপুরুষ!
এই শরাঘাতে লুপ্ত হবে রাম নাম
মুছে যাবে ধরা হ'তে রামের অস্তিত্ব (শরক্ষেপ)

রাম। তবে সাবধান রক্ষ শিশু! [যুদ্ধ ও প্রস্থান।

(দ্রুতপদে লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। বাধিল তুমুল রণ অগ্রজের সনে
রাবণ-নন্দন বীরবাহু
সিংহ-পরাক্রমে যুঝিছে অকুতোভয়ে।
ত্রস্ত—বিচঞ্চল করিছে রাঘবে।
সাহায্যার্থে করিব গমন
কি জানি ঘটে যদি—

হনু। (নেপথ্য হইতে) জয় রাঘবের জয়।

লক্ষ্মণ। রাঘবের জয়ধ্বনি
তবে কি নিহত হ'ল রক্ষ বীরবাহু!

(দ্রুত হনুমানের প্রবেশ)

হনু। মরেছে মরেছে বীরবাহু,
রামের শরেতে।
রক্ষ পক্ষে গেল এক বীর।
জয় রাম! জয় রাম!

(রাম সৈন্যগণের প্রবেশ ও গীত)

গীত।

জয় রাম জয় রাম জয় জয় জয়।
রক্ষ নিধনকারী রাঘবের জয় ॥
আনন্দ অন্তরে চল সবে শিবিরে,
প্রত্যুষে হবে পুনঃ পশিতে সমরে।
আবার রক্ষ সনে, মাতিয়া ঘোর রণে,
করিতে হবে বীরত্ব প্রভাবে, বিপক্ষ পরাজয় ॥

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্বর্গপথ

(মাল্যহস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যার, শান্তি তার কোথায়? আমি ত্রিদিবপতি সুরেশ্বর ইন্দ্র, আমাকে কিনা একটা জঘন্য-নগণ্য রাক্ষসের দাসত্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তে হয়েছে! রাবণ বরপ্রাপ্ত হ'য়ে এত দর্পিত যে, তার দর্পচূর্ণ করবার জন্য ভূভারহারী ভগবান্‌কে নররূপে জন্ম

গ্রহণ ক'রে সময়ের অবতারণা কর্‌তে হয়েছে। রাবণের কাল পূর্ণ প্রায় অনুমান হয়তো নৈলে রাম-বনিতা সীতা হরণ কর্‌তে যাবে কেন? সীতা সতীর কেশাকর্ষণে রাবণের স্থায়ী ভিত্তির মূল উৎপাটিত হয়েছে, একটা ভূমিকম্পের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, ধূলিসাৎ না হ'য়ে। তাই এই সংঘর্ষ সৃজন। রাম! দয়াময় রাম! যেমন রাবণ পুত্র বীরবাহুকে সংহার করেছ, দয়া ক'রে তেমনি ক্ষিপ্র-হস্তে রক্ষকুল নির্ম্মূল কর, নতুবা দেবের দাসত্ব মোচন হবে না।

(ভিস্তিস্কন্ধে বরুণের প্রবেশ)

বরুণ। এ দাসত্ব মোচন হবার নয় দেবরাজ! বরদৃপ্ত তেজোদ্দীপ্ত রাবণের মৃত্যু আশা স্বপ্নাতীত। এখন হ'তে এমন উচ্চাশা মনেও আনবেন না। কি জানি যদি শুন্‌তে পায় বা জান্‌তে পারে, রাজা দশানন যে—আমরা তার মৃত্যু প্রার্থী, তাহ'লে হয়তো মহা অনর্থ উৎপাদন করবে।

ইন্দ্র। তাই বটে বরুণ! রাবণের ভয়ে দেবতাদিগে এমনই সশঙ্কিত সচকিত থাক্‌তে হয়েছে। এমনি একটা সৌভাগ্য নিয়ে রাবণ ধরণীতে এসেছে যে, দেবতাও তার বাধ্য, অনুগত, দাসত্বে নিযুক্ত।

বরুণ। দেবতার এ দুর্গতি তো প্রজাপতির বুদ্ধি দোষেই ঘটেছে। কেন তিনি রাবণকে এ রকম ত্রিলোকের অজেয় ক'রে বরদৃপ্ত করলেন? দেবতার বর পেয়ে দেবতার উপর অত্যাচার। একেই ব'লে গুরুমারা বিদ্যে। কিন্তু আমরা তার কি করেছি, তাই এত লাঞ্ছনা দিচ্ছে। সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর তিন বেলা রাজপথ ধৌত

কর্‌তে কর্‌তে প্রাণান্ত হবার জোগাড় হ'য়ে উঠ্‌ল। এখনও যদি ত্রাণ পাই, ঘাড় হ'তে এই জল ছড়ানোর যন্ত্রণাটা নামাতে পারি, তবে বোধ হয় নিস্তার পাই, নৈলে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

ইন্দ্র। তুমি দেশ ছাড়া হ'লে যে প্রলয়ের জয়ডঙ্কা বেজে উঠ্‌বে বরুণ! রাবণের দোষে, দেশের অনিষ্ট ক'রে তাকে দুর্ভিক্ষের কবলে তুলে দিলে নিজেদেরই ক্ষতি। নৈলে স্বর্গ সম্রাট্ সুরেন্দ্র আমি, আমি রাবণের মালা রচনা করি পারিজাত কুসুমে! এ দুর্দ্দৈব, অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ের হেতু। তার উপর কোন শাসন চলে না, কালের বাধ্য সে—অদৃষ্টে চালিত যে। সেই অদৃষ্ট চক্রের ভোগকাল শেষ হ'লেই দেব-দাসত্ব দূর হবে। তার জন্যই তো রাম অবতার হ'য়ে লঙ্কায় সমর। আর ক'দিন ? দেব-দুর্গতি দূরীকরণার্থে দুষ্টা সরস্বতী কৈকেয়ীর কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে রামকে সস্ত্রীক বনবাসী করেছে। কৈকেয়ীর উপরে দেবচক্র পতিত, তাই তার অদৃষ্ট-চক্র বিরূপ। জগতে কলঙ্ক-বৈধব্য নিয়ে থাক্‌তে হ'ল। এসব সেই শ্রীভগবানের ইচ্ছা। অতএব অনুতাপ পরিত্যাগ ক'রে রামের শরণাপন্ন হও, কাতর নিবেদন তাঁকে জানাও, উদ্দেশ্য পূর্ণ হবেই হবে।

(যমের প্রবেশ)

যম। (প্রবেশ পথ হইতে) আর উদ্দেশ্য পূর্ণের প্রয়োজন নাই—সে অপেক্ষা করাও চলেনা। যমের যমত্ব লোপ—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বচ্যুত বরুণের শৈত্য নাশ, দেবের দেবত্ব লয় হ'তে বসেছে। রাবণের দেওয়া দুর্গতির দাসত্ব ভার আর বহন করা যায় না। প্রতিদিন অশ্বপালকের কার্য্য কর্‌তে কর্‌তে, জীবনান্ত হ'ল। আর পারি না

দেবরাজ সহ্য হয় না—বড় যন্ত্রণা। ইচ্ছা হয়, কোন নিভৃত স্থানে গিয়ে আত্মগোপন করিগে, এ দেশে আর থাক্‌বনা।

(শনির প্রবেশ)

শনি। না দাদা। তুমি দেশ ছেড়ে যেওনা, তাহ'লে যদিও রাবণ মর্‌ত, তো আর মরবে না। নিতান্তই যদি যাও, তবে আমার সিকি মৃত্যু অধিকারের সঙ্গে তোমার তিনপোয়া ধ্বংসের অধিকার মিশিয়ে যমত্ব দিয়ে যাও। তুমি ভাই পার না। একপোয়া অধিকার নিয়েই পৃথিবীকে তোলপাড় কর্‌ছি, তোমার মত অতটা ক্ষমতা পেলে বারমাসে তেরটা মড়ক লাগিয়ে লঙ্কাকে রাক্ষস শূন্য ক'রে দিতাম। এ রাগ কি সহজে যায়। আমি গ্রহরাজ শনৈশ্চর, আমার নামে জগত থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপে, আমাকে দিয়েছে কিনা কাপড় কাচা রজকের কাজ। ময়লা সাফ কর্‌তে কর্‌তে দেহটা কয়লার মত কালো হ'য়ে গেল। দোহাই দাদা! তুমি দেশ ছেড়োনা, এই সময় একবার তোমার সাঙ্গ পাঙ্গদের পাঠিয়ে দিয়ে লঙ্কায় মড়ক লাগাও। নৈলে আর পরিত্রাণ নাই।

যম। এমন অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্গতি যে জীবনের উপর সংঘটিত হয়, সে জীবন নিরাপদ্‌ না ক'রে বিপদে বিপদে শেষ ক'রে দেওয়াই মঙ্গল ভাই! তাই এ বাসনা।

শনি। জীবন ক্ষয় হ'লে তো আমি কোন্‌ দিন জলে ডুবে নয় গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তাম। সুধা খেয়ে অমর হ'য়েই তো মুস্কিলে পড়েছি। জীবনে ধিক্কার ঘৃণা কাপুরুষের লক্ষণ, বীরের বাক্য মৃত্যু

একদিন। এখন যাতে যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত গা ঢেকে চল্‌তে পারা যায়, তাই করি এস।

ইন্দ্র। শনৈশ্চর! সত্য বলেছ। এই যুক্তিই ঠিক দেবগণ! ধৈর্য্যের তুল্য জিনিষ নাই—সহের তুল্য শক্তি নাই—দৈবের তুল্য সামর্থ্য নাই। সেই দৈববলে বলী দেবতা সম্প্রতি। সেই শ্রীভগবান নরাকারে, দেবগণ তার সৈন্যরূপে অংশ পরিগ্রহ করেছেন। এ যুদ্ধে যে রাবণ নিহত হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। তবে কাল প্রতীক্ষায় থাকৃতে হবে। এক লক্ষ পুত্র সওয়া লক্ষ পৌত্র সহ—বীরেন্দ্র বেষ্টিত রাবণকে ধ্বংশ করা সহজ—সুগম নয়।

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। রাবণ বধ যদি সহজ সুগম না হয়, তাইলে দেবরাজ! এই দেবগণের দাসত্ব লাঞ্ছনা যে চিরকালের জন্য থেকে যাবে। দুর্দ্ধর্ষ দুর্নীতি দুর্নিবার দশানন যদি এইরূপে এইভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রে, তবে দেবের দেবত্বের কোন চিহ্নই থাক্‌তে দেবে না, সব বিলুপ্ত ক'রে দেবে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দেবরাজ ইন্দ্র তার মালাকর, বরুণ তার রাজপথের জলসেচক, কৃতান্ত অশ্বপাল, সপ্তম গ্রহপতি শনৈশ্বর অম্বর পরিষ্কারক রজক। আমার ক্ষয় প্রাপ্তির উপায় নাই, প্রতিদিন পূর্ণ ভাবে উদীয়মান হ'তে হবে। রাক্ষসের এই কঠোর আদেশ বহন করতে করতে দেবতার জীবিত থাকা অপেক্ষা জীবনান্তই মঙ্গল।

(সূর্য্যের প্রবেশ)

সূর্য্য। অমর না হলে এতদিন কি রাক্ষস-দাসত্ব শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত

থাক্‌তাম, কোন্ দিন আত্মহননে নাম লোপ ক'রে দিতাম। ইচ্ছা হয় এক একবার যেন প্রলয় কালীন প্রচণ্ড তেজে দ্বাদশ মূর্ত্তিতে গগন পটে উদয় হ'য়ে লঙ্কা সহ রাবণকে দগ্ধ—ভস্ম ক'রে অনুতাপানলে শান্তিবারি সিঞ্চন করি, কিন্তু পারি না, সব দেবতার মুখ চেয়ে। পাই না সরল অনুমতি দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে। তাই পারি না, নতুবা কি এখনও এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর মূলোৎপাটনে নিরস্ত থাকতাম?

ইন্দ্র। সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ, যম অমর তোমরা, আমার অনুমতির অপেক্ষা ক'রো না, যাও চেপে পড় রাবণের লঙ্কারাজ্যের উপর। আদিত্য দেব! প্রলয়ের জ্বলন্ত মূর্ত্তি ধারণ কর। বরুণ! সৃষ্টিধ্বংসের জল প্লাবন এনে দাও। কৃতান্ত! তুমি এনে দাও একটা জিঘাংসা পূর্ণ নরকজ্বালা আর যুগান্তরের মহামড়ক। দেখ যদি পার নিজ নিজ দুর্গতি দূর করতে। আমার কোন আপত্তি নাই—বাধা নাই; তবে মনে রেখো রাবণ দৈববলে বলী—ব্রহ্মা-বর দৃপ্ত—দুর্জ্জয়—দুর্দ্ধর্ষ—দুর্নিবার।

সূর্য্য। তবে কি এর কোন প্রতীকার হবেনা? রাক্ষসের শাসন দণ্ডের মূলে ত্রিদিব বাসীর মস্তক কি এমনিভাবেই চিরদিন বিনত হ'য়ে থাক্‌বে?

চন্দ্র। এ দাসত্বের দুর্গতি দূর করতে আমি বলি, গ্রহগণ সকলে মিলে রাবণের উপর বক্র দৃষ্টিপাত করি আসুন। গ্রহ-বৈগুণ্য হ'লে রাবণ কতক্ষণ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা কর্‌তে সক্ষম হবে?

যম। না না, তারচেয়ে সকলে চেপে প'ড়ে যুদ্ধের ওপর যুদ্ধ সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌লে রক্ষবল হীনবল হবেই হবে।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। ধৈর্য্য ধর, স্থির হও দেবগণ! আর কিছুদিন সহ্য কর। তোমাদের এ দিন চিরদিন থাক্‌বে না। দীনবন্ধু তাই তোমাদের জন্য দীনবেশে কাননবাসী। দেখ্‌তে পাবে—অনতিবিলম্বে অদিনের সখা রাম রক্ষোকুল নির্ম্মূল ক'রে দেব দাসত্ব মোচন কর্‌বেন। রাবণের উদ্দেশ্য, থাকিবে বরদানে তাকে দৃপ্ত করেছি, আবার আমিই কৌশল ক'রে নর বানরের সমরে রাবণের মৃত্যু পথ প্রশস্ত ক'রে রেখেছি। ভক্ষ্য ব'লে উপেক্ষা ক'রে বর গ্রহণ কালে নর বানরের উল্লেখ করে নাই। তাই দেব-অংশে বানরী-গর্ভে বানরগণ ও চারিঅংশে বিভক্ত হ'য়ে নরাকারে ভগবান্। উদ্দেশ্য প্রধান—রাবণ বধ। তোমরা ধৈর্য্য সহকারে রামের কার্য্য দেখ।— মাঝে মাঝে ক্ষেত্র বুঝে তাঁর সাহায্য করা এই তোমাদের কর্ত্তব্য। এস আমার উপদেশ মত কাজ কর্‌বে।

(সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজপথ।

সৈন্যগণ।

গীত।

হা হা বীরবাহু,　　　　বীর কুল কেশরী,
　অকালে হারা'লে নবীন জীবন।
দেখালে বীরত্ব,　　　　রাখিলে শূরত্ব
　তব কীর্ত্তি গাথা গাহিবে বীরগণ॥
রাজার কারণে,　　　　দেশের কল্যাণে
বিপক্ষ সনে রণে　　　　যুঝিয়া প্রাণ পণে
　রক্ষ-কীর্ত্তি, যশ রক্ষার কারণে
　করিলে সমরে এ মহাশয়ন॥
　শৌর্য্য, বীর্য্য তব চির ব্যাপ্ত রবে
　যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য স্থিতি এই ভবে,
　তোমার সমর কাহিনী কহিবে সবে
　হেরিয়া বীরের বাঞ্ছিত মরণ॥

[প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লঙ্কা রাজসভা।

রাবণের পদচারণা করিতে করিতে প্রবেশ

রাবণ। (স্বগতঃ) গেছে রণে বীরপুত্র বীরবাহু
এ বিরাট ধ্বংস যজ্ঞে
বলি রূপে অর্পিত সে কুমার
অথবা রামের পূজার তরে
অর্ঘ্যরূপে সমর্পিত
পুত্ররূপ প্রস্ফুটিত পুষ্প পারিজাত।
প্রাতঃকাল হ'তে এ পর্য্যন্ত
পাই নাই যুদ্ধ সমাচার।
বোধ হয় পুত্র বীরবাহু
যুঝিতেছে বিপুল বিক্রমে,
আর ক্ষণপরে প্রত্যাবৃত্ত হ'য়ে
পাশে বসি পিতা বলি 'সাদরে সম্ভাষি'
কহিবে সমর-বার্ত্তা পরম উল্লাসে।
ওই বাজে রণভেরি

ওই শোনা যায় জয়ধ্বনি রোল
কার জয় হ'ল আজ রাঘব-সমরে ?
বোধ হয় বিজিত কুমার বীরবাহু
জয় এই বিশ্বজয়ী রাবণ রাজার।

(গীতকণ্ঠে নিয়তির প্রবেশ)

নিয়তি।

গীত।

হায়রে অধিক আশার পরিণাম ভীষণ।
কার জয় কার পরাজয় অনুমানে কি নিরূপণ॥
তুমি ভাবছ ব'সে মারবে একটা দাঁও,
ওদিকে যে গজের কিস্তি সেটাকে সামলাও
নৈলে হ'ল তোমার বাজীমাৎ
দেখছি আমি বিলক্ষণ॥
সাধ ক'রে ব'ড়ে টিপে করলে ঘরটা ফাক,
এবার অশ্ব চক্রে প'ড়ে রাজা খাবেন ঘুরণ পাক,
পারিস্ তো বুঝে চলিস্
নৈলে অতল জলে নিমগন॥

প্রস্থান।

রাবণ। কে এ রমণী ?
এল——গেল—কি যেন বলিল
বুঝিতে নারিনু কিছু কি বা ব'লে গেল ?

(সহাস্যে অতিবৃদ্ধা নিকষার প্রবেশ)

নিকষা। (বৃদ্ধবৎ কম্পিতকণ্ঠে) ব'লে গেল ভাল কথা, খুব যুদ্ধ চালাতে ব'লে গেল! আমার বেটী রাবণের বোন স্বর্পনখার নাক কাণ কাটা মানুষ হ'য়ে? কেমন মজা? সাজা পাচ্ছ ঠিক কি না? ওরে রামা লখারে! তোরা এইবার মর্ মর্। তোদের কলজে উপরে রক্ত এনে সুপীর গায়ে মাখিয়ে দিয়ে তার নাক কাণের জ্বালা জুড়িয়ে দিই।

রাবণ। কে মা? এ সময় তুমি কেন মা?

নিকষা। [পূর্ব্ববৎ] তোমার চাঁদ মুখখানি দেখ্‌তে। আর বল্‌তে আসা সীতাকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। রামা লখাকে যেন একটু ভাল ক'রে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, "এ বনে বাঘ আছে"।

রাবণ। কোন চিন্তা নাই মা! রাবণ তোমার তেমন ছেলে নয়, সে কখনও কর্ম্মের সংসাধন ব্যতীত কর্ম্মের প্রত্যাহার শিক্ষা করে নাই। সীতাকে যখন এনেছি--তখন আর দোব না। তাতে আমার প্রাণ—রাজ্য—ঐশ্বর্য্য সব পণ। চাই মান—যাক্ প্রাণ।

নিকষা। [পূর্ব্ববৎ] এই তো কৈকষা রাক্ষসীর গর্ভজাত সন্তানের উপযুক্ত কথা। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। মা উগ্রচণ্ডা তোমার মঙ্গল করুন।

(নিকষার প্রস্থান)

রাবণ। যাও মা অন্তঃপুরে।
মাতৃ-অনুরোধ মোর প্রতি,
ভগ্নী অপমানের প্রতিশোধ নিতে,
রাম লক্ষ্মণের শিরচ্ছেদ করি
তপ্ত রক্ত জননীরে দান।

মা! মা! তাই হবে—তাই দোঁব
বধিব সমরে রামে বধিব লক্ষ্মণে
বধিব বানরগণে বধিব ভল্লুকে।
গৃহশত্রু গুপ্তশত্রু দুষ্ট বিভীষণে
বধিব—বধিব রণে—নিশ্চয় বধিব।
না পারি সমরে প্রাণ অর্পণ করিব।

(শুক ও শারণের প্রবেশ)

শুক। জয় হ'ক্ লঙ্কাপতি!

রাবণ। এস এস মন্ত্রিবর!
এস হে শারণ সচীব।
জান কি তোমরা কেহ সমর- সংবাদ?
নিরুত্তর কেন দোঁহে?
কেন মুখ মলিন সহসা?
ঘটিল কি অমঙ্গল কোন?

শারণ। হায়, মহারাজ!

রাবণ। হ'য়ো না ব্যাকুল, বল কি চাহ বলিতে?
যতই কঠিন হ'ক্, যতই দুর্ব্বহ
যতই ভীষণ—অসহ্য হ'ক্
বল নির্ব্বিবাদে দিলাম অভয়।
সব সহ্য হবে—সব স'য়ে যাব
অটল অচল গিরিবর সম।
বল—বল কি বলিবে?

শুক। শুনিলাম দূতমুখে সমর-বারতা যাহা

কহিতে না সরে ভাষা, কণ্ঠ রোধ হয়
রসনা বিশুষ্কপ্রায়—

রাবণ। কৈ দূত? কোথা দূত
কি সে সংবাদ,
তার মুখে করিব শ্রবণ।
দূত! দূত!

(দূতের প্রবেশ)

দূত। (অভিবাদন করিয়া শুষ্কমুখে নীরবে দণ্ডায়মান)

রাবণ। কহ বার্ত্তাবহ! কহ রে যথার্থ
কি করিল আজি রণে পুত্র বীরবাহু?

দূত। অসম্ভব কীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
বিপক্ষে লাঞ্ছিত করি'
অস্তগামী সূর্য্য সম
নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ বীর হইল শায়িত
বীরভোগ্য সুখের শয়নে।

রাবণ। বিশ্বাস হয় না দূত!
তুচ্ছ নরে নাহি পারে এ কর্ম্ম সাধিতে।

দূত। স্বচক্ষে দেখেছি যাহা সত্য সমুদয়।
বীরবাহু বীরত্ব প্রভাবে
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিপক্ষে
বিভ্রান্ত—নির্য্যাতিত করিল সমরে।
শত্রুদলে প'ড়ে গেল ঘোর হাহাকার।

তারপর—তারপর—
রাম তারে করিল সংহার।

রাবণ। রাম তারে করিল সংহার?
হা পুত্র! হা বীরবাহু!
কি পাপে ছাড়িয়া গেলে?
কি দোষ দেখিলে পিতার?
কোন্ অভিমানে ভুলিলে আমায়?
ওহো-হো—বাপ্‌রে আমার! (চক্ষে বস্ত্রাবরণ)

শুক। (ক্ষণপরে) কার ও করুণ কণ্ঠ?

শারণ। বীরবাহু-মাতা চিত্রাঙ্গদা—
পুত্রশোকে করেন রোদন।

রাবণ। (উন্মত্ত প্রায়) কি! কি! কাঁদে চিত্রাঙ্গদা?
রাবণ-মহিষী বীরবাহু-জননী
কাঁদে আজ কোন্ মনস্তাপে
কার পাপে? কার কর্ম্মদোষে?
রক্ষোনারী বক্ষে পুত্রশোক
কে দিল আনিয়া? রাম!
রাম! রাম! এত স্পর্দ্ধা?
রাবণের মহিষীরে পুত্রশোক দাও?
রাবণের পুরনারী সকলে কাঁদাও?
বুঝিলাম নাহি আর ত্রাণ।
রাম! মৃত্যু তব সুনিশ্চয় আমার শায়কে।
কিন্তু নহে এবে রয়েছে অপেক্ষা তার।

পাঠাইয়া একে একে রক্ষ বীরগণে
তারপর সর্ব্বশেষে যাবে দশানন
দেখিব তখন রাম কত বীর তুমি
বুঝিব তখন কত শক্তি নর কলেবরে।
বীরবাহু হত যদি, তবে কেবা আর
যাবে রণে—কারে পাঠাইব? (চিন্তা)
হুঁ—হয়েছে—স্মরণ
ছয় মাস নিদ্রা যায় ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ,
একদিন জাগে মাত্র।
মনে করে যদি সেই একদিনে
বিশ্ব বিনাশিতে পারে
কি ছার সে শ্রীরাম লক্ষ্মণ?
মন্ত্রী যাও অবিলম্বে
সযত্নে জাগ্রত কর কুম্ভকর্ণ বীরে।
এ বিপদে ভাই মোর নির্ভর ভরসা
যাও যাও ক'রো না বিলম্ব।

শারণ। এ কি কথা মহারাজ?
কুম্ভকর্ণ মহাবীর মানি আমি তাহা
কি ছার সে শ্রীরাম লক্ষ্মণ?
মন্ত্রী! যাও অবিলম্বে
সযত্নে জাগ্রত কর কুম্ভকর্ণ বীরে।
এ বিপদে ভাই মোর নির্ভর ভরসা
যাও—যাও ক'রো না বিলম্ব।

শারণ। এ কি কথা মহারাজ!
কুম্ভকর্ণ মহাবীর মানি আমি তাহা
কিন্তু ছয় মাস পরে নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে।
অকালে জাগালে তাঁরে ফলিবে কুফল।
অতএব এ আদেশ কর প্রত্যাহার।

রাবণ। ছয়মাস পূর্ণ হ'তে বাকী কতদিন?

শুক। এক মাস অবশিষ্ট মাত্র।

রাবণ। এই এক মাস চলিলে সমর
লঙ্কা যাবে রসাতলে
কোন চিহ্ন রহিবে না তার।
তবে কোথা রবে সে সময় ভাই?
নিদ্রাঘোরে ধ্বংস হবে?
তার চেয়ে জাগাও তাহারে।
বাধা দান করোনা'ক আর
রাজাদেশ পাল অনিচার্য্যভাবে
যাও যাও—ক'রো না বিলম্ব
দুই জনে এক সঙ্গে যাও।

(উভয়ের প্রস্থান

এইবার দেখা যাবে রামের বীরত্ব
বোঝা যাবে কুম্ভকর্ণ রণে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রীরাম শিবির।

রাম ও বিভীষণের প্রবেশ।

রাম। হায় মিত্র! কি কর্‌লাম? বুঝ্‌তে না পেরে ভক্তকে শত্রুভাবে নিহত কর্‌লাম? এ পরিতাপ কি সহজে যাবার? জগন্ময় এ অখ্যাতি রটনা কর্‌বে যে, রাম ভক্তদ্বেষী—ভক্তদ্রোহী—ভক্তহন্তা।

বিভী। স্থির হ'ন্ রঘুনাথ! এরূপ উতলা হবেন না। অগ্নির কার্য্য দগ্ধ করা, পরিণাম তার ভস্মরাশি। কিন্তু স্বর্ণকে দগ্ধ কর্‌লে ভস্মে পরিণত না হ'য়ে তার বর্ণ আরও উজ্জ্বল হয়। তা ব'লে কি জগতে বহ্নির পবিত্রতা নষ্ট হবে, না নানা বস্তু ভস্ম করার জন্য তাঁর দুর্ণাম হবে? তা ছাড়া সঙ্গগুণ বা সঙ্গদোষ যাবে কোথা? রক্ষসঙ্গে বাস ক'রে রাক্ষস প্রবৃত্তি পেয়েছিল, আবার আপনার সৎসঙ্গ লাভ ক'রে সুবুদ্ধি লাভ করেছে। তাই তার মুক্তি মোক্ষ—নির্ব্বাণ হয়েছে। রাম হে! তোমাকে শত্রুভেবে যে তোমার হাতে মরে, সেই তো সহজে উদ্ধার হয় দয়াময়! বীরবাহু কেন, যে তোমার সমরে প্রাণত্যাগ কর্‌বে, সেই ভাগ্যবান্—সেই তোমার ভক্ত। দাস্যভাবের উপাসক নয়, বীর ভাবের ভাবুক।

রাম। যদি সবাই আমার ভক্ত হয়, তবে এত ভক্ত বিনাশ কর্‌তে হবে—একমাত্র সীতার জন্য? একটা নারীর জন্য বীরপ্রসবিনী লঙ্কা নগরীকে বীরশূন্যা কর্‌ব? পত্নীর জন্য সোণারপুরী শ্মশান ক'রে

দেবো ? না মিত্র! তা পারব না—সীতা উদ্ধারে আর কাজ নাই, যুদ্ধ এইখানেই পরিসমাপ্ত হ'ক্ ; দেশে ফিরে যাই !

বিভী। ক্ষত্রকুলশ্রেষ্ঠ দশরথাত্মজ রামচন্দ্র তাঁর পত্নী অপহারক পাপীকে দণ্ড দিতে সমরের অবতারণা ক'রে নীরবে—নিঃশব্দে, নিরুদ্দেশ হ'লে কি মনে করবে শত্রুকুল, কি বল্‌বে পৃথিবীর ক্ষত্রবীরগণ, কি ভাব্‌বেন রামগতপ্রাণা শত্রুপুরবাসিনী মা জনকাত্মজা ? তিনি কি তা হ'লে প্রাণে বাঁচ্‌বেন ? এখনও বেঁচে আছেন কেবল আপনা কর্ত্তৃক উদ্ধারের আশায়। যখন সে আসায় নিরাশ হবেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। সেই স্ত্রী হত্যার কারণ যে আপনাকেই হ'তে হবে প্রভু! তাহ'লে যে জগতে পত্নীঘাতী রাম কাপুরুষ রাম ব'লে দুর্ণাম—অখ্যাতি রটনা হবে ? তার উপায় কি ?

রাম। তার উপায় আত্মগোপন—জনসমাজে অপ্রকাশ। এ মুখ এ কলঙ্কিত মুখ নিয়ে লোক সমাজে যাবো না। সূর্য্যকুলের কলঙ্ক-কালিমা গায়ে সূর্য্যকুলধর রাম চির বনবাসী থাক্‌বে। লোকে না দেখ্‌তে পেলে কলঙ্ক-কুৎসায় ভয় কি ? কে শুনবে তাদের জনরব ?

বিভী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুন্‌বে। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র আছে, তারা শুন্‌বে—জান্‌বে—দেখ্‌বে, রাম পত্নীহন্তা। বিহঙ্গ, বিটপী বাতাস দেখ্‌বে—রামের ক্রিয়াকলাপ। তারাই জগতের কাণে কাণে ব'লে দেবে শত্রুভয়ে ভীত হ'য়ে, রাম ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে পত্নীকে রাক্ষসের পুরে ফেলে চলে গেছেন। সাগর তরঙ্গে সে কথা রাষ্ট্র হবে। এ দুর্মোচ্য—দুরপনেয় কলঙ্ক ঢাকবার নয়। এমন কি এই যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হ'লেই বীরের অযোগ্য কাজ হবে। সুতরাং যুদ্ধ স্থগিত রাখা চলে না—যুদ্ধ করতেই হবে।

রাম। যুদ্ধ করতেই হবে? নৈলে কলঙ্ক হবে নয় মিত্র? সীতা উর্দ্ধারের জন্য ভক্ত, অভক্ত যেই হ'ক, হত্যা করতেই হবে, নৈলে দুর্ণামের দায়ে অব্যাহতি নাই কেমন? সীতাকে না মুক্ত ক'রে আনলে অখ্যাতি অনন্ত বিশ্বব্যাপ্ত হবে নয়?

বিভী। হাঁ, মিত্র!

রাম। তবে যুদ্ধ করতেই হবে—হ্যাঁ—যুদ্ধ--

(দ্রুতপদে লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। [প্রবেশ পথ হইতে] দাদা! দাদা!
সর্ব্বনাশ ঘটিল এবার
হুলস্থুল পড়িল ও দিকে।
রাবণের সহোদর কুম্ভকর্ণ বীর
হুহুঙ্কারে আস্ফালিয়া গদা
করিছে প্রহার অবিরাম।
গজবাজী, রথ রথী, পদাতি নিকর
ছত্রভঙ্গ—সন্ত্রাসিত—পরাজিতপ্রায়।
বিপক্ষের জয়োল্লাস শুনি মুহুর্মুহু!
উদ্যমোৎসাহহীন ঋক্ষ-কপি সেনা
চল, দাদা! উত্তেজিতে করিবে সবায়
নতুবা সমরে আজ নাহি জয়-আশা।

বিভী। কি কি? আসিয়াছে কুম্ভকর্ণ বীর?
না—না লক্ষ্মণ! বোধ হয় অন্য কেহ
ছয় মাস নিদ্রা যায় জাগে এক দিন
সেই একদিনে পারে বীর প্রলয় সাধিতে,

কিন্তু পূর্ণ হ'তে অর্দ্ধবর্ষ
এখনো রয়েছে বাকী একমাস কাল।
তাই বলি বোধ হয় নহে কুম্ভকর্ণ।
(বেগে হনুমানের প্রবেশ)

হনু। হাঁ, নিশ্চয় কুম্ভকর্ণ, অন্য কেহ নহে।
পুত্রশোকে-ক্ষুব্ধ রাজা প্রতিহিংসা বশে
প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ
পরাজিতে রাঘব-বাহিনী
অকালে জাগ্রত করি কুম্ভকর্ণ শূরে
পাঠায়েছে সমর প্রাঙ্গণে।
বিলম্বেতে হবে সর্ব্বনাশ
ধ্বংস হবে বানরের দল
ভক্ষিবে উল্লাসে ঋক্ষকুলে
কর রঘুবর ! কর সদুপায়
চল রণক্ষেত্রে রক্ষ হে স্বপক্ষ
বিপক্ষের বিপুল বিক্রমে।

বিভী। তবে এইবার যাবে রাম রঘুবর।
বীরমদে কাঁপাইয়া স্বর্ণলঙ্কাপুর
কাঁপাইয়া সমুদ্র-সলিল
কাঁপাইয়া বিপক্ষের বক্ষ।
রক্ষঃ কুম্ভকর্ণ-রণে যাবেন রাঘব।
চল মিত্র ! নিশ্চিন্ত অন্তরে
কুম্ভকর্ণ হত রণে রাবণের পাপে।

অকালে জাগালে তারে নিশ্চয় মরিবে,
এই তার মৃত্যুর উপায়।
সেই মৃত্যু আবর্ষিত হ'য়ে
অকালে জাগিয়ে হীনবল হ'য়ে
আসিয়াছে মরিতে সমরে
বীরভাবে রাম-বৈরতায়।
চল মিত্র! চল তবে দেখি একবার
কিরূপ সে কুম্ভকর্ণ পরাক্রমশালী,
কেমন মূরতি তার—কত শক্তিধর।
চল বাপ হনুমান!
আজ কাঁপাইব লঙ্কাধাম
চূর্ণিব রথসহ রথীগণে
ছিন্ন শির কুম্ভকর্ণ হইবে নিশ্চয়।

লক্ষণ। জাগিয়াছে সুপ্ত সিংহ
ছুটে চল সবে এবে ইরম্মদ বেগে
প্রলয় ঝটিকাসম কর শরক্ষেপ
ধূলি খেলা মত কাট বিপক্ষের শির।
বধহ রাক্ষস দলে
উদ্ধার মা বৈদেহীরে
কীর্ত্তি রাখ নর বানরের,
বধ বধ বিপক্ষ বাহিনী
বল জয় রাঘবের জয়।

(গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।

গীত।

জয় রাম রাঘব, রঘুবর সুন্দর, পুরুষ প্রধান নারায়ণ।
পাতকী বিনাশ, দুরিত নাশ ধরার ধর্ম্ম করহ স্থাপন ॥
পাপভরে পীড়িতা মেদিনী
সতত কাতরা দুখিনী
দেব-দুর্গতি হর, দাশরথী রাম, কাতরে চরণে করি নিবেদন ॥
চাহ দেবের প্রতি করুণা নেত্রে
রক্ষবধে চল ত্বরা রণক্ষেত্রে
তোমারি ভরসা তোমারি আশা, কর রাম রাবণ নিধন ॥

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

(রণবেশে কুম্ভকর্ণের প্রবেশ)

কুম্ভ। করিব সংহার আজ শ্রীরাম লক্ষ্মণে
বধিব তাদের সনে ভল্লুক বানরে
রক্ত মাংস ভক্ষিয়া উল্লাসে
পূরাইব উত্তপ্ত উদর।

কৈ রাম—কই রে লক্ষ্মণ ?
কোথায় পালাল ঋক্ষ কপিগণ ?
আয় একে একে কিংবা দলে দলে
দ্রুত চ'লে আয় বদন গহ্বরে।
টপাটপ ধরি আর গপাগপ গিলি,
কেনরে বিলম্ব বৃথা, দেখা দে একবার।

(রণবেশে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। কে রে তুই দুরাচার
কেন তোর হেন অত্যাচার ?

কুম্ভ। আমি বীর কুম্ভকর্ণ রাবণ-অনুজ
অত্যাচার-হেতু রামের নিধনে।
ক্ষুধায় জ্বলিছে মম জঠর অনল।
রাম লক্ষ্মণের সুকোমল মাংস সহ
বানর ও ভল্লুকের সুস্বাদ শোণিত
প্রাণ ভরি পান করি, পূরাব উদর
আসা তাই হেথা মোর।
খাদ্য নররূপে সম্মুখে আগত
কে তোরা দুই জন ?

রাম। আমি রাম রক্ষঃকুল রিপু
কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ এই ধনুর্দ্ধর বীর।

কুম্ভ। হাঃ হাঃ হাঃ [হাস্য]
তোরাই রাম আর লক্ষ্মণ ?

নিতান্ত শিশু যে তোরা,
এত স্পর্দ্ধা এই কলেবরে
এত সাহস এই দেহে রাক্ষস জিনিতে
নিতান্তই শিশু বুদ্ধি ?
সুন্দর সুঠাম অঙ্গ সুকোমল
ঢল ঢল লাবণ্য মণ্ডিত
হাস্য মাখা বদন মণ্ডল
নিরখি উপজে স্নেহ
মায়ায় মারিতে নারি,
যা, দিলাম অভয়—কর পলায়ন
পারিবি না তিষ্ঠিবারে কুম্ভকর্ণ রণে।

লক্ষ্মণ। দুষ্ট পাপিষ্ঠ রাক্ষস!
পারি কি না তিষ্ঠিতে সমরে
দেখ্ তবে পরীক্ষা তাহার
এই শরে অন্ধকার দেখ্ দশদিক্।

শরক্ষেপ

কুম্ভ। হাসালি বালক মোরে হাসালি এবার
হিমাদ্রি সদৃশ মোর দৃঢ় কলেবরে
পুষ্পবৃষ্টি বোধ হয় তোর শরাঘাত।
এ আঘাতে কি করিবি মোর?
নাহি শক্তি—হীনবীর্য্য তুই
সাধ্য নাই তোর কুম্ভকর্ণ জয়ে।
এই দেখ্ হুহুঙ্কারে গদা আস্ফালিয়া

করিলাম আক্রমণ
সাধ্য থাকে সহ কর—নয় আজ মর্।
(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

রাম। কুম্ভকর্ণ সনে রণ করিতে করিতে
গেল দূরে স্নেহের লক্ষ্মণ
যাই আমি সাহায্যার্থে তার। গমনোদ্যত

(বেগে বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। মিত্র! মিত্র! কি কর এখানে তুমি?
যুঝিছে লক্ষ্মণ বীর কুম্ভকর্ণ সহ।
দুর্দ্ধর্ষ শার্দ্দুল সম বিপুল বিক্রমে
যুঝিতেছে বরদৃপ্ত রক্ষ কুম্ভকর্ণ
তাহারে জিনিতে কিংবা বিনাশিতে
নাহি শক্তি লক্ষ্মণের দেহে।
অকালে জাগায়ে কুম্ভকর্ণে
পাঠাইল দশানন অকালে মরিতে।
সে মৃত্যু তাব'লে সুসাধ্য হবে না।
পার যদি নিজে তুমি
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার
ত্রিশিখ ঐশিখ বাণ করিতে প্রয়োগ
তবে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে
মৃত্যুমুখে নিপতিত হবে কুম্ভকর্ণ
তা না হ'লে অমর অজেয় সেই।

মুর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে লইয়া অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ। মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণ বীর কুম্ভকর্ণ শরে,
এনেছি যতনে তাঁরে শুশ্রূষা করিতে
হনুমান জাম্বুবান্ কুম্ভকর্ণ সনে
যুঝিতেছে প্রাণ পণে,
কিন্তু নাহি জানি কি শক্তি কৌশলে
দূর্দ্দম্য সামর্থ প্রভাবে
অকাতরে যোঝে বীর অটল অচল,
বিন্দু মাত্র নাহি আলস্য—ঔদাস্য।
বুঝি না কি হবে আজ রণে ?

বিভী। যাও মতিমান্
লক্ষ্মণের করগে শুশ্রূষা।
এস মিত্র, রণক্ষেত্রে যাই।

রাম। চল মিত্র বিভীষণ !
দেখি গিয়ে কোথা সে রাক্ষস ?
প্রাণের লক্ষণে যেবা দিয়েছে বেদনা
হন্তব্য সে অবশ্য আমার।
হন্ততাং হন্ততাং হন্ততাং। (বেগে প্রস্থান)

অঙ্গদ। ঠাকুর লক্ষ্মণ !
রাজপুত্র তুমি আদরে লালিত
সহে কি সমর—শ্রম কোমলাঙ্গ তব
কিন্তু হায় ! সমস্তই বিধাতার চক্র।

সেই চক্রে পড়ি এ দশা তোমার
দেখি কত আর হয় বা দেখিতে।
দেখে যাব—স'য়ে যাব আর
তোমাদের কার্য্য সম্পাদিব।
রাম নামামৃত দানে জিয়াব তোমায়
জয়-রাম জয়-রাম জয়-রাম।
(প্রস্থান)

রক্তাক্ত বদনে কুম্ভকর্ণের পুনঃ প্রবেশ।

কুম্ভ। তীক্ষ্ণ নখে ঋক্ষ বক্ষ বীদীর্ণ করিয়া
আক্ষেপ মিটা'য়ে রক্ত করিয়াছি পান,
বানরের মাংসে পূর্ণ করেছি উদর,
এইবার নরমাংস চাই।
কোথা গেল রাম কোথা সে লক্ষ্মণ ?
আয়—আয়—ভক্ষ্যণের শিশু।

হনুমান ও জাম্বুবানের প্রবেশ।

হনু। অগ্রে রক্ষ প্রাণ বানর সমরে
তারপর ভক্ষো নর শিশু। (যুদ্ধ ও হনুমানের পলায়ন)

কুম্ভ। কোথায় পালাবি দুষ্ট লঙ্কাদগ্ধকারী
বিদগ্ধ বদন হনু ? যম তোর পশ্চাতে ধাবিত। (গমনোদ্যত)

(ঐশিক বাণ যোজনা রামের প্রবেশ)

রাম। তিষ্ঠ দুষ্ট ! ক্ষণকাল আর
মৃত্যুর আকৃষ্ট তুই
এই দেখ প্রাণান্তক শর

ধায় তোর রক্ষ রক্তপানে।
প্রজ্বল প্রজ্বল শর
দগ্ধ কর ভস্ম কর শত্রু অবয়ব। (শরত্যাগ)

কুম্ভ। (সভয়ে) ওই—ওই ঐষিক শায়ক
সহস্র সহস্র শিখায় হ'য়ে প্রজ্বলিত
আসিতেছে মোর বক্ষঃ লক্ষ্য করি,
এইবার মরণ নিশ্চয়।
কে বলিল মৃত্যুর উপায়
কে জানে মৃত্যু মোর ঐষিক শায়কে ?
ওঃ বিভীষণ ! গুপ্তশত্রু ! ধিক্ তোরে শত শত।
ওই বাণ ক্রমশঃ নিকট
পশিল বক্ষেতে জলিল জীবন
জ্বালা—বড় জ্বালা ! রাম !
বিনাশ যাতনা মম শেষের সময়।
যাই সিন্ধুজলে হইগে শীতল। (প্রস্থান)

রাম। নিহত প্রচণ্ড অরি
রণশ্রান্ত সৈন্যগণ !
যুদ্ধ শেষ আজ, করগে বিশ্রাম। (প্রস্থান)

নেপথ্যে সৈন্যগণ।—
জয় রাঘবের জয়।

—*—

চতুর্থ দৃশ্য।

অশোক কানন।

(সীতাকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে গীতকণ্ঠে চেড়ীগণের প্রবেশ।

চেরীগণ। [নৃত্যসহ]

গান।

মার্ বেত মার্ বেত সপাসপ্ সপাসপ্ মার্।
বেতের চোটে ছুটুক্ পীঠে দর্ দর্ রক্তধার ॥
রাবণ রাজার চেড়ী মোরা.
সরার মত দেখি এ ধরা,
ধর্‌তে বল্‌লে বেঁধে আনি, হরদম লাগাই বেদম প্রহার ॥
শোন্‌লো সীতে শোন্‌লো কথা
বোঝ্‌লো রাজার প্রাণের কথা
প্রাণ দিয়ে ভজ রাবণরাজে দেখ্‌তে পাবি সুখের পাথার ॥

সীতা। উঃ! আর মারিস্ না তোরা এমন ক'রে দ'গ্ধে দ'গ্ধে। আমায় একখানা শাণিত অস্ত্র এনে বরং আমার মাথাটা কেটে দু'খণ্ড ক'রে দে। আর এ রকম দগ্ধ যাতনা সইতে পারি না!

১ম চেড়ী। এখনই হয়েছে কি? এই তো সুরু। রাবণের ভজনা না করলে স্বামীভাবে তাঁকে না ভাব্‌লে এমনি মার কত খেতে হবে। তাই বল্‌ছি—যা হবার হয়ে গেছে, এখনও সম্মত হও। পাটরাণী হ'য়ে

মহারাণী মন্দোদরীর উপরও হুকুম চালাবে। এমন ভাগ্যি লোকে প্রার্থনা করে, আর তুমি হাতে পেয়েও তাকে অগ্রাহ্য করছ? এতদিন মানুষের স্ত্রী ছিলে, এইবার একবার রাক্ষস ভ'জে দেখ না—সুখ পাও কি না?

সীতা। সাবধান দুর্ব্বিনীতাগণ! রসনা সংযত ক'রে কথা বল্‌বি, নতুবা দীর্ঘনিঃশ্বাসে তোদের ভস্ম করে দোব।

১ম চেড়ী। সে বড়াই আর কর্‌তে হবে না। তত তেজ থাক্‌লে রাজা মশাই চুলের মুটি ধ'রে এনে এখানে রাখ্‌তে পার্‌ত না। পথের মাঝেই ভস্মের গাদা হ'য়ে যেতেন।

(সূর্পণখার প্রবেশ)

স্বর্প। (নাকিসুরে) কিঁলোঁ! কাঁজ কাঁমাই দিঁয়েঁছিঁস্‌ যেঁ? তঁবে কিঁ সীঁতে মঁত কঁরেছে দাঁদার সেঁবা কঁরতে? তাঁ বেঁশ—বেঁশ! নৈঁলে উপাঁয় কিঁ? যঁখন যেঁমন, তঁখন তেঁমন। এঁই তোঁ বুঁদ্ধিমঁতীর কাঁজ? সীঁতে! আঁর ভঁয় নেঁই, কিঁছু বঁল্‌ব না। বৌঁদিঁদির মঁত খুঁব খাঁতির যঁত্ন কঁর্‌ব।

সীতা। দুশ্চরিত্রা রমণী! তুইই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্‌, তোরই মন্ত্রণায় আজ আমি অপহৃতা—অশোক কাননে বিবাসিতা। আবার তার উপর অশ্লীল পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রে আমায় মর্ম্মাহতা করছিস্‌? পবনদেব! শুন্‌ছ ত, এই কলঙ্কিনীর কথা? দেখ্‌ছ ত এই দুর্ব্বিনীতার দুর্ব্ব্যবহার? ব'লো একবার দয়া ক'রে আমার প্রভুকে আমার এই দুর্গতির কথা। হা রাম! আর যে সইতে পারি না। নিয়ত চেড়ীগণের নির্ম্মম বেত্রাঘাত সহ্য কর্‌ছি, রাক্ষসের অধিকারে থেকে নিপীড়িতা—নিগৃহিতা হচ্ছি, তাতে তত দুঃখ ব্যথা

নাই। কিন্তু এই পাপিষ্ঠার বাক্যবাণে আমার জর্জ্জরীভূতা করছে। উদ্ধার কর প্রভু! (রোদন)।

নিকষা। [বৃদ্ধাবৎ কম্পিতকণ্ঠে] ওলো সুপু! ও মা! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল মা? আমার বুকের পাঁজরা গুলো এক এক খান ক'রে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে, আর সইতে পারি নে। ওরে রামা ওরে লখা! কবে তোদের বুকের রক্ত চোঁ চোঁ ক'রে খাব রে? কবে আমার এই বুকজোড়া শোকের চিতায় তোদের রক্ত ঢেলে জ্বলন্ত আগুণ নিবাব রে? ওলো সীতে! কালসাপিনী! আমায় এমনি ক'রে দংশন ক'রে বিষের জ্বালায় জ্বালিয়ে মারতে বুঝি এখানে এসেছিলি? ওহো হো! বাবারে আমার! (রোদন)

সূর্প। (নাকি সুরে) কিঁ হঁ'ল মাঁ? অঁমন কঁ'রে কাঁদছ কেঁন? সীঁতে অঁাবাগী কিঁ কঁরলে তোঁমার?

নিকষা। (বৃদ্ধাবৎ) আমার বুকে পাথর মেরেছে। এ অপয়া ছুঁড়ীটার জন্যে আমার সোণার সংসারে আগুণ ধরেছে; সাজান বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার নাতিগুলোর বুকের ছাতি ভেঙ্গেছে, আমার হাতী বেটা কুম্ভকর্ণকে রামা লখা মেরে ফেলেছে। পুত্র-শোকে বুড়ো হাড় কন্ কন্ করছে। ওরে বাবা আমার। (রোদন)

সূর্প। (নাকি সুরে) কিঁ অঁামার মেঁজ দাঁদাঁ বেঁচে নাঁই? কেঁ তাঁকে এঁ অঁকালেঁ ঘুঁম থেঁকে জাঁগালেঁ? অঁামার তেঁমন দাঁদাকেঁ দুঁটো ছোঁড়ায় মাঁরলেঁ? রঁক্ষকুলে কাঁলী ঢেঁলে দিঁলে? ওঁরে রাঁম লঁক্ষ্মণ! তোঁরা কঁবে মঁরবি? তোঁদের সীঁতেকে কঁবে অঁামার মঁত শুঁধু হাঁতে বঁড় দাঁদার পাঁয়ে লুঁটিয়ে পঁড়তে দেঁখব? ওঁলো সীঁতে। তুঁই কঁবে রাঁড়ী হঁবি লোঁ? ওঁলো, তোঁরা সঁব

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন লা? মাইনে খাস্ না? মার বেত মার—
—মার্ মার,--খুব জোরে জোরে মার। পিট ফেটে—রক্ত
ছুটুক্।

চেড়ীগণ।   [নৃত্য ও বেত্রাঘাত সহ]

গান।

মার্ বেত মার্ বেত ইত্যাদি।

(প্রহারে সীতা কাতরা হইলেন)

সীতা। হা রাম! হা রাম! (মূর্চ্ছা)

নিকষা। (বৃদ্ধাবৎ) ওলো! তোরা সব করলি কি লা; মেরে খুন করলি নাকি? সর্ব্বনাশ কর্‌লি আবাগীর বেটীরা! রাবণ শুনলে কারু রক্ষে থাক্‌বে না। চল্, এইবার কেউ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব পালিয়ে চল্।

(সীতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(শশব্যস্তে সরমার প্রবেশ)

সরমা। এত কাতর ক্রন্দনের রোল উঠল কেন? তবে কি নির্দ্দয়া চেড়ীরা আমার সখিকে প্রহার যন্ত্রণা দিচ্ছে? [অগ্রসর] কৈ, কেউ তো এখানে নাই। সখি যে আমার ধূলায় লুণ্ঠিতা, ছিন্নাব্রততীর মত ভূপতিতা। শোণিতাক্ত কলেবরে সখি আমার মূর্চ্ছিতা বোধ হয়! যাই যাই শুশ্রূষা করিগে। (ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুশ্রূষা করণ) সখি! রামদয়িতে জানকি! এ কি ভাব? চৈতন্যদায়িনী তুমি, তোমার কি মূর্চ্ছা সাজে?

সীতা। (উঠিয়া কাতরে) সখি! সরমে! এসেছ? তোমার অপেক্ষাই করছিলাম, আর যে যাতনা সইতে পারি না, সখি প্রতি-নিয়ত চেড়ীগণের বেত্রাঘাত যন্ত্রণা তার উপর অকথ্য কথন, আমার জীবন্ত প্রাণে অনল বৃষ্টি করছে। বেঁচে থেকে সুখ চাই না, সে আশাও করি না। আমি দুর্ভাগিনী তাই এমন দুর্দ্দশা। বল ভগ্নি! আমার মৃত্যুর উপায় বল। আমায় বিষ এনে দাও না হয় নিয়ে চল—সিন্ধুতীরে; আমি সমুদ্রে ডুবে মরিগে।

সরমা। অনুতাপ ক'রো না সখি! রামের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কর, এ দিন তোমার থাক্‌বে না। দীননাথ দুর্দ্দিন কাটিয়ে সুদিন এনে দেবেনই। এ দিকেও রক্ষকুলের বীরগণ যে সমরে যাচ্ছে, সেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এত আশায় হতাশ হয়ো না, ধৈর্য্য ধর: চল এখন ঐ তমাল তরুমূলে যাই, তোমার সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন।

সীতা। রক্ষোকুলের তুমি মূর্ত্তিমতী দয়া, জীবন পবিত্রতা। তোমার প্রবোধ বচনে অবোধ অশান্ত মন সুস্থির হয়েছে। চল, তোমার উপদেশ মতই কাজ করি।

(উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লঙ্কা—রাজসভা।

(শোকোন্মত্ত রাবণকে ধরিয়া মেঘনাদের প্রবেশ)

রাবণ। ওহো ! হৃদয় বিদারি শোক পারি না সহিতে
শূলী শম্ভু সম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ বীর
শ্রেষ্ঠ বাহুবল ছিল যে আমার
আজি তারে হারালাম নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কুক্ষণে হায় সূর্পণখা
গিয়েছি'ল তুই অভাগী কাল পঞ্চবটী।
কি কুক্ষণে শুনাইলি মোরে সীতার সৌন্দর্য্য
কি কুক্ষণে মজিলাম বচন-কুহকে।
কি কুক্ষণে আনিলাম কালসর্পী সীতা
রাখিলাম কি কুক্ষণে অশোক কাননে ?
বিভীষণ ! যত অনর্থের হেতু তুই—
ভাই হ'য়ে শত্রু হ'লি !
নরের দাসত্বে প্রাণ বিকাইলি
রক্ষোকুলে কলঙ্ক কালিমা দিলি ?
তুই যদি শত্রু রামে
না জানাতিস গোপন সন্ধান,
তাহ'লে কি মরে বীরবাহু

তাহ'লে কি কুম্ভকর্ণ
হত হয় নরের সমরে ?
ওহো-হো ! ভাইরে আমার !
কেন বা পাঠানু রণে,
অকালে জাগানু কেন ?
হায় ! এ আক্ষেপ সহজে যাবে না।
ভ্রাতৃশোক-দাবানল সনে
পুত্রশোক বাড়বাগ্নি মিশি
দহ্যমান প্রজ্বলিত চিতা
করেছে সৃজন রাবণের দৃঢ় বক্ষঃস্থলে।
রাম লক্ষ্মণের শোণিত সিঞ্চনে
নিবিবে সে ভীষণ অনল।
মেঘনাদ ! মেঘনাদ !
যাও বাপ ত্বরা করি বল সারথীরে
মোর রথ সজ্জিত করিতে,
যাব আমি রামের সমরে,

মেঘ। স্থির হ'ন ধৈর্য্য ধরি দেখুন বিচারি'
মোরা বিদ্যমানে আপনার রণযাত্রা
সাজে কি কখন পিতা ?
অনুমতি কর দাসে
যাব আমি রাম-রণে
নাগপাশে করিয়া বন্ধন
দিব আনি শত্রুদ্বয়ে তব পাদমূলে।

গৃহশত্রু খুল্লতাতঃ বিভীষণে
আনিব ধরিয়া তব পাশে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপিয়া
পশি যদি আহব মাঝারে
ইষ্ট-কৃপা করিয়া সঞ্চয়,
কি ছার সে রাম বা লক্ষ্মণ?
ব্রহ্মারে না ডরি আমি!
মৃত্যুঞ্জয়ে করি পরাজয়!

রাবণ। জানি পুত্র! জানি আমি বীরত্ব তোমার
জানি তব সমর-চাতুর্য্য
জানি তুমি মায়া যুদ্ধ বিশারদ বীর,
কিন্তু প্রাণাধিক! বড় ভয় হয়
পাঠাইতে এ কাল সমরে।
যেই যায় সেই না ফিরিয়া আসে।
তাই স্থির করিয়াছি মনে
আমিই কার্য্যের কারণ
আমা' হ'তে উৎপত্তি এ ভীষণ বিপত্তি
আমি গেলেই হবে অবসান।

(বেগে তরণীর প্রবেশ)

তরণী। আমি যাব জ্যেষ্ঠতাত! রামের সমরে
ভ্রাতৃহত্যার লব প্রতিশোধ।
জ্যেষ্ঠতাত কুম্ভকর্ণে বধিয়াছে রাম

আমি তার প্রতিশোধ করিব গ্রহণ
প্রতিহিংসা উগ্র শরানলে
বন্দী কিংবা দগ্ধ করি বিপক্ষ নিকরে।

মেঘ। তুমি কেন যাবে ভাই! শিশুমতি তুমি
ইন্দ্র জিনি ইন্দ্রজিত নাম
রামে জয় করিয়া এবার
রাখিব সে বিজয়-গৌরব।

তরণী। না দাদা! পায়ে ধরি আমি
রক্ষা কর অনুজের এই অনুনয়।
আমি যাব রাম-রণে,
দেখাইব জনকে আমার
রাজভক্তির অশস্ত দৃষ্টান্ত।
কেমনে এ রক্ষকুল শিশু
দেশের মঙ্গল তরে
রাজার কারণে, প্রভুর আদেশে
প্রাণ দিতে পারে সম্মুখ সমরে।

রাবণ। তরণীরে! বাখানি বীরত্ব তব
ধন্যবাদ সাহসে উৎসাহে
শতধন্য জননীরে তোর।
বীরত্বের প্রভাত অরুণ
বয়সে তরুণ তুমি,
প্রাণাধিক ভ্রাতস্পুত্র স্নেহের আস্পদ
প্রাণধ'রে কেমনে তোমারে

পাঠাইব কালের সমরে ?
কাজ নাই রণে গিয়ে তব
গৃহে যাও, জননীর পাশে
মাতৃ-স্নেহে থাকগে নিশ্চিন্ত।
ইন্দ্রজিত মেঘনাদ যাবে রণক্ষেত্রে
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপিয়া।

তরণী। জ্যেষ্ঠতাতঃ! দাসের মিনতি
অনুমতি দাও মোরে যাই রাম-রণে।
ক'রো না নিষেধ বারম্বার
দুঃখিত হইব তা' হ'লে।
বরং পদধূলি দানে কর আশীর্ব্বাদ
পারি যেন রক্ষিবারে বংশের সম্মান।

রাবণ। এতই আগ্রহ যদি নাহি দিব বাধা।
কিন্তু জননী তোমার যদি
অনুমতি নাহি দেয় সমর-প্রয়াণে
তা' হ'লে কি করিবে তখন ?
বিশেষতঃ তাঁর ইচ্ছা বিনা
আমি নাহি দিতে পারি সমরে বিদায়।

তরণী। জানিয়াছি মায়ের বাসনা
আনন্দিত মোরে রণে পাঠাইতে
ওই বুঝি আসিছেন মাতা

(সরমার প্রবেশ)

রাবণ। এস মা বীর প্রসবিনী !

সাজাও সন্তানে তব সেনাপতি সাজে
তরণীই বর্ত্তমানে সেনাপতি মোর
ইন্দ্রজিত ! যাও তুমি
যজ্ঞ সমাধানে হওগে নিযুক্ত।
চলিলাম আমি।

(মেঘনাদ ও রাবণের প্রস্থান।

সরমা। এস রে কুমার ! এস এস ভাগ্যবান্ বীর !
সেনাপতি তুমি রক্ষোপক্ষে
এ হ'তে কি সৌভাগ্য আর।
সাজাইয়া দিই তব মনের মতন
বল বাপ্ কি বেশে সাজাব ?

তরণী।

গীত।

আমায় সাজাও মা সেই সাজে।
যে সাজে সাজিয়া, রামে পরাজিয়া,
ফির্‌তে পারি গৃহমাঝে।

সরমা। রামে জয় করা শক্ত কথা পুত্র !
রাম নন্ যে সে ধন
বৈকুণ্ঠের বিভূতি, গোলকের জ্যোতি।
তাঁহারে বিজয় চেয়ে
পরাজয় হ'য়ো তাঁর রণে
তৃপ্তি পাবে—শান্তি পাবে—মুক্তি পাবে তুমি।

গীত।

তবে সেই বেশে সাজাও
যে বেশে সাজিয়া,   নাচিয়া গাহিয়া,
রাম নাম গানে জীবন মাতাও,
আমি চাই না জিনিতে রামে
(যেন) রামের পদতরণী, পায় এ তরণী,
পার হ'য়ে যেতে শান্তিধামে,
কাজ কি বৃথায় কাজ ব্যজে,
গাত্রে নামাবলী দাও, রামের নাম লিখে দাও,
যেন ভক্তি দিয়ে বাঁধতে পারি রসরাজে

সরমা। তাই হবে বাপ্ !
রাজবেশে সাজাইয়া
নামাবলী উপরের বর্ম্ম ক'রে দোব,
সর্ব্বাঙ্গে লিখিয়া রামনাম
অক্ষয় কবচ বেঁধে দোব।
বীরাচারে রক্ষবীরগণ
মন্ত্র উপচারে পূজে রামের চরণ।
তুমিও সেই বীরাচারে বীরভাবে
অস্ত্র উপচারে পূজিতে ভুলো না।
ভক্তি ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া
রাম-রণে ত্যজিবে জীবন
মুক্ত হবে রক্ষ-জন্ম হ'তে।

তরণী। দাও মাতঃ পদধূলি শিরে
অন্তরের কপাট খুলিয়া
সরল আশীষ দান কর
পাই যেন রামের করুণা
স্থান দেন যেন রাম চরণে আমায়
ভব সিন্ধুনীরে পায় যেন এ তরণী
শ্রীরামের চরণ-তরণী।

সরমা। পরম দয়াল রাম
দয়ার ভাণ্ডার তাঁর উন্মুক্ত সতত
পাতকী তারণ পতিতপাবন
দীনজন সুহৃদ—সহায় রাম।
সকাতরে জানাইও প্রার্থনা তোমার
অবশ্যই পুরাবেন বাসনা শ্রীরাম।

তরণী। মায়ের বচন দেববাক্য সম
অবশ্যই পূর্ণ হবে তাহা।
চল মাতঃ! গৃহে চল তবে।
কল্য প্রাতে তব পুত্র
সেনাপতি রক্ষোকুলে
সিন্ধুতীরে রামের সমরে।
কি আনন্দ, কি আনন্দ মাতঃ!

সরমা। আনন্দ আধার পুত্র
এ আনন্দ চিরানন্দ হ'ক্
প্রেমানন্দ লাভ কর।

নিত্যানন্দ সচ্চিদানন্দ
আনন্দিত করুন তোমায়।
বল পুত্র জয় রাম, জয় সীতারাম!

তরণী। জয় রাম! জয় সীতারাম!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

(বানর সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তরণীর প্রবেশ)

তরণী। (যুদ্ধ করিতে করিতে)
আরে আরে বানরের দল
একা আমি, বিপক্ষে আমার তোরা
অসংখ্য—অগনন পঙ্গপাল সম।

তথাপিরে ধূর্ত্ত ফেরুদল !
জগতের জঞ্জাল তোরা,
অসভ্য বর্ব্বর বনের বানর,
কদলী প্রয়াসী হীন বুদ্ধি সব।
আবর্জ্জনা সংসারের নীচ—ঘৃণ্য হেয়
ঘুচাইব জঞ্জাল রাশি বধিয়া তোদের ॥

বানরগণ। [তাণ্ডব নৃত্যসহ]

গান।

উপ আপ উপ আপ উপ।
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা
চুপ থাক্ বোকা চুপ ॥
মারব কীল, চড়, চাপড়,
সজোরে বসাব আচম্ভ কামড়
মর্‌বি জ্বলে কর্‌বি ধড়ফড় পড়্‌বি ধপাস্ ধুপ ॥
তোর বুকের কল্‌জে উপড়ে নোব,
চোখ ছুটোতে তীর বিধব
ফাঁক পেলেই কোপ বসাব
কুপ কুপা কুপ কুপ ॥

(যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন)

তরণী। দূর হয়ে যারে কপিকুল !
বানর বুঝিবে কিবা সমর-কৌশল ?
বন্যজাতি কি জানিবে বীরত্ব-গৌরব ?

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ। (প্রবেশ পথ হইতে)
বন্যজাতি জানে কিনা বীরত্ব-গৌরব
দেখাইব পরীক্ষা তাহার ভাল মতে !
পাইয়াছ অশিক্ষিত সৈন্যগণে
নায়ক বিহীন রণে,
তাই পারিয়াছ তাদের জিনিতে ,
কিন্তু এইবার বুঝিব বীরত্ব, শিশু !
ধর অস্ত্র ক্ষিপ্রহস্তে কর শরক্ষেপ।

তরণী। কে তুমি আবার বানর জাতি ?
বালক বলিয়া মোরে ক'রো না উপেক্ষা।
দেখিলে তো নিজনেত্রে জাতীয় লাঞ্ছনা
পেয়েছ তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ
কত পরাক্রম আপন জাতির ?
কেমনে সভয়ে সবে সচকিত নেত্রে
লাঙ্গুল কুঞ্চিত করি গেল পলাইয়া ?
তবে তুমি কোন্ মুখে দেখাও সাহস ?
তুমিও তো হীনবুদ্ধি বানর অঙ্গদ
তা' না হ'লে পার কি কখন

পিতৃহন্তা রাঘবের পদাশ্রয় নিতে ?
বিজাতী শত্রুর পায়ে মস্তক নামাতে ?

অঙ্গদ। সে গুহ্য বারতা তোরে কি বলিব আর
রাক্ষস স্বভাবে তুই কেমনে চিনিবি
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামে ?
কেমনে বুঝিবি তুই রামের মাহাত্ম্য ?
বুঝেছেন রক্ষোকুলে, সেই বিভীষণ—
সর্ব্বস্ব সঁপেছেন রামের চরণে
রক্ষকুলে অভিশপ্ত তিনি।

তরণী। সেটাও তো রাক্ষসের কাজ ?
সে রাক্ষস পারে যদি চিনিতে শ্রীরামে
তবে পারে না কি অন্য রক্ষগণে ?
এক রক্ত যার দেহে আছে
সেই জানে রাম কিবা ধন ?
রক্ষগণ চিনেছে সে রামে
তাই বীরাচারে পশিয়াছে সমর সাধনে।
রাম যদি হয় অসামান্য জন
তবে বীরাচারে রামপদে লইবে শরণ।
যেমন বাসন্তী পূজায় দেখি
বীরাচারে অসুরের দেবী পদ লাভ
পশ্বাচারে কেশরীর মাতৃপদে স্থান।
সেইরূপ দাস্যভাবে যে চিনেছে রামে
পড়িয়াছে সেই মোহকূপে।

আমি কিন্তু না করিব তাহা
বীরাচারে শস্ত্র উপকরণ করিয়া প্রদান
পূজিব সে রামের চরণ।
কিন্তু বধিব বানরে ভক্ষিব আনন্দে
দেখি কেবা রক্ষিবে তোমায়।

[যুদ্ধ ও অঙ্গদের পলায়ন]

তরণী। এই সব বীর ল'য়ে বিজয়ী শ্রীরাম?
বুঝিলাম দৈববলে ঘটিতেছে সব।
রাম সত্যই নয় সাধারণ।
নবে কি এমন কার্য্য সম্ভবে কখন?
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভূভার হরিতে
নরাকারে উদয় ধরায়।
জানি তাই জনক আমার
লয়েছেন রাম পদাশ্রয়।
আমিও এসেছি রাম, তোমার চরণে
পাতকী বলিয়া দাসে করিও না ঘৃণা।
শত্রুভাবে সহজে উদ্ধার আশে
বীরসাজে রণযাত্রা মোর।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ!
জান মোর অন্তরের ভাব
দিও স্থান অভয় চরণে।
পিতা! পিতা! কুসন্তান আমি
দিব ব্যথা আজি তব প্রাণে।

কিন্তু ব্যথাহারী রাম মিত্র তব
হরিবেন সকল বেদনা ;
পারিবে এ স্বার্থ তেয়াগিতে।

[প্রস্থান।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। (প্রবেশ পথ হইতে)
প্রাণপুত্র তরণী আমার
পশি রণে অদ্ভুত বীরত্বে
দলিত—মথিত করে রাঘব-বাহিনী।
না পারে তিষ্ঠিতে কেহ তরণীর রণে।
ধন্য বীরপুত্র তুমি, ধন্য উচ্চভাব!
আত্মত্রাণে এই তো সুযোগ,
যাও পার হ'য়ে পাপ রাজ্য হ'তে
পরপারে পুণ্যের রাজত্বে।
কিন্তু মন! আজ তব পরীক্ষার দিন।
এতদিন অবিচল প্রাণে
বলিয়াছ রামে সকল সন্ধান,
আজ যেন পুত্র-মৃত্যু-সন্ধি
প্রকাশ করিতে কভু হ'য়ো না চঞ্চল।
না পারে জানিতে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ—
তরণী, তনয় তব।
সহশক্তি! এস বক্ষে মোর

দৃঢ়ভাবে হও প্রতিষ্ঠিত।
টলিও না পুত্র-শোকে,
ভুলিও না মায়ার কুহকে,
সর্ব্বস্ব দিয়েছ রামে
এইবার পুত্রে অর্ঘ্য দাও
তাহ'লেই পরীক্ষায় হইবে উত্তীর্ণ।
জয় রাম! ভরসা তোমার।
দাও মোর হৃদয়ে শকতি
মুক্ত কর মায়া-আকর্ষণে।

(এক পার্শ্বে অবস্থান)

লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তরণীর প্রবেশ,
কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণের পৃষ্ঠভঙ্গ,
তরণীর পশ্চাদ্ধাবন।

(দ্রুতপদে রামের প্রবেশ)

রাম। মিত্রবর! এখানে রয়েছ তুমি?
ওদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়!
রাবণের সেনাপতি হ'য়ে
আসিয়াছে সমরে তরণী,
করিতেছে তুমুল সংগ্রাম
ছত্রভঙ্গ বাহিনী আমার,
কহ মিত্র! তরণীর মৃত্যুর উপায়?

বিভী। (স্বগত) কি বলিব প্রভু রঘুবরে
কি দিব তাঁর প্রশ্নের উত্তর ?
কোন্ প্রাণে পিতা হ'য়ে
পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা করিব প্রকাশ।
কি বলিবে জগতের পিতা
কি ভাবিবে সন্তান সকলে।
উভয় সঙ্কট মাঝে নিপতিত আমি
বলি যদি রামচন্দ্রে
তরণীর মরণ উপায়
তা'হ'লে এখনি আমারই মহাপাপে
পুত্রশোক করিব সম্ভোগ।
না বলিলে ধর্ম্মচ্যুত হই
কোন্ দিক্ করিব আশ্রয় ?

রাম। নিরুত্তর কেন, মিত্রবর!
কহ সদুপায় তরণী সংহারে।

বিভী। মিত্র! স্নেহাস্পদ তরণী আমার
ভালবাসি প্রাণ সম তারে
তার মৃত্যুবার্ত্তা করিলে প্রকাশ
শোক পাব অনুতপ্ত প্রাণে।
এ জগতে স্নেহপাত্র আর কেহ নাই
তরণীই প্রিয় বড় মোর।
তারে বধ বিনা—

রাম। তারে বধ বিনা না দেখি উপায়

গেল গেল সব গেল তার শরানলে।
মুহূর্ত্তে রক্ষের জয় অর্জ্জিবে বালক,

(রণোন্মত্ত তরণীর পুনঃ প্রবেশ)

তরণী। করিলাম তুমুল সংগ্রাম
স্থগ্রীব অঙ্গদ আদি কপি সমুদয়
তিষ্ঠিতে নারিল রণে,
পরিত্রাহি করিয়া চীৎকার
পলাইল মেষপাল সম।
এবে এই দৃপ্ত সিংহ
ঘুরিতেছে রণক্ষেত্রে বিপুল বিক্রমে
না পাইয়া উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা।
লক্ষ্মণের সনে রণে ছিলাম নিযুক্ত
সেও পলায়িত,
বোধ হয় এতক্ষণ হয়েছে মূর্চ্ছিত।

রাম। বল মিত্র, বল দয়া করি,
কিরূপ কৌশলে মৃত্যু তরণীর!
ওই দেখ রণোন্মত্ত বীর শিশু
কেশরী সমান ভ্রমে রণস্থলে।
সহ্য নাহি হয়—
দেখা নাহি যায় আর এই আস্ফালন
করে ধরি মিত্রবর! রাখ অনুরোধ
কর ত্রাণ উৎকট সময়ে।

বিভী। কি কর কি কর প্রভু।
ভৃত্য প্রতি কেন হেন ভাব
ডুবাবে কি অনন্ত নরকে, রাম ?
শোন তবে বলি আমি
সাক্ষ্যকরি দেবতা নিকরে
কি উপায়ে হত হবে কুমার তরণী।
বৈষ্ণবাস্ত্র বিনা বিষ্ণুভক্ত তরণীর
নাহিক মরণ অন্যবাণে।

(দ্রুত প্রস্থান।

রাম। লেলিহান ক্ষুধিত শার্দ্দুল তেজে
আক্রমিব তোমায় বালক তরণী

তরণী। কে তুমি ! রাম !
এত গুণ না থাকিলে দয়াময় কেন ?
এস রণে রাম. দেখাও ক্ষমতা,
শুনি জনরবে তুমি নাকি ভগবান্।
সত্য যদি তুমি হও ভগবান্
কর ত্রাণ এভব জলধি।

রাম। মিষ্টবাক্যে তুষ্ট নাহি হব,
জানি আমি রক্ষগণ মায়া সুনিপুণ।
এই দেখ বৈষ্ণবাস্ত্র যোজিত কার্ম্মুকে
মৃত্যু তরে হও রে প্রস্তুত।

(অস্ত্রক্ষেপ)

তরণী। জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!

(পতন ও ছিন্নশিরে রামনাম কীর্ত্তন)

রাম। একি একি! কি করিনু আমি
ভক্তবরে করিনু সংহার।
মৃত্যুকালে ছিন্নশিরে রামনাম গায়
হেন ভক্ত আর কেহ আছে কি ধরায়!
তরণী! তরণী! হৃদয়ের ধন।
বক্ষে আয় রক্ষোকুলনিধি!

(বক্ষে ধারণ)

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। রক্ষকুল রত্ন তরণী তনয়ে
দাও প্রভু, পিতৃবক্ষে তার।
পারি নাই পুত্রস্নেহ দেখাতে কুমারে
অভিমানে কয় নাই কথা।
চ'লে গেছে জনমের মত।
দাও রাম! দাও মিত্র! দাও পুত্রধনে
মৃতদেহ বক্ষে ল'য়ে
ছিন্নশির দিয়ে আসি ত্রিবেণী সঙ্গমে।
পুত্র রে আমার! মাণিক আমার!
নিষ্ঠুর এ জনক তোমার
নিজমুখে তব মৃত্যু সন্ধি
অকপটে কহিয়াছে রাঘবেন্দ্র রামে

স্বেচ্ছায় পুত্রশোক ধ'রেছি হৃদয়ে।
দাও দয়াময়! উত্তপ্ত পিতার বক্ষে
সুপুত্র তরণীরে তার। (লইয়া)
তরণী! তরণী! প্রাণাধিক! জলপিণ্ড স্থল!
বিভীষণের একমাত্র বংশধর তুমি,
অকালে চলিয়া গেলে পিতারে ফেলিয়া?
হায় না জানি সে অভাগী সরমা
কি করিবে তোমার অভাবে?

রাম। মিত্র! করেছ কি, করেছ কি ভাই?
কেন পূর্ব্বে পরিচয় নাহি দিলে মোরে
তরণী তোমার পুত্র।
তাহ'লে কি ঘটিত এ ঘোর সর্ব্বনাশ?
হায় মিত্র! এই ছিল তোমার অন্তরে?

(রোদন)

বিভী। অন্তর-দেবতা রাম।
জান তো এ অন্তরের কথা।
সব দিছি পদতলে তব আমার যা কিছু ছিল
আমিত্বও দিয়েছি তোমায়।
তাই আজ পুত্রে সমর্পিনু
রাখ রাম চরণে তোমার
তরণীর ছিন্নশির মোর।
তব পদে সমুদ্ভূতা পতিত পাবনী গঙ্গা

সেই গঙ্গা জন্মস্থানে
তরণীর ছিন্নশির করিনু প্রদান।
রাম! পুত্রে মোর করিও উদ্ধার।
(রামপদে মস্তক দান)

(সহসা গীতকণ্ঠে দেববালাগণের প্রবেশ)

গীত।

দেববালাগণ।—

ধরার কার্য্য হয়েছে শেষ
চল চল কুমার শান্তির দেশ ॥
গোলক আসনে নারায়ণ সনে
মিলিত হইয়া রহিবে বেশ ॥
আমরা গোলকবাসিনী,
ভক্ত সঙ্গ অভিলাষিনী
এস ভক্তবর, এস গুণাকর,
নিয়ে যেতে তোমা প্রভুর আদেশ ॥
(তরণীকে লইয়া প্রস্থান)

বিভী। ওই নিয়ে গেল জীবন কুমারে
এই দেখা শেষ দেখা। না—না
দেখিব আবার—আর একবার
কুমারের সেই চাঁদমুখ।

যেও না—দাঁড়াও, দেখাও তনয়ে।
তরণী! তরণী!

[বেগে প্রস্থান।

রাম। পুত্র শোকোন্মত্ত মিত্রে করিগে সান্ত্বনা।
ধন্য মিত্র তব স্বার্থত্যাগ
ধন্য তুমি সুবিশ্বাসী ধর্ম্ম পরায়ণ।
এই কীর্ত্তি তব চিরস্থায়ী ধরাধামে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যজ্ঞাগার

সম্মুখে প্রজ্বলিত হোমাগ্নি, পার্শ্বে পূজোপকরণ
ধ্যানমগ্ন ইন্দ্রজিত উপবিষ্ট দ্বারে
প্রহরীরূপে মহাদেব।

মহা। রাবণের ভক্তির শৃঙ্খলে
বাঁধা আমি গৌরীসহ লঙ্কাধাম মাঝে।
তাই আজি দ্বারীরূপে দাঁড়াইয়া
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার দ্বারে।
নিরাপদে ইন্দ্রজিতযজ্ঞ সমাপিলে
রামে জিনি লভিবে সুযশ।
পাছে বিঘ্ন কেহ ঘটায় সহসা
তাই দ্বার রক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত আমি।
ও কি! কার পদ শব্দ!
ওই যে দু'জন কারা আসিছে এ দিকে।
কে তোমরা?

(বিভীষণ সহ লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। দাসানুদাস আমি দেব
রামানুজ সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ,

সঙ্গে মিত্র বিভীষণ রাবণ কনিষ্ঠ।
প্রণিপাত লহ দোঁহাকার।

(উভয়ের প্রণাম)

মহা। স্বস্তি! স্বস্তি!!
কহ বৎস হেথা কেন আগমন?
কিবা প্রয়োজন—নীরব নিশীথে?

লক্ষ্মণ। প্রয়োজন প্রভু পদ পূজা।

মহা। আর কিছু নাই?

লক্ষ্মণ। আছে। শুনিলাম ইন্দ্রজিত
নিকুম্ভিলা যজ্ঞে ব্রতী এবে।
যজ্ঞ পূর্ণ হলে ব্রহ্মার আশীষে
অজেয় হইবে সে রণে।
তাই আসিয়াছি প্রভু!
বিঘ্ন ঘটাইতে তার যজ্ঞ সম্পাদনে।
দ্বারীরূপে দুয়ারে আপনি
দয়াদানে দ্বার ছেড়ে দিলে
হয় মোর উদ্দেশ্য পূরণ
দূর হয় দেবের দুর্গতি।
রামের আজ্ঞায় দেব কার্য্য তরে
শরণাগত শঙ্কর চরণে।
কিঙ্করে কি হবেনা করুনা
হবে না কি মায়ের উদ্ধার?

মহা। সুমিত্রা-নন্দন! এই অনুরোধ

নিতান্তই গর্হিত বচন।
রাবণের ভক্তি বাধ্য আমি
হিতার্থে তাহার দ্বারীরূপে যজ্ঞাগারে।
হেনকালে কোন মতে না পারিব
ত্যজিতে এ পুরদ্বার।
যাও ফিরে যাও, বাসনা না পূরিবে তোমার।

লক্ষ্মণ। শবাসনা প্রকৃতি যাঁহার
নিজে যিনি আশুতোষ
তাঁর কাছে বাসনা অপূর্ণ রবে?
বিশ্বব্যাপী কেন তবে শুভঙ্কর নাম?
শিবময় তুমি হে শঙ্কর!
জানি তাই, অশিব নাশিতে
আসিয়াছি চরণ সকাশে
চাহি মাত্র করুণা তোমার
প্রবেশিতে যজ্ঞের আগারে।

মহা। বার বার কেন ত্যক্ত কর?
ফিরে যাও, ছাড়িব না দ্বার।

লক্ষ্মণ। কিছুতেই ফিরিব না আর।
হয় ছাড় পুরদ্বার
নয় মোরে করহ সংহার
লুন্ঠিত চরণে তোমার।

(পদে পতন)

মহা। ওঠরে লক্ষ্মণ! ও কি কর তুমি?

তুমি যে অনন্ত দেব, রাম প্রভু মোর
পায়ে ধরা সাজে কি তোমার ?
ওঠ—বর লও, তুষ্ট তব প্রতি।

লক্ষ্মণ। বর যদি দেবে প্রভু ! এই বর দাও
জিনিয়া লঙ্কার রণ—
উদ্ধারিতে পারি যেন জননী জানকী।

মহা। তথাস্তু—তথাস্তু বৎস !
নির্ব্বিবাদে সীতা উদ্ধারিয়া
দেশে যাও যুগল ভ্রাতায়।
হ'য়েছ তো তুষ্ট তুমি ?
যাও তবে শিবিরে ফিরিয়া
যজ্ঞাগারে প্রবেশিতে পথ না চাহিও,
যাও ফিরে যাও—ফিরে যাও।

লক্ষ্মণ। কেমনে ফিরিব দেব !
পুরদ্বার না ছাড়িলে
মিথ্যা হবে তব দত্ত বর।
দিগম্বর ! সে বড় আক্ষেপ।

মহা। মোর বর মিথ্যা কেন হবে ?
সত্য সত্য নিশ্চয় ফলিবে।

লক্ষ্মণ। কেমনে হইবে সত্য ?
যজ্ঞপূর্ণ হ'লে কল্য রণে
ইন্দ্রজিত বধিবে মোদের।
কেমনে তাহ'লে হবে মায়ের উদ্ধার ?

তবে যদি ছাড় তুমি যজ্ঞাগার-দ্বার
পারি যদি প্রবেশিতে
হয় যদি ইন্দ্রজিত বধ
হয় তবে তব বাক্য সার্থক নিশ্চয়।

মহা। চক্রধারী-চক্রে হয় সৃষ্টি, স্থিতি, লয়
বুঝিলাম কর্ম্মদোষে মজিল রাবণ।
যাওরে লক্ষণ! রাম-কার্য্য করগে সাধন
ত্যজিলাম রাবণে এবার।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। (বিভীষণের নিকটে গিয়া) সার্থক সাধনা।

বিভী। প্রবেশ করহ যজ্ঞাগারে।

(উভয়ের প্রবেশ)

(গুপ্তদ্বারের পথ রোধ করিয়া বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের সম্মুখে সশস্ত্রে লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান)

লক্ষ্মণ। মেঘনাদ! চাহ আঁখি মেলি
দেখ, কে আমি সম্মুখে তোমার?

মেঘ। (সচকিতে)
ওই আহ্বানিছে মোরে ইষ্টদেব!
এসেছে ধ্যানের ধন সম্মুখে আমার
নেত্র মেলি করি দরশন
পবিত্র করিতে মোর রাক্ষস জীবন।

(দৃষ্টিপাত)

এ কি প্রভু! অদ্ভুত মূরতি?
কেন বা ছলনা এই কিঙ্করের সনে?
এসেছ যদ্যপি দেব, করুণা করিয়া
কেন এলে চিরবৈরী লক্ষ্মণের বেশে?
সম্বর সম্বর দেব! শত্রুর মূরতি।
নিজবেশে দেখা দিয়ে কর বর দান।

লক্ষ্মণ। উন্মাদের মত কি কহিছ ইন্দ্রজিত?
পারিলে না চিনিতে আমায়?
আমি নহি ইষ্টদেব তব.
আসি নাই বর দিয়ে অজেয় করিতে।
সত্যই রামানুজ লক্ষ্মণই আমি
অন্য কেহ নহে।
আসিয়াছে কৃতান্ত হইয়া
গুপ্তভাবে বধিতে তোমায়।

মেঘ। এখনো ছলনা, কৃপাময়?
লক্ষ্মণ সামান্য নর—
শঙ্কর-রক্ষিতে পুরে পারে কি পশিতে?
সুনিশ্চয় ইষ্টদেব মোর
এসেছেন লক্ষ্মণের বেশে।
প্রণমি শ্রীপদাম্বুজে সম্বর ছলনা।

(প্রণাম)

লক্ষ্মণ। ভ্রান্তমতি! আসন্ন মৃত্যু আমি তোর
আয় যুদ্ধে ব্রতী হ'। (শরক্ষেপোদ্যত)

মেঘ। (উঠিয়া) ষ্যাঁ—ষ্যাঁ! সত্যই লক্ষ্মণ তুমি?
তুমি হেথা আসিলে কিরূপে?

লক্ষ্মণ। স্তবে তুষ্ট করি মহেশ্বরে
পশিয়াছি যজ্ঞাগারে
ইন্দ্রজিত বধের কারণে।
বৃথা কালক্ষয়—মৃত্যুতরে হও রে প্রস্তুত।

মেঘ। সত্য যদি লক্ষ্মণ, এসেছ হেথায়
চাহ যদি করিতে সংহার মোরে
দাঁড়াও—অপেক্ষা করহ ক্ষণকাল।
অস্ত্র আনি আমি—যুদ্ধ কর,
বীর তুমি, বীরের নিয়ম ধর।

(গমনোদ্যত)

একি দৃশ্য! খুল্লতাতঃ? তুমি?
তুমি দাঁড়াইয়া রুদ্ধ করি গুপ্তদ্বার?
ছাড় পথ, অস্ত্র নিয়ে আসি
গুপ্তশত্রু লক্ষ্মণে বিনাশি।
একি! নতমুখে নিরুত্তর কেন?
ছাড় দ্বার খুল্লতাতঃ!
আমি সেই মেঘনাদ
স্নেহের তুলাল তব,—
পূর্ব্বস্মৃতি মনে করি
মৃত্যুমুখে নিপতিত আমি,

দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দাও
অস্ত্র নিয়ে বিনাশি বিপক্ষ।

বিভী। মেঘনাদ! বিক্রীত জীবন রামপদে মোর
রামকার্য্যে নিয়োজিত আমি
গুপ্তদ্বার ত্যজিতে নারিব।

মেঘ। খুল্লতাতঃ! তুমি কি সেই রাবণ অনুজ?
তত স্নেহ ছিল যারে, সব তা কৃত্রিম?
কেবা তব রাম, কোথা তার দেশ?
তার তরে ভ্রাতষ্পুত্রে করিবে বিনাশ?
মমতা কি হবে না পরাণে?

বিভী। (অধোমুখে)
মেঘনাদ! আর মোর নাহি সে পরাণ!
অগ্রজের পদাঘাতে হৃদয় আমার
স্নেহ, দয়া, মায়া শূন্য, শুষ্ক মরুভূমি।
প্রস্তরে গঠিত করি অন্তর আমার
পশিয়াছি পুরিমাঝে লক্ষ্মণের সহ।
আর বৃথা অনুরোধ, নাহি সে সময়,
কর্ত্তব্যের মধ্যপথে এসেছি পড়িয়া।
জেনো—আজ মৃত্যুদিন তব।

মেঘ। তবে ছাড়িবে না দ্বার।

বিভী। শত অনুরোধেও না।

মেঘ। পায়ে ধরি তব।

বিভী। বিফল মনোরথ—বৃথা সমুদয়।

অটল—অচল আমি
সরিব না একপদ।

মেঘ। কি সরিবে না ?
তবে দেখ তব কর্ম্মফল।
গুপ্তশত্রু! গৃহশত্রু!
(কোশা লইয়া প্রহারোদ্যত)

লক্ষ্মণ। (বাধা দিয়া) সাবধান!
সহ্য কর তীব্র শরানল।
ফুরাইল ভবলীলা তোর!
(উভয়ের যুদ্ধ)

মেঘ। (নিরস্ত্র হইয়া) লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
নিরস্ত্র আমায় ক'রো না বিনাশ
কাপুরুষ সম ক'রোনা সংহার।
বীরের মতন দাও জীবন ত্যজিতে।
অস্ত্র দাও—যুদ্ধ করি
দাও—দাও অস্ত্র দাও।

লক্ষ্মণ। এই যে দিচ্ছি। (শরাঘাত)

মেঘ। উঃ, বজ্রাধিক নির্ঘাত আঘাত!
গেল প্রাণ। বাবা! মা!

(পতন ও মৃত্যু)

লক্ষ্মণ ও বিভী। জয় শ্রীরামের জয়।
জয় রাঘবের জয়।

[প্রস্থান।

রাবণ। (প্রবেশ পথ হইতে)

অকস্মাৎ রাম জয়ধ্বনি
যজ্ঞাগার হ'তে উত্থিত হইয়া
নৈশ-নীরবতা ভাঙ্গিল সহসা।
বজ্রাঘাত সম পশিল শ্রবণ পথে
ভাবী অমঙ্গল ভয়ে এসেছি ছুটিয়া
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে জানিতে সংবাদ।
কৈ দ্বারে প্রভু মহেশ্বর কৈ!
একি! কে করিল দ্বার উদ্ঘাটন?
হায়—তবে বুঝি নাই ইন্দ্রজিত।
(প্রবেশ করিতে করিতে)
মেঘনাদ!
মেঘনাদ! জীবন নন্দন!
ওকি ও দৃশ্য ভয়াবহ।
শোণিত তরঙ্গ মাঝে কার ছিন্ন শির?
পুত্র! পুত্র! একি দশা তব?
কে বধিল তোমা হেন শূরে?
চতুর্দ্দশ বর্ষ নিদ্রাত্যাগী হ'য়ে
নারী মুখ না দেখিবে যে
সেই হবে সংহর্ত্তা তোমার?
হেন সংযত বীর কে সে?
রাম না লক্ষ্মণ? আহাহা।
শেষ বংশধর হারাইনু আজ

নির্ব্বংশ রাবণ এতদিনে।
কে করিল বংশ শূন্য মোর?
একলক্ষ পুত্র সওয়া লক্ষ নাতি
কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতি।
রাম লক্ষ্মণ মোরে নির্ব্বংশ করেছে।
সীতা উদ্ধারিতে রাম
পুত্রশোক কত দিল মোরে,
লব তার প্রতিশোধ বধিব সীতায়।
আয় পুত্র! স্কন্ধে ল'য়ে তোরে
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার করি আয়োজন।
তারপর অশোক কাননে পশি
ছিন্নশির করিয়া সীতারে
উপহার দিব রামে পাঠাইয়া।

(মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন।

(কুহক ও সূর্পণখার প্রবেশ)

কুহক। আজ এত স্ফূর্ত্তি কেন বল্ দেখি তোর। আর যে রাত জাগতে পারা যায় না। রাক্ষুসে প্রেমে প'ড়ে প্রাণটার দফা রফা হ'য়ে গেল দেখ্ছি।

সূর্প। আর ভয় নেই কুহক চাঁদ! এইবার আমরা নিরাপদ্। এদ্দিনে যুদ্ধের ল্যাঠা চুকে যাবে—দেশটা ঠাণ্ডা হবে।

কুহক। কি রকম?

সূর্প। দাদার বেটা সেই মেঘনাদ, যে একদিন ইন্দ্রকে যুদ্ধে হারিয়ে ছিল, যাকে ইন্দ্রজিত বলে, সেই কাল যুদ্ধে যাবে।

কুহক। তাতে একেবারে নিরাপদ ভাবলি কিসে?

সূর্প। তা বুঝি তুই শুনিস্ নেই? সেই বড় দাদার বড় বেটা মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করতে গেছে।

কুহক। তাতে কি হয়েছে?

সূর্প। সেই যজ্ঞি শেষ করতে পারলেই সে একেবারে অজর অমর। আর রামা লখার বাঁচন নেই।

কুহক। সংবাদটা শুভ বটে, কিন্তু যজ্ঞি পূর্ণ হ'লে তো?

সূর্প। সে ঠিক পূর্ণ হবে। ওরে কুহক! আজ তাতেই আমার এমন আমোদ। আয় একটু নেচে গেয়ে আনন্দ করি আয়।

গান।

[নৃত্যসহ]

সূর্প।— আহ্লাদে মোর ডগমগ প্রাণ।
কুহক।— তোর আমোদ দেখে, ওলো কুলোমুখী,
মনটা করছে যে আনচান॥
সূর্প।— এবার ঘুচবে আপদ বালাই,
থামবে দাঙ্গা লড়াই,
কুহক।— চল্‌না তবে দুজনে পালাই
ফুর্ত্তিতে বয়ে যাক্ উজান।

শূর্প।— আঁর যাঁব না কোঁথাও,
হেঁথা থেঁকে লুঁটব প্রেঁমের দাঁও,
কুহক।— সাধ থাকে প্রাণ বদলে নাও
দিয়ে প্রেমের প্রতিদান ॥

কুহক। এত আশা ভাল নয়, অধিক আশার পরিণামে হুতাশ।

শূর্প। যঁতক্ষণ শ্বাঁস, তঁতক্ষণ আঁশ।

কুহক। দেখিস্ যেন শেষে করতে হয় না হা হুতাস।

শূর্প। অঁনন্ত আঁমার প্রেঁম হঁ'তে চাঁয় নাঁ নাঁশ।

কুহক। গলায় বেধে গেলাম মারা প'ড়ে তোর প্রেমের শক্ত ফাঁস।

শূর্প। তুঁই ভাঁবিস্ কেঁন, এঁকটু খাঁনি হাঁস।

কুহক। হাসি আসে না মুখে, ভয়ে শুকিয়ে গেল বুক।

গান।

শূর্প।— [নৃত্যসহ]

কঁথা রাঁখ্ প্রাঁণের কুঁহক এঁকটু মুঁচকে হাঁস।

কুহক।— আমি তোর প্রেমের পোকা পায়ে দাসের দাস ॥

শূর্প।— আঁমি তোঁরে রেঁখেছি বুঁকে
ভেঁসেছি প্রেঁমজলে সুঁখে,

কুহক।— আমি বাঁধা তোর কাছে সদা
তুই প্রাণটা খুলে মোরে ভালবাস ॥

শূর্প।— তুঁই আমার মর্ত্তমান রম্ভা

কুহক। তোর নাকটা খেঁদা ঠ্যাং দুটো লম্বা

শূর্প।— ঢং দেখ না, কি চেহারা আথাম্বা

কুহক।—তবু তো আমার প্রেমে করিস্ হাঁস ফাঁস
প্রাণটা নিলি কেড়ে সুপী করলি আমার সর্ব্বনাশ ॥

নেপথ্যে নিকষা। স্থূর্পণখা।

স্থূর্প। ঐ বুঝি মা আসছে, তুই একটু গা ঢাকা দে।

কুহক। দেখো যেন মনে রেখো।

[প্রস্থান।

(নিকষার প্রবেশ)

নিকষা। (বৃদ্ধবৎ) সুপী! সর্ব্বনাশ হয়েছে মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

স্থূর্প। কি হয়েছে মা?

নিকষা। (বৃদ্ধবৎ) আমার বড় সাধের নাতি মেঘনাদ যুদ্ধে যাবে ব'লে নিকুম্ভিলা যজ্ঞি করছিল, কে তাকে সেই থানেই খুন ক'রে গেছে। আমার এত বড় বংশটা এতদিনে নির্ব্বংশ হ'ল। হায় হায়! কি কাল ডাকিনীই ঘরে আন্‌তে যুক্তি দিলি রাবণকে তুই অবাগীর বেটী। সেই সীতে ছুঁড়ী না এলে আমার সোণার রাজত্ব ভস্মে পরিণত হ'ত না। সীতে হ'তেই আমার সব গেল। হায়! হায়! হায়!

স্থূর্প। ওঁরে বাঁবা মেঁঘনাদ। কোঁথা গেঁলিরে বাঁবা? আঁমি যেঁ তোঁর বঁলেই বুক বেঁধে বঁসেছিঁলাম, সেঁ আঁশার মুঁখে আঁমার কুঁলোভরা ছাঁই পঁড়ল? মেঁঘু! বাঁবা আঁমার। এমন দুর্দ্দিনে ফেঁলে চঁলে গেঁলি? (রোদন)

নিকষা। (বৃদ্ধাবৎ) কাঁদিস্ নে সুপী! কাঁদিস্ নে। মন ভেঙ্গে যাবে—বুক দমে যাবে। প্রতিহিংসা জাগা, প্রতিশোধ নে। যার জন্যে এত আপদ—বিপদ্—ঝঞ্ঝাট, সেই সীতে ছুড়ীর চুল মুড়িয়ে গলায় কুলো বেঁধে উল্টো গাধায় চড়িয়ে সপাসপ বেত মার্। সে কাঁদ্‌বে—ধড়ফড়্ করবে, আমি দেখব—দেখে সব শোক ভুলে যাব। চল্ চল্ অশোক বনে যাই চল্।

সুর্প। তাই বেশ হবে মা। যেমন পাজী মাগী, আমিও তেমনি যাগী, যদি রাগি, সহজে না বাগি। এস তো দেখিগে সেই ডাইনীটাকে। আজ বেত মেরে মেরে লালে লাল ক'রে দোব—রক্ত গঙ্গা ছুটিয়ে দোব।

(উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অশোক কানন।

সীতাকে প্রহার করিতে করিতে চেড়ীগণের প্রবেশ।

চেড়ীগণ।—   [নৃত্যসহ]

গান।

আজ খুন করব সীতা তোরে।
চেড়ীদের বেতের ঘায় দেখি কে রক্ষা করে॥
যদি সাধ থাকে লো বাঁচতে,
তবে হবে রাবণে ভজতে,
নৈলে প্রহার, অবিরাম চল্‌বে দিন রাত ধ'রে॥
যদি হবি লো জগৎ ধন্যি
তবে হ' না এ রাজপুরের গিন্নী—
দোব সত্যপীরের সিন্নী মানৎ করলাম যোড় করে॥

(সরমার প্রবেশ)

সরমা। নিষ্ঠুরা চেড়ীগণ! তোরা করছিস্ কি? ঐ কোমলাঙ্গে কি এমনি ধারা বেত্রাঘাত ক'রে ক্ষত বিক্ষত করতে আছে? এমন স্বর্ণবর্ণা সুকোমল প্রাণা সীতা সতীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার করতে কি তোদের ঐ পাষাণ প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়া হচ্ছে না? কি আর বলব? যদি আমার বল্‌বার উপায় থাকত, শাসনের হাত থাকৃত, তাহ'লে দেখতে পেতিস্ রাক্ষসীরা এই অবৈধ সতী নিপীড়নের কি দণ্ডবিধি। সে উপায় নাই, তাই তোদের রক্ষা। এখন আমার আদেশ, তোরা সত্বর এ স্থান হ'তে প্রস্থান কর্।

(চেড়ীগণের প্রস্থান।)

সীতা। সখি! আজ ক'দিন হ'তে তোমাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন? যেন কোন একটা মহাকষ্টকে চেপে রেখে তুমি শুষ্ক হাসি হেসে দিন কাটাচ্ছ। এই স্নেহরসহীন রক্ষপুরে আমার সহায় স্বরূপিণী তুমি, তোমার সহসা এ ভাবান্তর ঘটল কেন, বল না, সখি?

সরমা। সখি! সে কথা আর শুনতে হবে না। বনে দাবানল প্রজ্বলিত হ'লে অরণ্যবাসী সকল প্রাণীই বিপন্ন বিমর্ষ হয়। লঙ্কায়ও তেমনি ভীষণ সমরানল জ্ব'লে উঠে লঙ্কার অধিবাসী মাত্রেই বিদগ্ধ করবার প্রয়াস পাচ্ছে। আমিও সে বহ্নির প্রবল দাহন জ্বালায় বঞ্চিত হই নাই সখি! স্বামী পরিত্যক্তা অভাগী আমি, সম্বল ছিল মাত্র একটী পুত্র, তাকে রামের সমরে বিসর্জ্জন দিয়ে পুত্র শোকে ম্রিয়মাণা হয়েছি, তাই এ ভাবান্তর।

সীতা। তোমার পুত্রকে তুমি রণে যেতে দিয়ে ভাল কর নাই।

সরমা। ভাল মন্দ বিচারের অবসর পাই নাই আর প্রয়োজনও মনে করি নাই। স্বামী রামের সেবায় নিয়োজিত, আমি রাম পত্নীর দাসী পণায় নিযুক্তা, তাই পুত্রকে পাঠিয়েছিলাম রামের রণে তাঁর কার্য্য সাধনের জন্য। অন্নদাতা রাজার হিতাকাঙ্ক্ষায়—রাজ্যবাসী প্রজা পুঞ্জের কল্যাণ প্রত্যাশায় পুত্র গিয়েছিল যুদ্ধে, কিন্তু দুর্ভাগিনী নারী আমি, আর সে রত্ন ফিরে পেলাম না। ভগবানের দত্ত দান—তাঁরই প্রদত্ত আশীষ-নির্ম্মাল্য তিনিই গ্রহণ করেছেন। 'এই ভেবে দুঃখ কষ্ট মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না সখি! দুর্দ্দমণীয় পুত্র শোক সংযত করতে অসমর্থ হ'য়ে পড়েছি।

সীতা। হবারই কথা। পুত্র যে কি ধন, তার অদর্শন বা মরণ যে কত মর্ম্মভেদী দুঃখ যন্ত্রণাদায়ক, যার ঘটেছে সে তা জানে; অন্যে উপলব্ধি করতে পারে না।

সরমা। যুদ্ধের সমাচার শুনেছ সখি?

সীতা। কৈ, না। যুদ্ধের বিলম্ব কত দিন আর, সখি?

সরমা। প্রায় শেষ। সব গেছে বাকী কেবল মহারাজ।

সীতা। রাজা বোধ হয় আজ যুদ্ধে যাবেন?

সরমা। না, আজ হ'তে সপ্তাহকাল যুদ্ধ স্থগিত থাক্‌বে।

সীতা। কেন? কারণ?

সরমা। মেঘনাদ নামে মহারাজের এক ইন্দ্রজয়ী পুত্র ব্রহ্মার বরে বরদত্ত—তেজীয়ান ছিল। যুদ্ধে যাবার জন্য গত রাত্রে সে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্ট পূজায় নিযুক্ত হ'লে শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাকি তাকে হত্যা ক'রে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য সখি। ইন্দ্রজিতকে বধ করতে হ'লে চতুর্দ্দশ বর্ষ নিদ্রা, আহার এবং নারীমুখ দর্শনে বিরত থাকতে হবে।

লক্ষণ কি তা করতে পেরেছে ? সে কি চৌদ্দ বৎসর নিদ্রা যায় নি, খায় নি, তোমার সঙ্গে থেকেও তোমার মুখাবলোকন করে নাই ?

(রাবণকে ধরিয়া মন্দোদরীর প্রবেশ)

রাবণ। (প্রবেশ পথ হইতে)

ছাড় রাণী ! ছাড়মোর করদ্বয়
করিব সংহার আজ সীতা পাপিনীরে।
যার তরে ভস্ম হ'ল সোণার নগরী
যার তরে নির্ব্বংশ রাবণ
আজি তারে করিব সংহার
দিওনা দিওনা বাধা, ছাড় হস্ত মোর।
(হস্ত ছাড়াইবার চেষ্টা)

মন্দো। স্থির হও মহারাজ !
নারীহত্যা মহাপাপে কেন লিপ্ত হবে ?
অবলা দুর্ব্বলা নারী তার প্রতি কেন
বীর হ'য়ে করিবে হে হেন অত্যাচার ?
সামান্য রমণী মনে ভাবিও না সীতা
সীতা আদ্যা সনাতনী কমলারূপিণী
আকর্ষিয়া-কমলার কেশ
পুত্র পৌত্র হয়েছে নিঃশেষ ;
আর কেন নারী বধ করি
নিজেও মজিবে রাজা নিজ কর্ম্ম দোষে।

রাবণ। মজি যদি কর্ম্মদোষে
মরি যদি প্রাণে, কোন ক্ষতি নাই ;

সীতা বধ করিব নিশ্চয়।
সীতাই আমার যত অনর্থের হেতু
সীতার কারণে মোর এই সর্ব্বনাশ,
সীতা নাশ—সীতা নাশ—বিধেয় আমার।
সীতারে লঙ্কায় আনি
নাশিলাম বংশধর গণে,
এইবার বধিয়া তাহারে
নিজেও মরিব আমি।
রাখ কথা, ছাড় কর দ্বয়
করিও না এই অনুরোধ
সীতা হত্যা প্রতিজ্ঞা আমার
হত্যা—হত্যা মূলমন্ত্র মোর,
হত্যা আজ প্রতিজ্ঞা আমার,
হত্যা স্রোতে দিব সন্তরণ,
পুত্রশোক হবে নিবারণ।

মন্দো। নারীবধে পুত্রশোক যাবে
কিন্তু স্ত্রীহত্যার পাপে পাপী হবে।
নারীহত্যা পরিণামে দেহ অবসানে
অনন্ত নরক জ্বালা হইবে সহিতে।

রাবণ। পুত্র শোক পৌত্রশোক চেয়ে
নরক যন্ত্রণা কভু নহে ক্লেশকর।
এ যাতনাময় প্রাণ হ'ক্ বিসর্জ্জন,
চাহি না রাখিতে এই সন্তপ্ত জীবন

সঙ্কল্প আমার শুধু মরণ কারণ
সীতানাশ প্রতিহিংসা করিব গ্রহণ।
(সবলে হস্ত ছাড়াইয়া সীতার নিকটে গেলেন)
সীতে! কালবিষধরী! কুলক্ষণা নারী!
আজ তোর নাম লোপ রাবণের করে।
সুশাণিত এই মোর ভীম তরবারি
সবেগে উত্থিত, তব শির করিতে কর্ত্তন।
(অসি উত্তোলন)

মন্দো। [দ্রুতগিয়া পশ্চাৎদিক হইতে পুনঃ অস্ত্র ধরিলেন]
বিপদে অধৈর্য্য হয় কাপুরুষ যারা
বীর নাহি হয় বিচলিত
কর্ম্ম ক'রে বিপদ্ খণ্ডিতে।
সীতা নারী তাহে তোমার আশ্রয়ে
তারে হত্যা করা পুরুষত্ব নয়
বীরের গৌরব কিংবা পৌরুষত্ব নয়।
অনর্থক কলঙ্ক অর্জ্জন
অকারণ পাপে লিপ্ত হওয়া।
তার চেয়ে প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ
সীতার মরণবার্ত্তা জানাইতে রামে,
মায়াসীতা বধ কর রণস্থলে গিয়া।
সপ্তাহ পূর্ণ হ'লে ছলে কি কৌশলে
বিতাড়িত কিংবা পরাজিত কর বৈরী।
মায়াসীতা বধ হ'লে স্বকার্য্য সাধন হবে।

রাবণ। মন্দ নহে মন্দোদরী ! শুভঙ্করী এ যুক্তি তোমার।
তাই—তাই—হবে।
মায়াসীতা করিব বিনাশ
রামে বা লক্ষ্মণে করিব নিরাশ
হত্যা—হত্যা—সীতা হত্যা সার
সীতা বধ বিনা আর না দেখি নিস্তার।
সীতার কারণ এই ঘোর রণ,
সীতার মরণ হেরে যদি রাম
অকারণ ভাবি ত্যজিবে সমর।
তাই হবে—তাই যাব,
মায়াসীতা বধ করিব সমরে।
রাম ! এইবার শেষবার—
উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত আমি হত্যা বুঝি সার
হত্যাস্রোতে বহাইব অনন্ত পাথার।
হাঃ হাঃ হাঃ !

[বেগে প্রস্থান।

মন্দো। উন্মাদনা বশে রাজা, বিভ্রান্ত এখন
দেখি কোথা করিল গমন।
সরমে ! ভগিনি ! সীতার সমস্ত ভার তোমার উপর।

[প্রস্থান।

সরমা। এস সখি ! লতা কুঞ্জে যাই।

[সীতাকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্মশান।

[প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে ইন্দ্রজিতের চন্দন
মাখান মৃতদেহ]

(গঙ্গাপুত্রগণের প্রবেশ)

গীত।

সকলে। [নৃত্যসহ]

গাঁজাতে ক'সে লাগাও দম্!
নেশার চোটে প্রাণটায় হ'ক্ আনন্দ হরদম ॥
এলে মড়া, হ'য়ে কড়া আদায় করি কড়ি,
ফেলে জ্বলন্ত চিতায়, ফাটাই মাথায়,
বংশদণ্ড মারি ধমাধম্ ॥

(প্রমীলার প্রবেশ)

প্রমীলা। আজ আমি স্বামী সনে হব সহমৃতা।
জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিব বিসর্জ্জন
পতি বিনা এ জীবনে কিবা প্রয়োজন।
গঙ্গাপুত্রগণ! শবদাহের কর আয়োজন।
তুলে দাও পতিরে আমার
প্রজ্জ্বলিত চিতানল পরে।

প্রস্তুত হয়েছি আমি
জীবন্তে জীবন ত্যাগে স্বামীর সহিত ?
কাল ব'য়ে যায় বৃথা করোনা বিলম্ব,
শেষ কর কর্ত্তব্য সবার।

(গঙ্গাপুত্রগণ চিতায় ইন্দ্রজিতের মৃতদেহ তুলিয়া দিল)

গীত।

প্রমীলা।

হে প্রাণেশ্বর ! সঙ্গে লহ এ চিরদাসীরে।
পতি পদরজঃ আশীষ পশরা ধরিনু সাদরে শিরে ॥
আমার সর্ব্বস্ব দেবতা তুমি প্রিয়তম,
তোমার সহবাসে জ্বালা উপশম,
তোমার বিরহ, অতীব দুঃসহ অসহ বিষম
আমায় দিও স্থান তব চরণোপরে ॥

[চিতায় পতন।

(উদ্‌ভ্রান্ত রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। ওই চিতা জ্বলে ধূ ধূ ধূ !
ওই বহ্নিমাঝে লঙ্কার গৌরব
রাবণের নির্ভয় আশ্রয়
ইন্দ্রজয়ী পুত্র মেঘনাদ
পত্নীসহ হইতেছে দাহ,
ক্ষণপরে ভস্ম হ'য়ে যাবে।
কোন চিহ্ন না রহিবে,
ভস্মস্তূপ রবে মাত্র
রাবণের কর্ম্ম নিদর্শন।

যাক্—যাক্—সব যাক্
পুত্র যাক্ পৌত্র যাক, যাক্ পুত্রবধূ
ভ্রাতা যাক্, আত্মীয় কুটম্ব যাক্
যে যেথানে আছে বলিতে আপন মোর
যেবা আছে রাবণের বিপদে বান্ধব
অকালে সহায় যারা, সব যাক্ তারা।
কাহারেও নাহি চাই, একা মাত্র আমি
শেষ দেখা দেখিব এবার।
ইন্দ্রজিত বধ করি
ভাঙ্গিয়াছ রাবণের বজ্র বক্ষঃস্থল,
জ্বালিয়া দিয়াছ প্রাণে ঈর্ষার অনল,
লব প্রতিশোধ, করিব বিনাশ তোমা'
ধ্বংস করি কপিকুল সহ।
রে লক্ষ্মণ! পুত্রহন্তা দুরাচার!
আগামী সমরে তোরে করিব সংহার
নাহি পাবি অব্যাহতি রাবণের কোপে
হত্যা—হত্যা—এবে সম্বল আমার
হত্যাস্রোতে ভাসাইব ধরা
হত্যা বিনা অন্য কার্য্য নাই
হত্যা—হত্যা—হত্যা! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

(বেগে প্রস্থান।

গীত।

গঙ্গাপুত্রগণ।

দে রে চিতায় জল।
পৃথিবী বক্ষঃ হ'ক্ সুশীতল ॥
দগ্ধ হইল যুবক যুবতী,
পুত্রশোকে রাজা মত্ত অতি,
এস ঘরে যাই, মোরা দ্রুতগতি
নির্ব্বাপিত করি চিতানল ॥
এবার বাড়িল বিষম শঙ্কা
রাজার করমে মজিল পাপে এমন কনক লঙ্কা
বিমান ভেদিয়া উচ্চরবে বাজিছে শত্রু ডঙ্কা
গাহিছে সবে, মহোৎসবে জয় রাম নাম কেবল ॥

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রামের শিবির।

(সচিন্তিত রামের প্রবেশ)

রাম। তিন দিন শুভদিন জীবনে আমার।
একদিন মনোরঙ্গে,
বিশ্বামিত্র মুনি সঙ্গে
যজ্ঞ-বিঘ্ন নিশাচর করিনু সংহার।

মিথিলা প্রবেশ করি
ঋষি-আজ্ঞা শিরে ধরি
ভাঙ্গিলাম হরধনু ভীষণ আকার।
জনক-দুহিতা সীতা
রূপে গুণে বিভূষিতা
বরিলেন সতীরত্ন পতিত্বে যে দিন
সেই একদিন গেছে সুখের সে দিন।

আর একদিন পিতা রাজ্য দান আশে
করিলেন অধিবাস
কিন্তু বেঁধে সত্য-পাশ
মধ্যমা জননী পাঠাইল বনবাসে।
অধিবাসে বনবাস
পুরবাসী হতাশ্বাস
হাহাকার উঠিল যে নিশা অবসানে।
কিন্তু তাহে মোর চিত,
কিছু নহে বিচলিত
পালিতে পিতার সত্য প্রফুল্ল পরাণে—
পট্টবাস পরিহরি
বল্কল—বসন পরি
ধরিলাম শিরে জটা বসন অজিন
সেই একদিন গেছে সুখের সে দিন।
আর একদিন কল্য রাক্ষসের রণে

হয়েছিল শ্রীলক্ষ্মণ,
শক্তিশেলে অচেতন,
জীবনের আশা মাত্র ছিল না এ মনে,
ঔষধ আনিয়া হনু,
বাঁচাইল মৃত তনু,
পলকে লভিল ভাই জীবন নবীন
এই একদিন গেল সুখের এ দিন ;
মানব জীবন হয়,
সুখ, দুঃখ ক্রীড়াময়,
অভাব-ভাবের স্রোতে ভাসি অনিবার
তিনদিন শুভদিন জীবনে আমার।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। মিত্রবর! কি ভাবিছ হেথা ?
রাবণের শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণে
বাঁচাইল হনুমান বীর
গন্ধমাদন সহ আনিয়া সে বিশাল্যকরণী।
সতীর মস্তকছেদ করেছিল তোমার সম্মুখে
লঙ্কাপতি রাজা দশানন।
নহে সে প্রকৃত সীতা, মায়া সীতা তাহা,
ত্রিজটা রাক্ষসী মায়া সীতা রূপে
ছিন্নশির দশানন করে।
মরে নাই জানকী জননী

বিশ্বস্ত রূপেতে আমি
পাইয়াছি এই সমাচার।

রাম। মিত্র ! কি বলিলে ভাই ?
মরে নাই, বেঁচে আছে সীতা।
রাবণের করে হত মায়াসীতা সেই ?
সত্য যদি হয় তাই
তবে ওহে মিত্রবর, সীতার উদ্ধার চাই।
বল কি উপায়ে সাধিব সে কাজ
কেমনে ফিরিয়া পাব অর্দ্ধাঙ্গিনী সীতা
কেমনে করিব বধ দুরন্ত রাবণে ?

বিভী। মৃত্যুশরে মরিবে রাবণ।
আছে সেই মৃত্যুশর স্তম্ভের ভিতরে
কৌশলে আনিতে হবে তাহা
সেই বাণে মরিবে রাবণ।
কিন্তু এক কথা মিত্রবর,
শিব দুর্গা রাবণে সহায়।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পশি
শঙ্করে সন্তুষ্ট করি লক্ষ্মণ ধীমান
প্রবেশিল যজ্ঞাগারে।
আশুতোষ তব প্রতি হইয়া সন্তোষ
পরিত্যাগ করেছেন রাজা দশাননে।
এবে জগন্মাতার আশ্রিত রাবণ।
মায়ে যদি পার তুষিবারে,

পাও যদি পার্ব্বতীর বর,
তবে হবে রাবণ সংহার সহজ—সুসাধ্য
তা' না হ'লে আর কোন দেখি না উপায়।

রাম। কিরূপে সে জগজ্জননী মায়ে
তুষিব মানসে, কহ মিত্রবর ?
কেমনে পাইব দয়া তাঁর ?

বিভী। অকালে বোধন করি জাগাও মায়েরে।
দুর্গোৎসব কর এ শরতে
পূজায় তুষিতে মায়ে
অষ্টোত্তর শত নীল পদ্ম
দাও আনি দেবীর চরণে।
ত্রিকালজ্ঞ বিপ্রে আনি কর দেবী পূজা
পূরিবে অবশ্য তব সকল বাসনা।

রাম। অকাল বোধনে করিব হে দুর্গাপূজা
এক শত অষ্ট নীল পদ্ম দান করি।
কিন্তু কে আনিবে নীল শতদল ?

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনু। নীলপদ্ম তরে প্রভু কোন চিন্তা নাই
আমি এনে দিব তোমা নীল শতদল
পূজিবারে জননী চরণ।

রাম। সন্তুষ্ট হলাম হনুমান !
পদ্ম আনিবার তরে হওরে প্রস্তুত।
কহ মিত্র ! ত্রিকালজ্ঞ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ

কেবা আছে লঙ্কাধামে ?
কাহারে বা পৌরহিত্যে করিব বরণ ?

বিভী। ত্রিকালজ্ঞ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ
লঙ্কাধামে একমাত্র রাজা দশানন।
তাঁহারেই পৌরহিত্যে হইবে বরিতে

রাম। রাবণবধের তরে যেই দুর্গাপূজা
সে পূজায় পুরোহিত হবে কি রাবণ ?

বিভী। নিশ্চয় হইবে।
রাবণ নহে ত সখা অন্যায়ের পক্ষ
ন্যায়—ধর্ম্ম—রাজনীতি বিদিত তাঁহার।
পৌরহিত্যে বরিতে তাঁহারে
পত্র লিখি পাঠাও লক্ষ্মণে।

রাম। তাহ'লে কি আসিবে রাবণ ?

বিভী। অবশ্যই আসিবেন তিনি।
চল যাই লক্ষ্মণের কাছে
পাঠাইতে রাবণ সভায় ;
লিখিবে হে লিপি তুমি
সমাদরে করিয়া আহ্বান।

রাম। হনুমান ! কর পদ্ম আয়োজন
প্রত্যুষেই হবে দুর্গা পূজা।
এস মিত্রবর ! [বিভীষণ সহ প্রস্থান।

হনু। জয় রাম ! ভরসা তোমার !
তব আশীর্ব্বাদে আনিব সে নীল শতদল।
(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—রাজসভা।

(রাবণের প্রবেশ।)

রাবণ। একে একে সব গেল লঙ্কাবাসী বীর
বাকী মাত্র দশানন কাল ধূমকেতু।
আমার জীবন নাশে বিজিত শ্রীরাম
উদ্ধার করিবে তার পত্নী জানকীরে।
সে দিনের কত দিন বাকী ?
পার হ'তে ভব-সিন্ধু বারি
রামপদ তরী আশ্রয় করিয়া
পাঠাইনু ক্রমে ক্রমে রক্ষঃবীরগণে।
আত্মার সদ্গতি করি রাম হস্তে মরি
গেছে সবে পূতঃ শান্তিলোকে।
এইবার পারের সময় মোর।
রাম ! দয়াময় ! কর পার পাতকী রাবণে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। অভিবাদন রক্ষোনাথ !
রাবণ। কি সংবাদ প্রতিহারী ?

প্রতি। রামানুজ লক্ষ্মণ দ্বারদেশে সমাগত
দর্শন প্রত্যাশী তব,
শ্রীরামের পত্র বহ-রূপে
কি আদেশ, রক্ষোরাজ !

রাবণ। পত্রবহি যদি এসেছে লক্ষ্মণ
ল'য়ে এস সভায় সত্বর।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

বুঝিতে পারি না কিছু
কেন আসে লক্ষ্মণ মম সন্নিধানে
শ্রীরামের লিপি বহন করিয়া ?
তবে কি রাম অন্তর্যামী
পেরেছে বুঝিতে মোর অন্তরের ভাব ?
তাই সন্ধি তরে পত্রিকা প্রেরণ ?
তা যদি হয়, তাহ'লে ত অনুপায় মোর।
না—না, শত্রুভাবে বীরাচারে পুরাব সাধনা।

(প্রতিহারী সহ লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। লহ রাজা, প্রীতি অভিবাদন।

(তথাকরণ)

রাবণ। প্রতিদান লহ বীর, প্রীতি আপ্যায়ন। (অভিবাদন)
বীর তুমি, রামানুজ ! কহ শুনি
রাবণের শক্তিশেল মুখে
কিরূপে বাঁচিলে প্রাণে ?

লক্ষণ। অসম্ভব সে বারতা রক্ষঃকুল চূড়া।
দৈববলে বাঁচিয়াছি তব শক্তিশেলে।
গন্ধমাদন গিরি হ'তে বিশল্যকরণী
আনি হনু, জিয়াইল মোর মৃততনু,
আরো আশ্চর্য্য রক্ষোনাথ!
হনুর কুক্ষিতে চাপা ছিল ভানু!
জ্ঞান লাভ হইল যখন
প্রহর অতীত প্রায়।

রাবণ। সত্যই দৈববল! তা' না হ'লে
উদয়াচলে তরুণ অরুণে
পারে কি আবৃত করি রাখিতে কখন
বনের বানরে। সত্য দৈব কৃপা!
যাক্, কহ শুনি কেন আগমন?

লক্ষণ। আসিয়াছি অগ্রজ আদেশে
পত্র ল'য়ে তব সন্নিধানে।
এই লিপি করিলে পঠন
জানিতে পারিবে রাজা, রামের মন্তব্য। (পত্রদান)

রাবণ। (পত্র পাঠ করিয়া)
বুঝিলাম লক্ষ্মণ ধীমান!
অকাল বোধনে দুর্গাপূজা
বাসনা রামের মনে,
পৌরহিত্যে বরিবেন মোরে।

লক্ষ্মণ। হাঁ প্রিয়বর!

ত্রিকালজ্ঞ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ
লঙ্কাধামে রাজা দশানন,
তাই মোরা করেছি মনন
পুরোহিত পদে তোমা' করিতে বরণ।

রাবণ। জানিতে বাসনা মোর, একটী বারতা।
কি কারণে দুর্গাপূজা অকাল বোধনে
পার কি বলিতে তুমি বীরেন্দ্র লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। শুনিয়াছি অগ্রজের মুখে
রাবণবধের তরে অকালবোধন।

রাবণ। মন্ত্রণা দিয়েছে বুঝি মিত্র বিভীষণ ?

লক্ষ্মণ। তাঁরই মন্ত্রণা ল'য়ে করি মোরা রণ।

রাবণ। তবে হে লক্ষ্মণ ! যাইবে রাবণ,
রামের দুর্গোৎসবে পুরোহিত হ'য়ে
রাবণবধের পন্থা করে দিতে রামে
ব'লো তব গ্রজেরে
আমি তাঁর অভীষ্ট পুরা'ব যেইরূপ
তদ্রূপ তিনিও যেন দক্ষিণা প্রদানি
মোর মনোভীষ্ট পূর্ণ ক'রে দেন।

লক্ষ্মণ। যেতে হ'লে এখনি যাইতে হয়
আজ অধিবাস।

রাবণ। তবে আজই—এখনই যাব,
দেখুক জগৎ রাবণের সৌভাগ্য কেমন ?

——— (উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামের আশ্রম।

সম্মুখে দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি, পুরোহিতরূপে রাবণ যথাবিহিত নিয়মে মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ পূজা করিলেন, দেবীর পাদপদ্মে পদ্ম দিবার জন্য মন্ত্র পাঠ করতঃ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সমর্পিত হইতেছে হনুমান, জাম্ববান, বিভীষণ, অঙ্গদ সুগ্রীব ও অন্যান্য বানর ভল্লুকগণের অবস্থান।

রাবণ। চন্দনের সমালিপ্তে কুমকুমেন বিলাপিতে-ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ।

রাম। (মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর পাদপদ্মে নীলপদ্ম দান ক্রমে ক্রমে পদ্মলাক্ষ হইল)।

রাবণ। চন্দ্রসেন সমালিপ্তে।

রাম। আর তো পদ্ম নাই?

রাবণ। সে কি? তবে যে বল্‌লেন একজাত অষ্ট কমলই আনীত হয়েছে। একটী পদ্ম কম হবার কারণ কি?

রাম। হনুমান!

হনু। (করযোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) প্রভু! আমি বেশগণনা ক'রে একশ' আট পদ্ম এনেছি।

রাম। বুঝেছি, যাক; (রাবণকে) আচ্ছা প্রভু! একটী নীল কমলের পরিবর্ত্তে আমার একটী চক্ষু উৎপাটন ক'রে পুষ্পাঞ্জলি দিলে হবে না?

রাবণ। হাঁ রাম? তাই করতে হবে, নতুবা একটী পদ্মের জন্ত তোমার আশা পূর্ণ হবে না—সব আয়োজন পণ্ড হবে, রাবণও বধ হবে না। পুরোহিতের কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে হিতসাধন করা। তাই রাম! তোমায় বল্‌ছি—যদি রাবণ বধ করতে চাও, তবে পূজা কর, আমার চক্ষু, উৎপাটন ক'রে অঞ্জলি দাও?

রাম। পুরোহিতের আদেশ প্রতিপালনে এই আমি শরের দ্বারা আমার চক্ষু উৎপাটিত ক'রে নীলপদ্মের অভাব পূর্ণ করি। জয় মা দুর্গে। জয় মা দুর্গে! জয় মা দুর্গে! (চক্ষু তুলিতে উদ্যত)

(সহসা প্রতিমা হইতে অভয়বাণী হইল।)

দুর্গা প্রতিমা। ক্ষান্ত হও ভক্তরাম!
নীলপদ্ম অষ্টোত্তর শত
পাইয়াছি আমি, পূজা পূর্ণ তব।
কেবল পরীক্ষার তরে একটী কমল
রেখেছিনু কৌশলে লুকা'য়ে।
পরীক্ষা উত্তীর্ণ শ্রীরাম!
পূজা পূর্ণ, পূর্ণ হবে তোমার বাসনা।

রাবণ। ধন্ত রাম! ভাগ্যবান্ তুমি
তুষ্টা দেবী তোমার উপরে
পূজা পূর্ণ অব রাম!
বিদায় সম্প্রতি আমি,
আশীর্ব্বাদ করি কায়মনে
নিরাপদে কর তুমি রাবণ সংহার।

রাম। পূজার দক্ষিণা প্রভু!

রাবণ। আজ থাক্ পূজার দক্ষিণা
লব সেইদিন, যে দিন দক্ষিণে যাব।
আসি রাম! আসি বিভীষণ—

বিভী। দাদা! দাদা!

রাবণ। (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) মায়াবদ্ধ জীব!
আবার মমতা কেন?
থাক তুমি বদ্ধ এ সংসারে
মুক্ত-ক্ষেত্রে মোরা গিয়ে করিব ভ্রমণ।
গিয়েছে অন্যান্য সবে, বাকী মাত্র আমি।
জয় রাম! তোমারি ভরসা।

[প্রস্থান।

রাম। রাবণ সামান্য নহে মহাত্মা প্রধান,
রাবণ রাক্ষস নহে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
ভগবান্! মঙ্গল ক'রো রাবণের।
মিত্রবর! এইবার—

বিভী। দশমীর কার্য্য শেষ
প্রতিমার হ'ক্ নিরঞ্জন।

[বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রতিমা লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দোদরীর কক্ষ।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। (স্বগত) হায়রে!
কালের গতি কে পারে রোধিতে!
শুনিলাম জনরবে
অকাল বোধনে রাম করে দুর্গা পূজা
পুরোহিত হ'য়ে সেথা গিয়েছে সম্রাট।
না জানি কেমন আছেন তিনি?
পাঁচ দিন গত, আজ ছয় দিন
কল্য হ'তে হবে পুনঃ রাম সহ রণ।
সেই রামের পূজা করিতে সম্পূর্ণ
নিজের মৃত্যুর পথ দেখাইতে রামে
কেন মতি হ'ল তাঁর?
বুঝিলাম ব্রহ্মশাপে ধ্বংস রক্ষোবংশ।

(পুরোহিতবেশে হনুমানের প্রবেশ)

হনু। জয় হ'ক্ মা! রক্ষোরাণি!

মন্দো। আর জয় কোথা বাবা!
নির্ব্বংশ বিশাল বংশ মোর।

হনু। আছে পতি দশানন অজর—অমর।
তাঁর জয় নিশ্চয় হইবে।

মন্দো। সে আশাও নাই।
শ্রীরামের অকাল বোধনে
গিয়েছেন পুরোহিত হ'য়ে নিজে
নিজের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করিতে।

হনু। রাবণ যদ্যপি পারে পুরোহিত হ'য়ে
রামের দুর্গোৎসব করিয়া সমাধা
বিজয়ী করিতে তারে,
তবে আমি পারিব না
রাবণেরে অক্ষয় করিতে।
কে বলেছে? ছাড় মা সন্দেহ।
কর পূজার আয়োজন
মৃত্যুশর-স্তম্ভতল কর পরিষ্কার,
পূজি আমি মৃত্যুশরে
অজেয়—অক্ষয় করি রাখিব রাবণে!
দেখি কার সাধ্য বধ করে মোর যজমানে?
দেখি ব্রহ্মতেজে পারি কিনা রাবণে রক্ষিতে?
যাও মা, বিলম্ব কেন? আয়োজন কর।

মন্দো। যাই বাবা! অগ্রে স্তম্ভতলে দিই পূতঃ-বারি
তারপর উপচার দিতেছি আনিয়া।

(স্তম্ভ পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানে আসন দিলেন)

হনু। যাও মা সত্বর সময় অতীত প্রায়।

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

হনু। এইবার—এইবার মাহেন্দ্র সুযোগ
এইবার পুরাব উদ্দেশ্য।
ভীম পদাঘাতে স্তম্ভ ভঙ্গ করি
মৃত্যুশর ল'য়ে করি পলায়ন।
জয় রাম! জয় সীতারাম!

(পদাঘাতে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিল)

[বাণ লইয়া প্রস্থান।

(সহসা সরমার প্রবেশ)

সরমা। একি হ'ল সহসা এমন শব্দ হ'ল কেন?

(বেগে মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। ভগ্নি! ভগ্নি! ঐ মুখপোড়া হনুমান, ঐ তার হাতে স্বামীর মৃত্যুশর! হা অদৃষ্ট! (মুর্চ্ছা)

সরমা। সর্ব্বনাশ! হনুমান স্তম্ভ ভঙ্গ ক'রে মৃত্যুশর নিয়ে গেল, তাই এরূপ ভীষণ শব্দ—স্তম্ভ ভঙ্গের। বুঝ্‌লাম এইবার নারায়ণ রক্ষোকুলের সদগতি বিধান ক'রে আমার সখীকে নিয়ে চলে যাবে। দিদি! দিদি!

মন্দো। (উঠিয়া) য়্যাঁ—য়্যাঁ—ঐ—ঐ, কি—কোথায়? উঃ, বড় ভয়! বড় ভয়! (জড়াইয়া ধরিল)

সরমা। শুশ্রূষার প্রয়োজন, কক্ষান্তরে চল দিদি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল

যুদ্ধ করিতে করিতে অঙ্গদ ও রাবণের প্রবেশ,
অঙ্গদের পলায়ন।

রাবণ। যাও ভীরু! প্রাণ ল'য়ে কর পলায়ন
হেন হীনবীর্য্য সনে বীর দশানন
বাসনা করে না কভু করিবারে রণ।
প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা চাই আমি
কৈ রাম? কোথায় লক্ষ্মণ;—
শীঘ্র আসি ভীরুজনের
হউক সহায়।
আশ্রিত স্মরণাগত,
পলাইত জনে, নাহি বধে লঙ্কেশ্বর
যেন হে নিশ্চয়।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এই যে সম্রাট!
তব সমকক্ষ যোদ্ধা রূপে
সমাগত সম্মুখে লক্ষ্মণ।
এস বীর! কর রণ।

রাবণ। কে? আবার লক্ষ্মণ?
কেন হে তব হেন দুঃসাহস?

এখনো যে রাবণের রণ-চিহ্ন
বক্ষে বিদ্যমান তব ক্ষত রূপে।
শক্তিশেলে যার মূর্চ্ছিত হয়েছ একদিন
আমি সেই দৃপ্ততেজা রাজা দশানন
পারিবে কি মম সনে করিতে সমর ?
বোঝ—ভাব, সক্ষম হও যদি
যদ্যপি কুলায় সাহসে
তবে এস যুদ্ধারম্ভ কর।

লক্ষ্মণ। রামানুজ লক্ষ্মণের কেমন সাহস
লঙ্কাপতি তাহা নহে অবিদিত।
ঘোর নিশাকালে শঙ্কর-রক্ষিত পুরে
যেই জন পারে প্রবেশিতে,
পারে যেই বধিতে সে বীর মেঘনাদে
তার সাহসের পরিচয় কার্য্যেই বিদিত।
অতএব বাক্‌যুদ্ধ পরিহরি,
ধর শর, হান বক্ষে মোর
দেখি যদি পারি নিবারিতে।

রাবণ। আচ্ছা—আচ্ছা শিশু ! এস যুদ্ধ কর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। লক্ষ্মণের সনে রণ করিতে করিতে

মহাবেগে রণক্ষেত্রে ধায় দশানন।
প্রলয়ের দীপ্ত শিখা সম
জ্বালাময় বহ্নিরাশি প্রায়
কিংবা দিক্‌দাহী পাবকের মত—
অথবা ত্র্যম্বক নয়নোত্থিত—
মদন প্রদাহী কৃশানু শিখার মত
তেজোদ্দীপ্ত বীরবর সদা ভ্রাম্যমান্‌।
আজ রণে বিষম সমস্যা
হয় জয় নয় পরাজয়।

(দ্রুতপদে রামের প্রবেশ)

রাম। মিত্রবর! করে রণ কি ভীষণ রাজা দশানন
দেখিলাম দূর হ'তে চাহি তার প্রতি
প্রলয় স্ফুলিঙ্গ যেন ধাইছে সমরে।
মনে হ'ল যেন, মত্ত গজরাজ
বিদলিত করিতেছে কমল—কানন।
রাবণের পরাক্রমে পরাস্ত সকলে।
এইবার যাব আমি রণে
কিন্তু কৈ হনুমান!
কৈ রাবণের মৃত্যুবাণ!

(মৃত্যুবাণ লইয়া হনুমানের প্রবেশ)

হনু। এই লও রঘুবর!

বধহ রাবণে
আনিয়াছি মৃত্যুশর তার।

(প্রদান)

রাম। তবে এইবার নিহত রাবণ
এস মিত্র! রাবণ সম্মুখে যাই।

(গমনোদ্যত)

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। কষ্ট ক'রে কোথা যাবে রাম।
এই যে উদ্দীষ্ট অরি সম্মুখ সমরে।
এস রাম! ধর ধনুর্ব্বাণ
এস আজ সমরের শেষ ক'রে যাই।
তুমি কিংবা আমি দুজনের মধ্যে
একজন যাব আজ জগত ছাড়িয়া।
অরামা বা অরাবণা হবে পৃথ্বী আজ।

রাম। এই যে স্পর্দ্ধিত অরি!
এই দেখ মৃত্যুবাণ তব।
হংসাকৃতি বাণ মুখে
হের দশানন,
বাণের মধ্যেতে বসি দেব পঞ্চানন,
অলক্ষিতে ধর্ম্মরাজ বাণের উপর,
গ্রাসিতে উদ্যত
আজি তোমার শরীর।
আর কেন রহ তুমি,

নিরবে দাঁড়ায়ে
শীঘ্র আসি দেহ রণ মোরে।

রাবণ। য়্যাঁ য়্যাঁ। তাইত ! সত্যই ত মৃত্যুবাণ !
বুঝিলাম রাম ! আর নাহি পরিত্রাণ
এতদিনে যাবে বুঝি রাবণের প্রাণ
এইবার লুপ্ত হবে রাবণের নাম।

রাম। কি ভাবিছ দশানন !
মৃত্যুবাণ করি দরশন
হয়েছ কি আশঙ্কা-মগন ?

রাবণ। না রাম ! তা ভাবি নাই
জানি আমি জন্ম হ'লে মৃত্যু আছে একদিন।
সে কারণে নাহিক আশঙ্কা।
ভাবি আমি কোথা তুমি কেমন কৌশলে
স্তম্ভ মধ্য হ'তে আনিলে হে মোর মৃত্যুশর।
যাক্, সে চিন্তায় নাই প্রয়োজন।
এস যুদ্ধ কর—দেখাও পরীক্ষা।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

(যুদ্ধ করিতে করিতে রাম ও রাবণের প্রবেশ)

রাম। হের আজি লঙ্কেশ্বর মৃত্যুবাণ তব,
যেন হে নিশ্চয়,
এই শরে নিশ্চয় হারাবে তুমি প্রাণ।

রাবণ। জানি আমি নারায়ণ,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
দীননাথ দুরিত বারণ,
রক্ষকুল উদ্ধার হেতু
জনমিলে সূর্য্যকুলে প্রভু ;—
কিন্তু যেন হে নিশ্চয়,
ভীরু কভু নহে এই রাজা দশানন
এস কর রণ যেথা যাক
কার কত বল।

রাম। এস তবে লঙ্কেশ্বর পুরাই বাসনা তব।
বিশ্বামিত্র গুরুপদ স্মরিয়ে শ্রীরাম ;
রাবণের বুকে বিন্ধে মৃত্যুবাণ শর ;
সেই বাণে দশানন পড়ে ভূমিতলে।
কপিগণ উচ্চরবে
জয় রাম বলে।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও রাবণের মহাশয়ন)

(রণস্থলের একপার্শ্বে হনুমান ও বিভিষণের প্রবেশ)

হনু। হের হের বীরবর !
রাঘবের সনে রাবণের রণ
প্রচণ্ড করীন্দ্রযূথ যুঝিতেছে যেন।

বিভী। ওই মিত্র মৃত্যুবাণে এককালে
দশগ্রীবা রাবণের করিল কর্ত্তন
ভূপতিত রাজা দশানন।
চল যাই ওই দিকে।

হনু। মৃত্যুকালে দশানন রাম নাম গায়
রঘুবর ভক্তপাশে বসিল এবার।
চল বীর দেখি গিয়া সব।

[প্রস্থান।

বিভী। স্বার্থপর বিভীষণ! এইবার সব গেল তোর
আপন বলিতে আর কেহ না রহিল।
দাদার মতন দাদা হারাইলি আজ
বিরাট বিশাল বংশ নির্ব্বংশের ব্রত
এতদিনে পরিপূর্ণ তোর।
একবার চল্ হতভাগা !
অগ্রজের পদে জন্মশোধ বিদায় লইতে।
দাদা ! দাদা !

[রোরুদ্যমান অবস্থায় প্রস্থানোদ্যত]

[উন্মাদিনীবেশে নিকষার প্রবেশ]

নিকষা। [বৃদ্ধাবৎ কম্পিত কণ্ঠে] কৈ আমার রাবণ কৈ? আমার নাড়ী ছেঁড়া ধন দশানন কৈ? শুন্‌লাম রাম নাকি তাকে মৃত্যুবাণে হত্যা করেছে? কৈ সে রাম কৈ? আমার অমন তেজীয়ান বেটাকে যে রাম মেরেছে, তাকে একবার আমি দেখ্‌তে চাই! আমার এত বড় বংশটাকে যে ধ্বংস কর্‌তে পারে, সে কেমন—দেখব একবার। মানুষ হ'য়ে যে এমন সব বরদৃপ্ত রক্ষোগণকে সংহার কর্‌তে পারে, সে সামান্য কি সাধারণ মানুষ নয়? নিশ্চয় তার একটা ক্ষমতা আছে, নৈলে অমন কুম্ভকর্ণের মত বীরকে মার্‌তে পারে? না আমার বড় বেটার দশটা মুণ্ড কাট্‌তে স্তম্ভ ভেঙ্গে মৃত্যুবাণ আন্‌তে পারে? কখনই না, মানুষ হ'লেও আমি একবার তাকে দেখ্‌তে চাই?

বিভী। [সরোদনে] মা! মা!

নিকষা। [বৃদ্ধাবৎ] কে রে? আবার আমায় মা ব'লে ডাক্‌লি তুই কে? আমার জ্বলন্ত বুকে শীতল প্রলেপ লেপন করতে মা ব'লে সম্বোধন কর্‌লি তুই কে?

বিভী। মা! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না?

নিকষা। [বৃদ্ধাবৎ] চিন্‌ব কি ক'রে বাবা! চোখ কি আর আছে? পুত্র পৌত্র শোকে কেঁদে কেঁদে চোখ যে অন্ধ হ'য়েছে। তোর কথা বড় মিষ্টি, ডাক্ আর একবার আমায় মা ব'লে ডাক্। আর বল্ বাবা, তোর নাম কি?

বিভী। মাগো! আমি তোমার কুলাঙ্গার পুত্র বিভীষণ।

[রোদন]

নিকষা। [বৃদ্ধাবৎ] বিভীষণ? তুই! তুই! তুই তো আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লি। না—না, তুই ভালই করেছিস্। বড় বেড়েছিল রক্ষোগুলো, তাদের মূলোৎপাটন ক'রে দিলি? বেশ কর্‌লি—বেশ কর্‌লি? অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে পৃথিবীর বুকটা, আর কোন উৎপাত উপদ্রব থাক্‌ল না। দেখে আয় একবার বিভীষণ, সোণার লঙ্কা কেমন শ্মশানের সাজে সেজেছে। ও কি! ওদিকে কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লে? ঐ আবার! ও যে আমার রাবণ ডাক্‌ছে। ঐ—ঐ যে বাবা আমার যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে আমায় ডাক্‌ছে, রামা লথার রক্ত দিতে চাচ্ছে। যাই—যাই, রক্ত খাইগে পুত্রহন্তার বুকের রক্ত খাইগে। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

(উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান)

বিভী। মায়ের বুকে এমনধারা শোকের চিতা জ্বেলে দিয়েছি ব'লে মা আমায় স্নেহ সম্ভাষণও কর্‌লেন না; মা যে এখন ঘোর উন্মাদিনী, হায় দুর্ভাগ্য আমি, মায়ের দুঃখ দূর কর্‌তে পার্‌লুম না, মায়ের দুঃখের কারণ হ'য়ে জগতের বুকে বেঁচে থাক্‌তে হবে। ভ্রাতৃদ্রোহী—গৃহশত্রু ব'লে একটা চির-অখ্যাতি আমার পুরাণেতিহাসে চিরঅঙ্কিত থেকে গেল। রাম! তোমার নামের যদি কোন মহিমা থাকে, আমার নিষ্কাম ব্রত যদি পালন করা হ'য়ে থাকে, তবে—তবে দয়াময়! দাসের সব কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দিও। জয় রাম! জয় রাম!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শিবির সম্মুখ।

(রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ, সুগ্রীবের প্রবেশ)

রাম। শুন, শুন মিত্র বিভীষণ,
শুন ওহে কিষ্কিন্ধ্যার পতি
আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম উহার
শরাঘাতে জর জর এবে রণস্থলে,
একবার দরশন দিব আমি তাঁরে।
এখনি মরিবে রক্ষকুলের ঈশ্বর
মৃত্যুকালে দেখা দিয়ে করিব উদ্ধার।
সৌমিত্রে পাঠায়ে এবে জানিব সন্ধান,
সেইরূপে আছে কি হয়েছে দিধ্যজ্ঞান।
শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ,
এক উপদেশ মোর শুন সাবধানে,
রাজবংশে জন্ম লয়ে মোরা দুই ভাই,
বনবাসে চিরদিন বেড়াই ভ্রমিয়া
বহুদিন বঞ্চিলাম মুনিঋষি সনে
রাজনীতি পিতৃস্থানে শিখি নাই কভু।
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বন
ভল্লুক বানর লয়ে ফিরি বনে বনে ;—

কে শিখাবে রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি
কি প্রকারে হইব মোরা রাজ্য অধিকারী॥
অযোধ্যা-নগরে যবে পাব রাজ্যভার
নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ-ব্যবহার
কে শিখাবে রাজধর্ম্ম কার কাছে যাব
কিরূপেতে প্রজাগণে পালন করিব।
রাবণ সুবুদ্ধি রাজা বুদ্ধি বিচক্ষণ,
রাজনীতি শিক্ষা আজি করি তাঁর কাছে
পালিব অযোধ্যায় গিয়া প্রজাগণ সব।
কুস্থানে পতিত যদি হয় রে কাঞ্চন,
গ্রহণ করিতে তারে নাহি কোন দোষ।

লক্ষ্মণ। দাদা দাদা চিরদিন এ দাস তব
আজ্ঞাকারী,
এখনি পালিতে যাই আজ্ঞাবহ হয়ে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

বিভীষণ। চল মৈত্র রাম, চল ওহে সুগ্রীব সুধীর,
চল চল বীর হনুমান,
বিশ্রাম করিগে মোরা কুটীর ভিতর।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(রণস্থলে পতিত অবস্থায় ব্যথিত রাবণ।)

(অদূরে লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাবণ। (লক্ষ্মণকে দেখিয়া সকরুণে রাবণের স্তুতি)

এ সময়ে একবার ঠাকুর লক্ষ্মণ,
দেহ মোরে শ্রীচরণ ওহে বীরবর।
শত শত অপরাধ করিয়াছি আমি
অপরাধ মার্জ্জনা করহ গোঁসাই।

লক্ষ্মণ। শুন ওহে লঙ্কার ঈশ্বর
পরম পণ্ডিত তুমি
তাই মোরে পাঠালেন
রাজীবলোচন
সুধাইতে রাজনীতি শিক্ষা তব পাশে।

রাবণ। কি আর বলিব বল ঠাকুর লক্ষ্মণ,
কোন নীতি সংসারে রামের অগোচর
রাজনীতি শিক্ষা আমি কি দিব তাঁহারে।
যদি আজ্ঞা দেন মোরে রাজীবলোচন,
সেবকের মুখে যদি শ্রবণ করিবে,
দয়া করে একবার দেন দরশন।
শক্তিহীন হইয়াছি প্রাণ বাহিরয়
যাইতে না পারি আমি প্রভুর নিকটে।

দয়া করি একবার আসুক এখানে
যাহা জানি রাজনীতি শিক্ষা দিব আমি।

লক্ষ্মণ। তবে যাই লঙ্কার ঈশ্বর
রাজীবলোচন আমি সঙ্গে করি আনি।

(লক্ষ্মণের প্রস্থান।

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণসহ রামকে দেখিয়া রাজা দশানন ভক্তিভাবে
প্রণাম করিয়া সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করতঃ
স্তব করিল।

নারায়ণ নারায়ণ পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন,
মায়াতে মানব দেহ তুমি বিশ্বময়,
তোমার মহিমা আমি কি জানিব বল।
অনাথের নাথ তুমি পতিত-পাবন
দয়া করি মম শিরে দেহ শ্রীচরণ,
চিরদিন আমি তব শ্রীচরণের দাস,
ব্রহ্মশাপে রক্ষকুলে জনম আমার।
অনাদি পুরুষ তুমি অগতির গতি
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের নাথ।
রাজনীতি শিক্ষা আমি কি দিব তোমারে
সংসারের নীতি তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।

রাম। শুন ওহে রক্ষ চূড়ামণি,
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ!

বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত জিনেছ ত্রিভুবন ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম রাজ কর্ম্ম তোমাতে বিদিত,
তাই তব কাছে রাজনীতি
শিখিবার তরে আসিয়াছি মোরা।

রাবণ। যদি শিক্ষা করিবারে
চাহ প্রভু তুমি,
কিঞ্চিত কহিব আমি করহ শ্রবণ।
করিতে উত্তম কার্য্য যদি মনে হয়
তখনি করিবে তাহা আলস্য ত্যজিয়া।
আলস্য করিলে শুভ কর্ম্ম নাহি হয় ;
এই মোর রাজনীতি
শুন হে গোঁসাই।
এই শিক্ষা দিলাম আমি
রাজীব লোচন।
যতনে পালিবে প্রভু আমার বচন।

রাম। শুভ কর্ম্ম শীঘ্র করা এই ত যুকতি,
জানিলাম তব কাছে
শুন লঙ্কেশ্বর।
সুকৃতি কর্ম্মের কথা কহিলে আমায়
পাপ কর্ম্ম পক্ষে কিছু
কহ আরবার।
শীঘ্র কৈলে পাপ কর্ম্ম কি হয় দুর্গতি

সেই রাজনীতি শিক্ষা
দেহ মোরে আজ।

রাবণ। কি আর কহিব প্রভু পাপ কর্ম্ম কথা
কহিতে না পারি আর
অশুভ হইলে কাল করিবে হরণ।
হইয়াছি ক্ষীণ;
শ্রীচরণে এই নিবেদন,
শুনহে গোঁসাই,
অশুভ হইলে কর্ম্ম শীঘ্র না করিয়া
হেলায় রাখিয়া কাল করিবে হরণ,
অবশ্যই শুভ ফল
পাইবে পশ্চাতে।
দয়াময় রাজীব লোচন,
যাহা জানি কহিলাম কিছু হিতাহিত।
কহিতে না পারি আর বাক্য নাহি সরে
সম্মুখে দাঁড়াও প্রভু
ত্যজি কলেবর। (রাবণের জীবন ত্যাগ)

রাম। দুই জন্ম হ'তে তোরে করিনু উদ্ধার,
যাহ বৎস ভকত প্রধান,
বৈকুণ্ঠে গিয়া তুমি করহ বিশ্রাম।
(লক্ষ্মণের প্রতি) চল ভাই প্রাণের সোদর
যাই মোরা এ স্থান হইতে।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

অন্যদিক্ দিয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি রাবণ মহিষীগণের প্রবেশ।

গীত।

রমণীগণ।

বীরবালা মোরা বীরাঙ্গনা,
বীরমদে মেতে করি রণ।
এসেছি তোমার সমরে হে রাম,
সহজে করিতে মরণ বরণ ॥
কি দোষ পেয়েছ তাই ওহে রাম,
বংশ ধ্বংস ক'রে রাখিলে সুনাম,
পতিহারা ক'রে কাঁদাও অবিরাম,
এ জ্বালা নাশিতে জীবন পণ ॥
মর কিংবা মোদের মার হে সত্বর,
পতির সন্নিধানে হই অগ্রসর,
করুণা বিতর কৃপা পুরঃসর
লইনু তোমার চরণে শরণ ॥

(পদে শরক্ষেপ।

রাম। জন্মায়ুষ্মতী ভবঃ।

মন্দো। কি বলিলে রাম?
জন্ম-আয়ুষ্মতী হব?

কোন্ মুখে বলিলে ও কথা।
শুনি জনরবে তুমি নাকি ভগবান্ ?
তুমি নাকি অন্তর্যামী নারায়ণ ?
তবে কি বলিলে আজ
কিবা আশীর্ব্বাদ দিলে ?
পতি মোদের লঙ্কেশ্বর
তারে তুমি করিলে সংহার
চুরি করি আনি মৃত্যুশর,
বৈধব্যে জ্বালালে মোদের।
আজ পুনঃ কেন তবে
জন্ম আয়ুষ্মতী হ'তে কর আশীর্ব্বাদ ?
যদি তুমি ভগবান্,
সত্য যদি হয় তব বর
তবে হে রাম দয়ার সাগর !
দাও বাঁচাইয়া প্রাণ-পতিধনে ;
রক্ষা কর বাক্য আপনার
রাবণের ভার্য্যাগণে
জন্ম-আয়ুষ্মতী কর।

রাম। ব্যর্থ নাহি হবে আমার বচন।
যতক্ষণ পতি-চিতা না হয় নির্ব্বাণ
ততক্ষণ থাকে নারী সধবা হইয়া।
অতএব আমার বরেতে
রাবণের চিতানল হবে না নির্ব্বাণ।

যাবৎ থাকিবে সৃষ্টি
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রবে
ততদিন প্রজ্বলিত রবে রাবণের চিতা।
তোমরাও চিরকাল আয়ুষ্মতী রবে।
যাও নারীগণ। পতিদেহ করিতে সৎকার।
পুনঃ কহি শুন সতী
আমার বচন,
আজ হ'তে প্রাতঃস্মরণীয়া হ'লে
এ মহীমণ্ডলে।
প্রভাতে উঠিয়া যেই
স্মরিবে তব নাম
সেই দিন যাবে তার
অতি সুমঙ্গলে
যাও সতী লয়ে যাও
পতিদেহ তব সৎকার করিতে।

মন্দো। চল ভগ্নিগণ। যাই মোরা পতিদেহ ল'য়ে।

[প্রস্থান।

রাম। চল ভাই যাই মোরা শিবির নিকটে
আশা পথ চাহি আছে মিত্র বিভীষণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

বৈকুণ্ঠ।

রত্নাসনে লক্ষ্মীনারায়ণ উপবিষ্ট, দিব্যাঙ্গণাদ্বয় চামরব্যঞ্জন করিতেছেন, পদতলে দুই পার্শ্বে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, জয় বিজয়রূপে অবস্থিত। বিদ্যাঙ্গণাগণের আনন্দ সঙ্গীত।

গান।

আজ কি আনন্দ রে।
প্রবাস হইতে যুগল ভক্ত বহুদিন পরে আসিল ফিরে॥
ধরাতলে রাখি অভিশপ্ত দেহ,
জুড়াতে এসেছে আপনার গৃহ,
আর যেন কভু না হয় নিগ্রহ,
পদধূলি ধরি শিরে॥
চন্দ্র সূর্য্য ভবে রবে যত দিন,
এ কীর্ত্তি-কাহিনী রবে ততদিন,
রামায়ণ-গাঁথা গাঁথি চিরদিন
গাহিতে রত্নাকরে॥

যবনিকা পতন।